উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৭,২৮৮.৫০ (-৭২৮.৬৯)

নিফটি : ২৩,৪৮৬.৮৫ (-১৮১.৮০)

‘সংবিধান বাঁচিয়ে রেখো’

লন্ডনে হাঁটতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদিকে নিশানা করে মমতার মন্তব্য, ‘বাপুজি, সংবিধান বাঁচিয়ে রেখো।’ » ৭

র-কে নিষিদ্ধ করার দাবি

শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা র-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করল আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কিন কমিশন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৭°	৩৭°	৩৭°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২৩°	২১°	২২°	২২°

ব্রাজিলকে ৪ গোলে চূর্ণ করল আর্জেন্টিনা » ১১

১৩ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 27 March 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 306

একই দিনে উল্লেখযোগ্য দুটি পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। একদিকে গাছ কাটাকে মানুষ খুনের চাইতেও বড় অপরাধ বলে মন্তব্য, অন্যদিকে ধর্ষণ নিয়ে এলাহাবাদ কোর্টের রায়কে অসংবেদনশীল ঘোষণা। দুটি ঘটনার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আশা উত্তরবঙ্গে

নিধনের জন্য গাছ প্রতি লক্ষ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : গাছ কাটা মানুষ খুনের চেয়েও বড় অপরাধ। উত্তরপ্রদেশে ৪৫৪টি গাছ নিধনে সুপ্রিম কোর্টের এই মনোভাব আশা জাগাতে পারে উত্তরবঙ্গেও। হিমালয় পাহাড়ের কোলে এই অঞ্চলে গত কয়েক বছরে জঙ্গল ধ্বংস তো কম হয়নি। কিন্তু কোথাও বিচার মেলেনি এখনও।

শুধু ডুয়ার্সের লাটাগুড়িতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল উন্নয়নের নামে। উড়ালপুল তৈরিকরতে প্রায় তিন হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হাইকোর্টে মামলাও করেছিল। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। একটি গাছকেও রক্ষা করা যায়নি। নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলেছিল রাজ্য সরকারই।

গোটা দেশজুড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে গাছপালা, সবুজ জঙ্গল নির্বিচারে এই ধ্বংসযজ্ঞের আত্মঘাতী প্রবণতায় শেষ পর্যন্ত

পর্যবেক্ষণ ১

সতর্কবার্তা এল শীর্ষ আদালত থেকে। বৃক্ষনিধন সংক্রান্ত একটি মামলায় ‘বিপুল সংখ্যক গাছ কাটা মানবহত্যার চেয়েও ভয়ংকর’ বলে মন্তব্য করার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি গাছ কাটার অপরাধে ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছে। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ শিবশংকর আগরওয়াল নামে ওই অভিযুক্তের জরিমানা কমানোর আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে।

তাজ ট্রাপিজিয়াম অঞ্চলে সংরক্ষিত প্রায় সাড়ে দশ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৪৫৪টি গাছ কেটে ফেলায় অভিযুক্ত ওই শিবশংকর। সেই মামলায় শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘পরিবেশ মামলায় দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোর সুযোগ নেই। এমন জনস্বার্থবিরোধী কাজের ক্ষমা হয় না। ৪৫৪টি গাছ কাটার ফলে যে সবুজ পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করতে অন্তত ১০০ বছর সময় লাগবে।’

শিবশংকরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি (সিইসি)। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, উত্তরপ্রদেশের মথুরা-বৃন্দাবনের ডালমিয়া ফার্মে ৪৫৪টি গাছ কেটেছেন শিবশংকর। আগরওয়ালের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি তাঁর মক্কেল ভুল করেছে স্বীকার করে জরিমানার পরিমাণ কমানোর আবেদন করেন। আদালত সেই আর্জিতে কান দেয়নি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বরং নির্দেশ দেয়,

এরপর দশের পাতায়

ধর্ষণের চেষ্টা নিয়ে বিতর্কিত রায় বাতিল

অসংবেদনশীল রায়, ব্যথিত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : কিছুটা হলেও যেন স্বস্তি। স্তন চেপে ধরা বা পাজামার ফিতে খোলার চেষ্টা ধর্ষণ বা ধর্ষণ নয় বলে রায়ে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল দেশজুড়ে, তাতে কিছুটা প্রলেপ পড়ল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের ওই রায়ে ‘সংবেদনশীলতার অভাব আছে’ বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। রায়টিতে স্থগিতাদেশও দিয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চ।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা ওই রায়ে নিজেরা ব্যথিত অনুভব করছেন বলে মন্তব্য করেন। ‘অমানবিক’ ওই রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়ার সময় পর্যবেক্ষণে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করার জন্য। বিচারপতি গাভাই বলেন, ‘এটা খুবই গুরুতর বিষয়। বিচারপতি সম্পূর্ণ অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচারপতি সম্পর্কে এই ধরনের কঠোর শব্দ ব্যবহার করার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।’

স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি

পর্যবেক্ষণ ২

কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে এ বিষয়ে জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত। দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ‘কিছু রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।’

১১ বছরের এক কিশোরীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে পবন এবং আকাশ নামে দুই তরুণের বিরুদ্ধে মামলাটিতে গত ১৭ মার্চ রায় দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রায়ে বলা হয়েছিল, কেবল স্তনে হাত কিংবা পাজামার দড়িতে টান দেওয়া ধর্ষণের চেষ্টা হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। বরং একে নারীর শালীনতায় আঘাত করার অপরাধের মধ্যে ফেলা যায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে ‘উই দ্য উইমেন অফ ইন্ডিয়া’ নামের একটি সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সেই আবেদনের ভিত্তিতে বুধবার হস্তক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশজুড়ে প্রতিবাদ করেন অনেকে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী ক্ষুব্ধ হন। তিনি এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের পদক্ষেপে অসন্তোষের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়ল।

দুই বিচারপতির পর্যবেক্ষণে বলা হল, ‘এটা অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে, ওই রায়ে নির্যাতিতার প্রতি সহমর্মিতার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। ওই রায় তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়নি। অন্তত চার মাস পরে রায় বেরিয়েছে। আমরা আপাতত ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিচ্ছি।’

ডুয়ার্সে লিস নদীর বাঁধে শুরু হল অনুরাগ বসুর ছবির শুটিং। কালো রংয়ের বাইকে কেরামতি দেখালেন বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। সঙ্গী অভিনেত্রী শ্রীলীলা। তাঁদের দেখতে ভিড় জমল অনুরাগীদের।

জয়গাঁ শিল্পতালুকের পাহারায় একজন

জয়গাঁ, ২৬ মার্চ : মলয় দাস যেন একা কুম্ভ। নকল বুঁদির গড়, থুড়ি জয়গাঁর ৩৭ একরজুড়ে তৈরি হওয়া শিল্পতালুকের নৈশপ্রহরী একা তিনি। নিরাপত্তা দেবেন কী? নিরাপত্তাহীনতায় প্রতি রাতে নিজেই ভয়ে ভয়ে থাকেন মলয়।

এতখানি জায়গা নিয়ে গঠিত এই শিল্পতালুক যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়াটাই তো এক ঝকমারি ব্যাপার। সাইকেল নিয়ে পুরো এলাকা পরিক্রমা করতেও সময় লেগে যায় দেড় ঘণ্টার ওপরে। কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে পুরো এলাকায় নজরদারি, সুরক্ষার বিষয়টি দেখা কার্যত অসম্ভব। অথচ এখানে সেটাই হচ্ছে।

হাসিমারা থেকে জয়গাঁ শহরের দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। তবে জয়গাঁ শিল্পতালুক যেতে হলে শহরের রাস্তা ধরতে হবে না। হাসিমারা থেকে এর দূরত্ব হবে ১৪ কিলোমিটার। জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় মেচিয়াবস্তি এলাকায় গড়ে উঠেছে এই শিল্পতালুক। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে ২০২২ সাল থেকে এই শিল্পতালুক গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই শিল্পতালুকে ৩৬টি প্লট বের করা হয়েছে।

চারপাশের সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ। পেছন দিকে অর্ধেক জায়গায় দেওয়াল উঠছে, বাকি জায়গায় প্রাচীর তৈরির কাজ চলছে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে অনায়াসে যে কেউ সেখানে ঢুকে পড়তেই পারে। তাছাড়া ৭-৮ ফুট উঁচু পাচিল টপকেও বহিরাগতরা ঢুকে পড়ে, বলছেন স্থানীয়রা। আর রাত নামলে তো কথাই নেই। এলাকায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজ আপাতত থমকে রয়েছে। কবে শুরু হবে, জানেন না মলয়। তাঁর অবশ্য জানার কথাও না। তবে জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (জেডিএ) দ্বারা নিযুক্ত ওই কর্মী এটুকু জানেন যে, রাস্তাঘাটে আলো না থাকায় দুষ্কর্মের সুযোগ বাড়ে। নেশার আসর বসার ‘সুযোগ’ও বাড়ে। নির্মাণকাজ চলছে বলে যেখানে সেখানে বিদ্যুতের তার সহ নির্মাণসামগ্রী পড়ে রয়েছে। সেসব চুরি যাওয়ার আশঙ্কা তো প্রতি রাতে।

নামেই শিল্পতালুক, নেই পরিকাঠামো। জয়গাঁয়।

এরপর দশের পাতায়

জমি কিনতেও সিন্ডিকেট

দাম বাড়ছে কয়েক লাখ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : তিলতিল করে টাকা জমিয়েছেন। আবার কেউ ব্যাংক থেকে মোটা টাকার ঋণ নিয়েছেন। ইচ্ছে, ফালাকাটা শহরে ছোট একটি জায়গা কিনবেন। কিন্তু কিনতে চাইলেই তো আর হবে না! এর জন্য দালালচক্রের দ্বারস্থ হতে হবে। তারাই জমির দরদাম সব ঠিক করে দেবে। খালি দালালচক্রের হাত ঘুরে এলেই জমির দাম একলাফে কয়েক লক্ষ টাকা বেড়ে যাবে।

যদি কেউ ভেবে থাকেন, সরাসরি মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জমি কিনে নেবেন, সে গুড়ে বালি। সিন্ডিকেট আপনাকে মালিকপক্ষ অবধি কোনওমতেই পৌঁছাতে দেবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি মালিকের কাছ থেকে জমি কিনে রাখছে এই সিন্ডিকেট। তারপর মর্জিমতো দামে তা বিক্রি করছে। ফালাকাটা শহরে জমি কেনাবেচা করতে গেলে এখন দালালরাই শেষকথা। এই সুযোগে একেকজন দালালের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি খাসজমি দখল করে প্লট করে বিক্রি করবার পিছনেও হাত রয়েছে এই সিন্ডিকেটের। কিন্তু কোনও প্রমাণ না থাকায় প্রশাসনও হাত গুটিয়ে বসে আছে।

পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার কথায়, ‘এলাকায় ৩ ডেসিমাল জমি কিনব বলে খোঁজখবর শুরু করি। যে জমি দেখি সেখানেই দেখি দু’একজন গিয়ে হাজির। পরে বুঝতে পারি তাদের ছাড়া জমি কেনা অসম্ভব। চড়া দামে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি কিনেছি। ওদের আবার ৩ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে।’

শহরের মাদারি রোড, সুভাষপল্লি, বাবুপাড়া, কলেজপাড়ার মতো জায়গায় জমির দর আগের থেকেই বেশি ছিল। তবে ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার পর এই এলাকাগুলিতে জমির দর এখন লাগামছাড়া। মূল রাস্তার পাশে ওই এলাকাগুলিতে এখন আর কেনার মতো জমি নেই বললেই চলে।

রাজত্ব চলছে

- মাদারি রোড, সুভাষপল্লি, বাবুপাড়া, কলেজপাড়ার মতো জায়গায় দালালদের রমরমা
- তাঁরা অনেকসময় মালিকদের থেকে জমি কিনে ধরে রাখছেন
- তাঁদের মাধ্যমে কিনতে গেলে জমির দর লাফিয়ে বাড়ছে
- তার ওপর আবার কয়েক লক্ষ টাকা কমিশনও দিতে হচ্ছে

ভেতরের এলাকাতেও জমির দর আকাশছোঁয়া। এছাড়া ফালাকাটা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই এখন জমির দাম চড়া। আর এইসব জায়গাতেই দালালদের দাপট বেশি। আগে যেখানে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা ডেসিমাল দরে জমি মিলত, এখন সেই জমির দাম ৮ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। আর একেকটি পার্টি (ক্রেতা)

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

পেতাম যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

একাত্তর বনাম চব্বিশ বিতর্ক স্বাধীনতা দিবসে

ঢাকা, ২৬ মার্চ : ১৯৭১-এর পর ২০২৫। বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল বটে। কিন্তু বিতর্ক সঙ্গে থাকল দিনভর। স্বাধীনতার নতুন ব্যাখ্যা দিলেন নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি ও পুরোনো দল জামাত-ই-ইসলামির নেতারা। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বদলে ২০২৪-এর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা চলল পুরোদমে। যা নিয়ে বিএনপি’র সঙ্গে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের একাংশ ও জামাতের মতভেদ প্রকাশ্যে এল।

অস্থির বাংলাদেশ

সমালোচনা হল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস স্বাধীনতা দিবসেই চিন সফরে যাওয়ায়। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁকে আর কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। চিন রওনা হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দূরে থাক, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের নাম উচ্চারণ করলেন না তিনি।

রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনও সাভারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁকেও স্বাধীনতা দিবসের অন্য কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। দিনের শুরুতে স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক উসকে ওঠে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতাও বটে। তাঁর কথায়, ‘দেশের প্রতিটি নাগরিক যতক্ষণ না মনে করবেন যে তিনি স্বাধীন,

এরপর দশের পাতায়

বিল বকেয়া, অন্ধকারে স্কুল

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৬ মার্চ : মাদারিহাট মডেল হাইস্কুলের পথ চলা শুরু হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের বিল হিসেবে সেই স্কুল কর্তৃপক্ষের বকেয়ার পরিমাণ ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ টাকা। ২০১৮ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বকেয়া বিল জমতে জমতে টাকার অঙ্ক এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে টাকা দিতে না পারার জন্য মঙ্গলবার স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগই কেটে দিয়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা।

এবার স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় নাজেহাল অবস্থা প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রীর। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট গরম পড়ে গিয়েছে। অথচ স্কুলে ফ্যান চলছে না। পাম্প চালানো যাচ্ছে না। পানীয় জলের অভাব তো বটেই, সেইসঙ্গে মিড-ডে মিলের রান্না নিয়েও সমস্যা হয়েছে এদিন। জল নেই শৌচাগারেও। সেখানেও বেহাল অবস্থা। অনলাইনে কন্যাশ্রীর কাজ থেকে শুরু করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ সব থমকে গিয়েছে।

পড়ুয়াদের ভোগান্তি হলেও বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা কিন্তু কড়া অবস্থান নিয়েছে। দপ্তরের আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা পার্থপ্রতিম মণ্ডল বলেন, ‘স্কুলের মোটা টাকা বিল বকেয়া। তাই বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা বলেছি বকেয়ার একটা অংশ দিয়ে দিলেই আমরা আবার সংযোগ দিয়ে দেব।’

মাদারিহাট মডেল হাইস্কুলে পঠনপাঠন হয় ইংরেজিমাধ্যমে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৩। কোনও ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকেই ভর্তি সহ অন্যান্য কোনও খাতে একটি টাকাও নেওয়া হয় না। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার ভৌমিক জানালেন, এতদিন ধরে স্কুলের আনুষঙ্গিক খরচ চলত কম্পোজিট গ্র্যান্ট ও কন্টিনজেন্সি ফান্ডের টাকায়। বিকাশ ভবন থেকেই এই টাকার অনুমোদন আসত। কিন্তু চলতি বছরে মাত্র ১২ হাজার টাকা কম্পোজিট গ্র্যান্ট পাওয়া গিয়েছে। গতবছর দিয়েছিল ৭০ হাজার টাকা। আর কন্টিনজেন্সি ফান্ডের টাকা এবার স্কুল পায়নি। প্রদীপ বলেন, ‘বিকাশ ভবন থেকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ বছরে একবার বা দু’বার টাকা আসত। কিন্তু যা বিল উঠত, তাতে সেই টাকায় কিছুই হত না। তাই বিল জমতে জমতে বিশাল আকার ধারণ করেছে। স্কুলের আনুষঙ্গিক খরচ আমাদের পকেট থেকে চালাতে হচ্ছে। ওই টাকা কবে পাব, বা আদৌ পাব কি না জানি না।’ সমস্যা সমাধানে বিকল্প উপায় হিসেবে স্কুলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, এদিন স্কুলে এসে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে দশম শ্রেণির ছাত্র বিশাল যাদব, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রোহন ছেত্রী,

এরপর দশের পাতায়

ক্লাস রুমে জ্বলছে না আলো, চলছে না পাখা।

ডাউহিলের রাস্তায় বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বুধবার।

কার্সিয়াংয়ে শ্বেত অর্কিড বাড়ানোর উদ্যোগ বনমন্ত্রীর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : পর্বতের কোলে শোভা পাওয়া শ্বেত অর্কিড মুগ্ধ করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের। দুর্লভ এই অর্কিডের টানে প্রতিবছর বহু পর্যটক এখানে ভিড় জমান। বুধবার ডাউহিল পাইন ফরেস্ট ঘুরতে এসে কার্সিয়াংয়ের শ্বেত অর্কিড বাড়িয়ে কীভাবে অর্কিড রোডকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেব্যাপারে দপ্তরের অধিকর্তাদের নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এছাড়াও ডাউহিলে নতুন ইকো পাইন ফরেস্টের প্রশংসা করেন তিনি। কীভাবে স্থানীয় অর্থনীতি আরও বেশি চাঙ্গা করা যায় সেদিকে নজর দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করার কথাও বলেন তিনি। ডাউহিলের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী।

পাহাড়ি বিভিন্ন এলাকায় বন দপ্তরের কাজ পরিদর্শনে বেরিয়েছেন বনমন্ত্রী। কোথাও বনকর্মীদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কি না, বন দপ্তরের সাহায্যে স্থানীয় অর্থনীতি কীভাবে আরও চাঙ্গা করা যায়, এসব বিষয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'বন দপ্তরের তরফে এখানে অনেক কাজ করা হয়েছে। যার ফলে স্থানীয়রা অনেক উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি, কার্সিয়াংয়ে সাদা অর্কিডের টানে প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক আসেন। কীভাবে জায়গাটিকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলা যায়, সেব্যাপারেও নজর দিতে বলা হয়েছে আমাদের আধিকারিকদের।'

চলতি মাসেই পর্যটকদের জন্য ডাউহিলে 'হেভেন, দ্য পাইন ফরেস্ট' পর্যটনস্থলটির উদ্বোধন হয়। জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা এখানে কাজ করছেন। কার্সিয়াং রেঞ্জ অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'ডাউহিল পাইন ফরেস্ট বীরবাহা ম্যাডাম ঘুরে দেখেছেন। স্থানীয় শিক্ষিত তরুণদের গাইডের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যটকরা যাতে স্কুটারে করে ঘোরার সুবিধে পান, সেদিকটিও দেখতে বলেছেন।' পর্যটকরা যাতে বিভিন্ন স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যেতে পারেন, সেই প্রচেষ্টাও করা হবে বলে ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান। এদিন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (হিল সার্কেল) সমীর গজমের ও উপস্থিত অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনাও করেন বনমন্ত্রী।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

হেনস্তার অভিযোগে ক্ষোভ চ্যাংরাবান্ধায়

দেশে ফিরে রং বদল আজাদুরের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ মার্চ : ভারতে এসে ভারত সম্পর্কে এক বাংলাদেশির কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট চত্বর উত্তপ্ত হয়েছিল। এপারে কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেও দেশে ফিরেই ভোল বদলালেন মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই ব্যক্তি। সাংবাদিক বৈঠক করে আজাদুর অভিযোগ তুলেছেন, ভারতে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই চ্যাংরাবান্ধাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার এদেশে আজাদুর এসেছিলেন কার্সিয়াংয়ে পাঠরত ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গাড়িভাড়া করার সময় তিনি ভারত সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। যার জেরে কোনও গাড়ির চালক আজাদুরকে গাড়িতে তোলেননি। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে তাঁকে মেখলিগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে ভিসা বাতিল করে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। নিজের মন্তব্যের জন্য চ্যাংরাবান্ধায় দুঃখপ্রকাশ করলেও বাংলাদেশে ফিরেই সাংবাদিক বৈঠক করে আজাদুর দাবি করেন, ভারতীয়রা তাঁকে হেনস্তা করেছেন।

> কেউ আমাদের বাড়িতে এসে যদি মায়ের সম্বন্ধে বাজে মন্তব্য করে, সেটা কি সহ্য হবে? ওই ব্যক্তিকে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল, আর কিছুই করা হয়নি। এপারে তো দুঃখপ্রকাশ করলেন, আর ওপারে গিয়েই রং বদলে ফেললেন! ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতে যেন ওই ব্যক্তি এদেশে আসতে না পারেন।
>
> **-আরমান আলি**
> স্থানীয় বাসিন্দা

সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর চ্যাংরাবান্ধার মানুষ বেজায় ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দা সৌমিক সরকার বলেন, 'আমরা কোনও দুর্ব্যবহার করিনি ওঁর সঙ্গে। গাড়িভাড়া নিয়ে তাঁর সমস্যা হয়েছিল। সেটা কথা বলে মেটানো যেত। কিন্তু তিনি আমাদের দেশ সম্পর্কে কুমন্তব্য করেছেন। আমরা শুধু তার প্রতিবাদ জানিয়েছি।' আরেক বাসিন্দা আরমান আলির মন্তব্য, 'কেউ আমাদের বাড়িতে এসে যদি মায়ের সম্বন্ধে বাজে মন্তব্য করে, সেটা কি সহ্য হবে? ওই ব্যক্তিকে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল, আর কিছুই করা হয়নি। এপারে তো দুঃখপ্রকাশ করলেন, আর ওপারে গিয়েই রং বদলে ফেললেন! ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতে যেন ওই ব্যক্তি এদেশে আসতে না পারেন।'

এদিকে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'ওই ব্যক্তির ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবেই পাঠানো হয়েছে।'

বায়ুসেনা ও বিওআই-এর মউ স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

২৬ মার্চ : ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (বিওআই) ভারতের অন্যতম প্রধান পাবলিক সেক্টর ব্যাংক। সম্প্রতি বিওআই ও ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তিতে ভারতীয় বিমান সেনাকর্মী, প্রাক্তন কর্মী এবং অগ্নিবীরদের (অগ্নিপথ স্কিমের অধীনে নিয়োগ করা হয়েছে) বিওআই রক্ষক বেতন প্যাকেজ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বর্ধিত বিনামূল্যে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা (পাই), ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে আকর্ষণীয় অফার এবং অন্য অফার ও বিশেষ সুবিধা থাকছে এই চুক্তিতে। ২০ মার্চ ভারতীয় রায়ুসেনার সদর দপ্তরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই মউ স্বাক্ষর হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার ভাইস মার্শাল উপদেশ শর্মা, ভিএসএম এসিএএস (অ্যাক্টস অ্যান্ড এভি)।

বিক্রয়

আমার পাওয়ার হাউস পাড়াতে, মৌজা (চোপড়াঝাড়) জে.এল.নং-57 মধ্যে 4 কাঠা জমি আছে যার দাগ নং-R.S. 2682, 2670. M-9832318408 / 9474510124. (S/N)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য শীঘ্রই পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। M :9832422178/8293790353. (C/115276)

•

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি আশপাশে প্রচুর সিকিউরিটি, সুপারভাইজার (বেতন 12,500/- + থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, মাসে ছুটি) ও ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার চাই (বেতন 12,000/-)। M :- 9775539686. (C/115277)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB/63 20170992757 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18. 3.2025 নোটারি পাবলিক দিনহাটা অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Subhash Barman এবং Subhasish Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Pratik Barman, গতিকাচুয়া, খুটামাড়া, সাহেবগঞ্জ, কোচবিহার। (C/114663)

•

আমার ভোটার কার্ড নং DWP 25770-47 পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-03-2025, সদর, কোচবিহার। J.M, 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Makbul Hak এবং Makbul Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Rafikul Islam, সাঁজের পাড় খোড়ামারা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114662)

•

গত 25/3/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Shambhu Kumar Sonakar এবং Shambhu Sah ও পিতা Munilal Sah ও M. Sonakar এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/115699)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

Tarak Gope, S/O Lt. Binod Behari Gope and Tarak Nath Gope is the same person. In - person affidavit dated 17.03.2025 granted by Siliguri 1st class J.M. 3rd court. (C/115703)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB-64/58103) নাম Rafikul Islam, S/O Mahasin থাকায় 18.3.2025 কোচবিহার সদর EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rafiqul Islam S/O Mahasin Ali হলাম। সাং - বালাকান্দি। (S/M)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB 63200509578 41) Nikhil Bhandhu Sarkar থাকায় 24.03.2025 দিনহাটা 1st. cl. JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Nikhil Bandhu Sarkar হলাম। সাং - প: ভাড়ালি, সিতাই। (S/M)

•

নিজ আধার (নং - 2927 3262 3682) ও ভোটার কার্ডে (নং WB/01/007/654158) নামের বানান ভুলক্রমে Nirmala Debi Patni থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 25.03.2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Nirmala Devi Patni হলাম। সাং - ওয়ার্ড নং ১৪, দিনহাটা। (S/M)

পুরোনো সংস্করণের ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এন-২০২৪-কে-৩৭, তারিখ: ২১-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সর্বশেষ সংস্করণ দ্বারা পুরোনো সংস্করণের ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ৫,০১,৫৭,৮৯১/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,০০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পৃষ্ঠভাগের ত্রুটি সনাক্তকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. মেক-এলএমজি-ইটি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখ: ১০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: শিলচর এবং আগরতলা কোচিং ডিপোতে তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডি-৩ কার্যসূচির সময়ে এডি কারেন্ট এরে (ইসিএ) কৌশলের দ্বারা এলএইচবি কোচসমূহের চাকার উপরের পৃষ্ঠভাগের ত্রুটি সনাক্তকরণ কাজ। টেন্ডার রাশি: ১১,৯২,৬৩৫.৭৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি... এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হল।

ক্রম নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	এপ্রিল/২০২৫	২৪-০৪-২০২৫ এবং ৩০-০৪-২০২৫ তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ১০-০৪-২০২৫ এবং ১৮-০৪-২০২৫ জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউন -এর জন্য

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০১-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ: ১৮.০৩.২০২৫ এবং ০২, ০৩-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ: ২০.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.: ০১-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম: মালদা ডিভিসনের সাহেবগঞ্জ ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে স্টিল ট্যাঙ্ক ভেঙে ফেলা এবং বাঁকা-তে স্টিল ট্যাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধি কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য: ২৭,৭১,৩৯৬.৬৬ [illegible] ... সাহেবগঞ্জ ডিইএমইউ শেডে বর্তমান পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদির বৃদ্ধি ও আপগ্রেডেশন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার, টেন্ডার মূল্য: ১,৭২,৩৭,২২৯.৩৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৮.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য) এবং ১১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)।

MLD-258/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রসিকবিলের ঘড়িয়াল কলকাতা চিড়িয়াখানায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৬ মার্চ : রসিকবিল মিনি জু'র একটি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল এবং সেখানকার নার্সারিতে জন্ম হওয়া ছয়টি শাবক আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এপ্রিলের শুরুতে ৭০০ কিমি দূরে আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাড়ি দেবে ঘড়িয়ালগুলি। এনিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন বনকর্তারা।

বুধবার কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানান, চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে গ্রিন করিডর করে ঘড়িয়াল নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জু অথরিটির নির্দেশে একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি কোচবিহার জেলা বন বিভাগের একজন আধিকারিক সঙ্গে যাবেন। রুটে যাতে নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বন দপ্তরের তরফে সব জেলার পুলিশ সুপারদের চিঠি দিয়ে আগে থেকে জানানো হবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘড়িয়ালের ডিম ফুটে শাবক জন্মানোর মতো উপযুক্ত পরিবেশ উত্তরবঙ্গে নেই। তাই বছর দুয়েক আগে রসিকবিলে কৃত্রিম নার্সারি তৈরি করা হয়। নির্জন জমিতে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বালির বেডে এই নার্সারি বানানো হয়। এরপর প্রায় ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেখে ডিম ফোটানো হলে শাবকগুলির জন্ম হয়। নার্সারিতে নজরদারি রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরা, জেনারেটরের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী বা জলাশয় থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়িয়ালগুলি রসিকবিলের জলাশয়ে ছাড়া হয়েছে। যা পর্যটকদের বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণ। বর্তমানে সেখানে ১১টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল, ৪০টির মতো ঘড়িয়াল শাবক রয়েছে।

গত বছর প্রথম ধাপে এখানকার ৩৭টি শাবক মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে পাড়ি দিয়েছে।

e-Tender Notice

DDP/N-46/2024-25

e-Tenders for 7 (Seven) no. of works under SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-46/2024-25 is 03.04.2025 at 14.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

E-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-**18/APD/WBSRDA/PHEDM/2024-25, Dated-26.03.2025**. Details may be seen in the state Govt. Portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer/WBSRDA/ALIPURDUAR DIVISION

W.B.C.A.D.C
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 13/2024-25 dt. 25.03.2025 &
E-Tender Notice No. 14/2024-25 dt. 26.03.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for works : (i) Construction work of Glass Jar Hatchery Unit & (ii) Construction of Duck cum Fish culture for Integrated Fish Culture Programme, both works at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY Programme 2024-25. The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 28/03/2025.

Sd/-
Officer-In-Charge, Ph. 0353-2571404

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

রঙিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলামের সময়সূচী নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	এপ্রিল/২০২৫	NFRRNY30N2025001	১০-০৪-২০২৫/১০:৩০:০০
২	এপ্রিল/২০২৫	NFRRNY30N2025002	১৭-০৪-২০২৫/১০:৩০:০০
৩	এপ্রিল/২০২৫	NFRRNY30N2025003	২৪-০৪-২০২৫/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম, পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

[illegible] ... (১) অকশন ক্যাটালগ নং: পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল ২৫-৩এস, ট্রেন: ১২৫৩৫ আপ হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের এসএলআর-১। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ২৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। (২) অকশন ক্যাটালগ নং: পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৪এ, ট্রেন: ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-692/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

গৃহপ্রবেশ রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.৩০ পরিবার, রাত ১০.৩০ দাদু নাম্বার ওয়ান, ১.০০ বন্ধু

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২৫ গোলমাল, সন্ধে ৭.৩০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩০ সেন্টিমেন্টাল

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, দুপুর ২.৩০ সৎমা, বিকেল ৫.৩০ নয়নমণি, রাত ১০.০০ দেবীবরণ, ১২.৩০ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিমন্ত্রণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু

জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৯ নাইট কার্ফিউ, দুপুর ১.২০ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫৭ বজরঙ্গী-টু, রাত ৮.০০ স্যামি-টু, ১০.৫১ নাইট কারফিউ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৪ খট্টা মিঠা, বিকেল ৪.৪২ আই, রাত ৮.০০ ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৭ ফরেন্সিক, ২.১৮ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৪.২০ কহানি-টু, সন্ধে ৬.৩১ উড়তা পঞ্জাব, রাত ৯.০০ মিশন মজনু, ১১.১২ তুফান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১২.১৫ হিরো, বিকেল ৪.১৫ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, সন্ধে ৬.১৫ বচনা অ্যায় হসিনো, রাত ৯.০০ লুটেরা, ১১.১৫ লাইফ মে কভি কভি

এমএনএক্স : দুপুর ১.৪০ লেডি ব্লাডফাইট, বিকেল ৩.৩৫ চার্লিস অ্যাঞ্জেলস, ৫.৩০ ঘোস্টবাস্টার্স, সন্ধে ৭.২৫ এলেক্ট্রা, রাত ১০.২৫ গোল! দ্য ড্রিম বিগিনস

বড় বউ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

নয়নমণি বিকেল ৫.৩০
জি বাংলা সিনেমা

ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া
রাত ৮.০০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

স্মোকি চিকেন বিরিয়ানি রাঁধবেন ফাল্গুনী চ্যাটার্জি এবং রুমকি চ্যাটার্জি। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। দাম্পত্য সুখ। রাজনৈতিক ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। বৃষ : মায়ের পরামর্শে সাংসারিক জটিলতা কাটবে। দাঁতের রোগে ভোগান্তি। মিথুন : যানবাহনে আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। কর্কট : মায়ের রোগ মুক্তিতে স্বস্তি। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে আনন্দ। সিংহ : নতুন ব্যবসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কন্যা : মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। প্রেমে বিঘ্ন। তুলা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদে আনন্দ। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। বৃশ্চিক : নতুন বন্ধু পেয়ে আনন্দ। বৈষয়িক ব্যাপারে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। নিজের ভুলেই পারিবারিক বিবাদ। ধনু : নতুন কোনও কাজ হাতে আসবে। প্রেমে শুভ। মকর : রাজনীতিতে সাফল্য আসবে। বিশ্বাসী ব্যক্তির আচরণে সন্দেহ হতে পারে। কুম্ভ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের পর আইনি সমস্যা। অর্থাগম চলবে। মীন : ব্যবসার কারণে হঠাৎই দূরে যেতে হতে পারে। পারিবারিক কলহ। ভাইয়ের সঙ্গে মতানৈক্যের অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ চৈত্র ১৪৩১, ৬ চৈত্র, ২৭ মার্চ, ২০২৫, ১৩ চ'ত, সংবৎ ১৩ চৈত্র বদি, ২৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪৭। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৫৬। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫২। সাধ্যযোগ দিবা ৭।১৯ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।৪৭। গরকরণ দিবা ৯।৪৪ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৫৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।৫২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী -দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৫৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১। ৪৩ গতে ১।১২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।২০ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৫৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৫ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৮।৫৬ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৫ গতে ৩।৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পথশ্রীর রাস্তা দু'টুকরো

সুভাষ বর্মন

চার মাসেই বেহাল

- চার মাস আগে সাড়ে চার কিমি রাস্তাটির কাজ শেষ হয়
- ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার কাজটি শুরু হয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে
- অধিকাংশ রাস্তাই পিচের। তবে লছমনডাবরি এলাকায় কিছুটা রাস্তা সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট) করা হয়। সেখানেই রাস্তাটি ভেঙে গিয়েছে।

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। শুনে মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুৎ চমকাল। এরপরই মঙ্গলবার রাতে আশপাশের সকলে বাড়ি থেকে বের হন। তবে কোথায় কী? সেরকম কিছুই চোখে পড়েনি ফালাকাটার লছমনডাবরির বাসিন্দাদের। কিছুক্ষণ পর তাঁরা হঠাৎ লক্ষ করেন এলাকার রাস্তাটি মাঝবরাবর দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল মিয়াঁ বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরে দেখি রাস্তার সমস্যা।'

কয়েক মাস আগে তৈরি রাস্তার এরকম দশায় স্বাভাবিকভাবেই নিম্নমানের কাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কাজে অনিয়মের অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে বিজেপিও। যদিও জেলা পরিষদ তা মানতে নারাজ।

তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সম্পাদক তথা এলাকার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়ের কথায়, 'রাস্তার কাজ কোনওভাবেই নিম্নমানের হয়নি। এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ। গোটা রাস্তায় আর কোথাও সমস্যা নেই। যেখানে রাস্তাটি ফেটেছে সেখানে আগে থেকেই একটি পুরোনো সিসি রাস্তা ছিল। সেই পুরোনো রাস্তার উপর নতুন করে রাস্তাটি তৈরি হয়। বেশি তাপমাত্রার কারণে হয়তো রাস্তাটি ফেটে গিয়েছে।'

মাত্র চার মাস আগের কথা। পথশ্রী প্রকল্পে ফালাকাটা-মাদারিহাট রাজ্য সড়কের সিমুলতলা থেকে লছমনডাবরির বিএস প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত সাড়ে চার কিমি রাস্তাটির কাজ শেষ হয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কাজটি শুরু হয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। তবে অধিকাংশ রাস্তাই পিচের। তবে লছমনডাবরি এলাকায় কিছুটা রাস্তা সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট) করা হয়। সেখানেই রাস্তাটি ভেঙে গিয়েছে। বর্তমানে ওই রাস্তা দিয়ে সাইকেল, বাইক, টোটো নিয়ে সতর্কভাবে চলাচল করতে হচ্ছে পথচারীদের।

তবে গোটা রাস্তায় আর কোথাও এরকম সমস্যা দেখা যায়নি। ফলে কীভাবে ওই অংশে রাস্তা দুই টুকরো হয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা নুর ইসলাম মিয়াঁ বলেন, 'আচমকা রাস্তাটি ফেটে যায়। প্রথমে বিকট শব্দ শুনি। বজ্রবিদ্যুৎ চমকালে যেমন শব্দ হয় তেমনই আওয়াজ পাই। আমরা ভয়ে দৌড়ে বাইরে যাই। ভেবেছিলাম বোম ফাটানো হচ্ছে। কিন্তু পরে দেখা যায় সেরকম কিছুই হয়নি। রাস্তা ফেটে গিয়েছে।'

ফেটে গিয়েছে পথশ্রীর রাস্তা। ফালাকাটার লছমনডাবরিতে।

এতদিন ওই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে কোনওরকমে যাতায়াত চলছিল। এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে রাস্তাটি সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় জেলা পরিষদ। বাসিন্দারা ভেবেছিলেন হয়তো এবার যাতায়াতের ভোগান্তি দূর হবে। কিন্তু সেই গুড়ে বালি। তৈরির কয়েকমাসের মধ্যেই বেহাল দশা রাস্তার। যদিও নির্মাণকারী সংস্থা শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করে দেবে বলে জানিয়েছেন মানিক।

এদিকে, এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না পদ্ম শিবির। বিজেপির ফালাকাটা ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রঞ্জন বর্মন বলেন, 'পথশ্রী রাস্তার হতশ্রী দশা। ভোটের চমক দিতেই এভাবে রাস্তা তৈরি করা হয়। কিন্তু রাস্তার কাজের গুণগত মান নিম্নমানের। তৃণমূলের নেতারা কাটমানি নিয়েছেন বলেই ভালোভাবে কাজ হয়নি। এখনও তো বর্ষা শুরুই হল না। তার আগেই রাস্তা ফেটে গেল। এর জবাব তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদেরই দিতে হবে।'

বকেয়া পিএফ ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

মথুরা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : শ্রমিকদের পিএফ বকেয়া থাকায় ডুয়ার্সের আরও একটি চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার থানায় ওই জেলারই মথুরা চা বাগানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চা বাগানের পিএফ বাবদ বকেয়া টাকার পরিমাণ প্রায় ২.৪ কোটি টাকা।

২০২৩ সাল থেকে দুই দফায় এই বাগান শ্রমিকদের এই মোটা অঙ্কের টাকা জমা দেয়নি। চলতি আর্থিক বছরে এই নিয়ে ৬টি চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হল পিএফ দপ্তরের তরফে।

জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসাল বলেন, 'মথুরা চা বাগানকে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ টাকা প্রদানে উদ্যোগী না হওয়ায় আমরা মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট চা বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এখন আইন অনুযায়ী বাগানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

> মথুরা চা বাগানকে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ টাকা প্রদানে উদ্যোগী না হওয়ায় আমরা মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট চা বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।
>
> –পবন বনসাল
> *জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার*

এব্যাপারে বাগানের মালিকপক্ষ মুখ খোলেনি। মথুরা চা বাগানের ম্যানেজার বিক্রম সিং বলেন, 'এই বিষয়ে আমার কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।'

পিএফ দপ্তরে থাকা ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী, মথুরা চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা ২ হাজার ৪৩২ জন। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত এবং ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দুই দফায় এই মথুরা চা বাগানের ২.৪ কোটি টাকা পিএফ দপ্তরে জমা পড়েনি। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বকেয়া মেটানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও সাড়া মেলেনি। এরপরেই বাধ্য হয়ে পিএফ দপ্তর বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়।

পিএফ দপ্তর সূত্রে খবর, গত পাঁচ বছরে পিএফের টাকা জমা না দেওয়ায় ৩০টি চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে মথুরা বাদে যে পাঁচটি চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে সেগুলো হল কেন্দ্রীয় সরকারের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাধীন অ্যান্ড্রিউ ইউলের তিনটি চা বাগান, জয়পুর চা বাগান এবং হলদিবাড়ি চা বাগান। এছাড়াও পিএফের বকেয়া পরিশোধ না করায় ডুয়ার্সের পাঁচটি চা বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

নদীতে নেমে মৃত্যু কিশোরীর

তুফানগঞ্জ, ২৬ মার্চ : স্কুল থেকে ফিরে বান্ধবীদের সঙ্গে কালজানি নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। সেটাই কাল হল। জলে ডুবে মৃত্যু হল নয় বছরের এক কিশোরীর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বারোচাকিতে। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মৃত কিশোরীর নাম ঋত্বিকা বর্মন। ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার দেহ পাঠানো হয়েছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিশোরীর দাদু বাবুরাম রায় বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই নাতনি এখানেই বড় হয়েছে। স্কুল থেকে ফিরে বান্ধবীদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। পরে শুনি নাতনি তলিয়ে গিয়েছে।'

ঋত্বিকার বাড়ি আলিপুরদুয়ারের চাকরেরপাড়ে। নাটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোচাকিতে মামাবাড়ি। ছোট থেকে সেখানেই সে থাকে। মঙ্গলবার স্কুল থেকে ফিরে ঋত্বিকারা তিন বান্ধবী মিলে কালজানি নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। নদীতে নামার পর তলিয়ে যায় ঋত্বিকা। বাকি দুজন কোনওরকমে জল থেকে উঠে স্থানীয়দের বিষয়টি জানায়।

প্রথমে স্থানীয়রাই ঋত্বিকাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। নৌকা নিয়ে নদীতে শুরু হয় খোঁজ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার নাটাবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ঋত্বিকাকে পাওয়া যায়। নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাঁতার না জানায় এত বড় বিপদ ঘটেছে বলে জানালেন এলাকাবাসী।

নিক্ষয় মিত্রদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে।

নিক্ষয় মিত্রদের সংবর্ধনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : গত ২৪ মার্চ জেলাজুড়ে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালিত হওয়ার পরেও বুধবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে ফের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে হওয়া এদিনের অনুষ্ঠানে যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টি প্রদানকারী নিক্ষয় মিত্রদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার সঙ্গে রোগীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য রাখিবন্ধনেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যে কোনও মানুষই যক্ষ্মারোগীদের হাতে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারেন। তাঁদেরকেই নিক্ষয় মিত্র বলা হয়। এদিন আমরা তাঁদেরই সংবর্ধনা দিলাম। আমরা চাই আরও অনেকে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিক।'

এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক এবং আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকার ৪৪ জন নিক্ষয় মিত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা তাঁদের সকলের হাতে শংসাপত্রও তুলে দেন। অন্যদিকে, নতুন করে অনেকেই আবার এদিন নিক্ষয় মিত্র হিসেবে নথিভুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের নয়জন আধিকারিকও ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত যক্ষ্মারোগীদের হাতে একমাসের খাবারও তুলে দেওয়া হয়েছে। সেইসময় তাঁদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, যক্ষ্মারোগীদের প্রায় ছয়মাস ওষুধ খেতে হয়। এছাড়া তাঁদের অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবারও প্রয়োজন হয়। তবে অনেকের পক্ষেই সেই বাড়তি পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প শুরু করা হয়েছে।

জেলায় এখন ২৪০ জন নিক্ষয় মিত্র রয়েছেন। ওষুধের সঙ্গে তাঁরা রোগীদের পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়ায় সুফল মিলেছে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। জেলায় বর্তমানে ১৪০০ যক্ষ্মারোগী রয়েছেন। যদিও অনেক রোগীকেই এখনও পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে চা বাগানের রোগীদের জন্য পুষ্টিকর খাবার বিশেষ প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প শুরু করার পরেও সেইভাবে প্রচার পায়নি। তাই প্রথম দিকে জেলার ও ব্লকের স্বাস্থ্যকর্তা ও কর্মীরা নিজেরাই নিক্ষয় মিত্র হয়ে যক্ষ্মারোগীদের দায়িত্ব নেওয়া শুরু করেন। তারপরেই অনেক মানুষ এগিয়ে আসেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ছাড়াও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ এবং স্বাস্থ্যকর্তারা যেভাবে এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন তা সত্যিই প্রশংসার।'

প্রেমের টানে নিখোঁজ ৩, পরে উদ্ধার

কামাখ্যাগুড়ি, ২৬ মার্চ : মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার তিন নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। তিনজনই প্রেমের টানে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, জানিয়েছে পুলিশ। দুজনকে উলুবেড়িয়া থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর তৃতীয়জনকে উদ্ধার করা হয়েছে অসম থেকে।

তিনজনের মধ্যে দুজন নাবালিকা আবার একে অপরের বান্ধবী। তাদের মধ্যে একজনের বাড়ি শামুকতলা থানা এলাকায়, আরেকজন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা। সেই দুই বান্ধবী চলে গিয়েছিল উলুবেড়িয়ায়। তৃতীয়জন খোয়ারডাঙ্গা-২ অঞ্চলের বাসিন্দা। সে চলে গিয়েছিল অসমে। ৩ জনেই একাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

দুই বান্ধবীর একসঙ্গে পলায়নের পিছনে সোশ্যাল মিডিয়ার 'হাত' রয়েছে। ইনস্টাগ্রামে আলাপ হয়েছিল উলুবেড়িয়ার দুজনের সঙ্গে। তারাও নাবালক। একসময় তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কের টানেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল তারা। বাড়িতে বলে গিয়েছিল, দুজনে মিলে ঘুরতে যাচ্ছে। এদিকে, সময়মতো বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজন চিন্তায় পড়ে যান। কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চলের বাসিন্দা মেয়েটির পরিবারের তরফে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের কাছে বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হয় গত ২২ মার্চ। তারপর তদন্তে নামে পুলিশ। শেষপর্যন্ত ২৫ মার্চ তাদের উলুবেড়িয়া থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার ভোরে তাদের কামাখ্যাগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে।

অন্যদিকে, খোয়ারডাঙ্গা-২ অঞ্চলের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীর সঙ্গে অসমের এক তরুণের আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। সেই প্রেমের টানেই মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে পালায়। অভিভাবকরা অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও লাভ হয়নি। তারপর গত ২৪ মার্চ কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির লোকজন। বুধবার ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। যার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল, সেই ২২ বছরের তরুণ পলাতক। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পরিবারের তরফে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, ওই তিন নাবালিকাকে বুধবার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।

আবাসে বঞ্চিত

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : আবাস যোজনার ঘর ও একশো দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত জেলার বিশেষভাবে সক্ষমরা বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারের কাছে বারবার এই নিয়ে আবেদন জানালেও কাজ হয়নি। শুধু মানবিক ভাতার ওপর ভরসা করে জীবন চালানোটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার বিবেকানন্দ-১ ও বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক শাখা সংগঠন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বিশেষভাবে সক্ষমদের মানবিক ভাতা পাঁচ হাজার টাকা করতে হবে। এছাড়া, বিশেষ শর্তে ঋণ প্রদান ছাড়াও অনলাইনে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির জেলা সম্পাদক বিনয় ধর বলেন, 'প্রতিবন্ধী আইনে আবাস যোজনার ঘর প্রদানের নির্দেশিকা থাকলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। মানবিক ভাতা এখনও এক হাজার টাকা রয়েছে। জেলায় প্রায় ১৫ হাজারের বেশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁদের সুযোগসুবিধা দিতে হবে।'

সংগঠন সক্রিয় করতে রাস্তায় কংগ্রেসের মহিলা ব্রিগেড

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : আলিপুরদুয়ারে গত দু'বছর ধরে মহিলা কংগ্রেস অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। সেই সংগঠনকে ঢেলে সাজিয়ে আন্দোলনমুখী করার উদ্যোগ নেওয়া হল। বুধবার শহরের কলেজ হল্টে জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠন সূত্রে খবর, বৈঠকে আগামীদিনে কীভাবে দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণ হবে সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী এপ্রিল থেকে একগুচ্ছ কর্মসূচিতে ময়দানে নেমে আন্দোলনও করবে কংগ্রেসের মহিলা ব্রিগেড। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ, জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী কৃষ্ণা সরকার, জেলা যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সানিয়া বর্ধন প্রমুখ।

দলীয় সূত্রে খবর, আগামী মাস থেকে সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্রতিটি বুথের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য-কেন্দ্রের ব্যর্থতা তুলে ধরবেন। পাশাপাশি রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন ও তা রুখতে প্রশাসনের ব্যর্থতা, তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, কেন্দ্র সরকারের অপরিকল্পিত নীতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যর্থতাও প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি বাড়ির মহিলাদের তাঁদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ারও আহ্বান জানানো হবে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট ঘরোয়া বৈঠক, স্থানীয় ইস্যুতে সংগঠনকে আন্দোলনমুখী করারও এদিন সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণার কথায়, 'বারবার সভানেত্রী বদল করা হয়েছে। গত দু'তিন বছরে দুই থেকে তিনজন সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। এজন্য সংগঠন বিস্তারে সময় পাওয়া যায়নি। সাংগঠনিকভাবে দুর্বলতায় কর্মীরা অনেকাংশেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। সংগঠনকে ফের সক্রিয় করতে এদিন বৈঠক করা হয়।'

প্রসঙ্গত, ২০২৬-এ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে মহিলা সংগঠনকে রাস্তায় নামিয়ে অন্দোলনের মাধ্যমে ভোট দখলের পরিকল্পনা করছে জেলা কংগ্রেস। জেলা রাজনীতিতে হঠাৎই তাদের এই অতিসক্রিয়তা এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মহিলা কংগ্রেসের সক্রিয়তা শাসকদলের মাথাব্যথা বাড়াবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের মত। এ ব্যাপারে সানিয়া বলেন, 'মহিলা সংগঠনকে ঢেলে সাজিয়ে আন্দোলনমুখী করতে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী মাস থেকে নানা ইস্যুতে রাস্তায় নামারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

শংসাপত্র

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : ফালাকাটা কলেজে বিভিন্ন বিভাগে অ্যাড-অন কোর্সের ক্লাস চলছে। বুধবার সংস্কৃত ও ইংরেজি বিভাগের অ্যাড-অন কোর্স শেষ হয়। এদিন দুই বিভাগের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা ও অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানেই দুই বিভাগের পড়ুয়াদের অ্যাড-অন কোর্সের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

জমল লীলা প্রদর্শনী

জটেশ্বর, ২৬ মার্চ : ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহ্যবাহী খিলকদমতলার চান্দির লীলাহাটিরমেলা বুধবার শেষ হল। গত ১০ দিন ধরে এই মেলা চলেছে। মেলার শেষ দিনেও বিকেল থেকে লীলা প্রদর্শনী দেখতে ভিড় হয়। এবার ছিল মেলার ৭০তম বর্ষ। প্রতিবারের মতো এবারও লোক টেনেছে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মনের হাতের কাজ। তাঁর হাতে তৈরি মাটির পুতুলের লীলা প্রদর্শনীতে এবার মোবাইলের অপব্যবহার রোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা সহ বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর বিবরণ ফুটে উঠেছে। আলিপুরদুয়ার জেলার ঐতিহ্যবাহী খিলকদমতলার লীলাহাটিমেলাতেই কেবল লীলা প্রদর্শনী হয়। এর মধ্যে দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে নানা ধরনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় বলে দাবি মেলা উদ্যোক্তাদের।

মেলা কমিটির সম্পাদক গজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমাদের মেলায় ভালো সাড়া পড়েছে। বছরের পর বছর ধরে এভাবেই লীলা প্রদর্শনীর আয়োজন হোক, এটাই কামনা করি।' শেষ দিনে সব দোকানেই ভালো বিক্রি হয়েছে। তবে এদিন অন্যান্য জিনিসের তুলনায় ফুল ও ফলের গাছ বেশি বিক্রি হয়েছে।

মালদা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন সম্পর্কিত, ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২৯.০৬.২০২৫ থেকে ০২.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে :

● ট্রেন বাতিল : (১) ১৩১৪৫ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (২) ১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (৩) ১৩১৬৪ সহরসা-শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪) ১৩১৮৯ শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (৫) ১৩১৯০ বালুরঘাট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৬) ১৩৪৬৫ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৭) ১৩৪৬৬ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৮) ১৫৭০৯ মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৯) ১৫৭১০ নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১০) ১৩০৬৩ হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১১) ১৩০৬৪ বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১২) ১৩১৪১ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৩) ১৩১৪২ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫, ০৩.০৭.২০২৫)। (১৪) ১৩১৪৬ রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৫) ১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (১৬) ১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৭) ১৩০৩৩ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (১৮) ১৩০৩৪ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৯) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (২০) ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০৩.০৭.২০২৫)। (২১) ১৩১৮১ কলকাতা-শিলঘাট টাউন কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫)। (২২) ১৫৭১২ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৩) ১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৪) ১৩১৬০ যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৫) ১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৬) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ী-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (২৭) ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (২৮) ১৩১৮২ শিলঘাট টাউন-কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (২৯) ১৫৬৩৯ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩০) ১৩৪৩১ নবদ্বীপ ধাম-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩১) ১৩৪৩২ বালুরঘাট-নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩২) ১৩৪০৯ মালদা টাউন-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩৩) ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩৪) ১২০৪১ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩৫) ১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৭.২০২৫)। (৩৬) ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৫)। (৩৭) ৫৩০২৭ আজিমগঞ্জ-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৩৮) ৫৩০২৮ মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৩৯) ৫৫৭০১ মালদা টাউন-কাটিহার প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪০) ৫৫৭০২ কাটিহার-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪১) ৫৫৪২১ মালদা টাউন-বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪২) ৫৫৪২২ বালুরঘাট-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪৩) ৬৩৪০১ সাহিবগঞ্জ-মালদা টাউন মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪৪) ৬৩৪০২ মালদা টাউন-সাহিবগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। ● ট্রেনের পথ পরিবর্তন : (১) ১৫৬৫৭ দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মোকামা-বারাউনি জংশন-কাটিহার হয়ে চলবে। (২) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার-বারাউনি জংশন-মোকামা হয়ে চলবে। (৩) ১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার-খাগারিয়া-মুঙ্গের-জামালপুর হয়ে চলবে। (৪) ১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আসানসোল-বারাউনি জংশন-কাটিহার হয়ে চলবে। (৫) ১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মুঙ্গের-খাগারিয়া-কাটিহার হয়ে চলবে। (৬) ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট-ভাগলপুর-জামালপুর-খাগারিয়া-কাটিহার-বারসোই হয়ে চলবে। (৭) ২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট-ভাগলপুর-জামালপুর-খাগারিয়া-কাটিহার-বারসোই হয়ে চলবে। ● ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ : (১) ১৫৬৪৩ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫) পুরী থেকে ০১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫) শিয়ালদহ থেকে ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫) বামনহাট থেকে ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) শিয়ালদহ থেকে ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) হাওড়া থেকে ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) ১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫) ০৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু : (১) ১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫) রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫) রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

Narayana Health

বেঙ্গালুরু থেকে আমাদের ভাস্কুলার সার্জন, এখন শিলিগুড়িতে।

ডাঃ প্রসেনজিৎ সূত্রধর
কনসালটেন্ট – ভাস্কুলার সার্জারি
শনিবার, 29 মার্চ 2025। সকাল 11 টা - বিকাল 5 টা
বালাজি হেল্থকেয়ার, শিলিগুড়ি

Narayana Health City, Bengaluru | Take Care | 180 0309 0309

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

ADMISSION NOTICE 2025

Bachelor's Degree (B.Voc)

Paramedical Science
- Medical Lab Technology (MLT)
- Operation Theatre Technology
- Radiology and Medical Imaging
- Physiotherapy

Hospitality Management
- Hospitality and Tourism Management

Finance & Accounts
- Bachelor's Degree in Banking, Financial Service and Insurance (BFSI)

Duration : 3 Years

Eligibility :
Passed Class XII Board Exam.
(Appearing for Class XII final can apply)

Top-tier University Tie-ups | Earn While You LEARN | Guaranteed Internships | 0% Interest Education Loan

THE GEORGE TELEGRAPH TRAINING INSTITUTE
• COOCHBEHAR CENTRE : RRN Road, Rajmata Street, Ward No-7, Beside Rajmata Temple, Coochbehar - 736101, Ph : 9830277023
• MALDA CENTRE : Rabindra Avenue, Malda - 732101, Ph : 9674165585
• SILIGURI CENTRE : Hill Cart Road, Venus More, Siliguri - 734001, Ph : 8335078359
• SILIGURI CENTRE : Lala Lajpat Roy Road, Ashrampara, Siliguri Ward No 13 of S.M.C, Dist - Darjeeling - 734 001, Ph. : 6292301789

নিজেদের জায়গায় পুনর্বাসন চান ঘরঘরিয়ার ব্যবসায়ীরা

জমি দিচ্ছেন প্রশাসনকে

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২৬ মার্চ : একদিকে যখন পুনর্বাসন নিয়ে জটে বারবার থমকাচ্ছে মহাসড়কের কাজ, তখনই অন্য পথ দেখালেন ঘরঘরিয়ার ব্যবসায়ীরা। সরকারি জমিতে পুনর্বাসন নয়, নিজেদের কেনা জমিতেই পুনর্বাসন চাইছেন মহাসড়কের কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা। সেজন্য দানপত্র করে জমি জেলা প্রশাসনকে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সেই কাজ শেষ হবে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার এই বিষয়টি নিয়ে জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা। সেখানে ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে।

মহাসড়কের কাজের জন্য রাস্তার পাশে থাকা প্রচুর ব্যবসায়ীদের দোকান সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাঙা পড়ার কথা। তাঁদের উচ্ছেদ, পুনর্বাসন ইত্যাদি নিয়ে সলসলাবাড়ি, ফালাকাটা ইত্যাদি জায়গার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন ও মহাসড়কের কাজের ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার লোকজনের বিবাদ লেগেই রয়েছে।

ডুয়ার্সকন্যার সামনে ঘরঘরিয়ার ব্যবসায়ীরা। - সংবাদচিত্র

এবার ঘরঘরিয়ার ব্যবসায়ীরা নিজেদের উদ্যোগে প্রায় তিন বিঘা জমি কিনে সেখানে পুনর্বাসনের দাবি করেছেন। ঘরঘরিয়াহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশান্ত সাহা জানালেন, ঘরঘরিয়াহাটের ২০০ জন ব্যবসায়ীকে ওই জমিতে পুনর্বাসন দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া সাপ্তাহিক হাটও বসবে ওখানে। সুশান্ত বলেন, 'সবার সহযোগিতায় ওই জমি কেনা হয়েছে। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে জমি কিনতে।'

প্রায় দু'মাস আগে ওই এলাকায় প্রায় সব দোকান ভাঙা হয়েছে মহাসড়কের জন্য। কিন্তু কয়েকটি দোকান ও বাড়ি নিয়ে সমস্যা এখনও মেটেনি। গত সপ্তাহেই সেই সমস্যা মেটাতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। ঘরঘরিয়া এলাকার ব্যবসায়ীরাও আগে সরকারি জমিতেই পুনর্বাসন দাবি করেছিলেন। তবে ওই বাজারের আশপাশে কোনও সরকারি জমি না থাকায় সমস্যা মেটেনি। যে কয়েকটি জায়গার বাজার স্থানান্তরিত করার জন্য দেখা হয়েছিল, সেগুলো সবই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। ওই জমিগুলো পরিদর্শনও করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তবে জমি কিনে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ব্যবসায়ীরা যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। জমি পাওয়া গেলে তা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির আওতায় দেওয়া হবে। তারাই হাটের পরিকাঠামো তৈরি করবে। জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব উত্তম ভৌমিকের বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব এসেছে। সেটা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। জমি আমাদের দেওয়ার পরই পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে।' রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির পক্ষ থেকে ওই জমিতে শেড, শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, নর্দমার কাজ করা হতে পারে।

উদ্যোগ

- ঘরঘরিয়ায় ২০০ ব্যবসায়ী মহাসড়কের 'কোপে' পড়েছেন
- তাঁদের দোকান ভাঙা পড়েছে
- এবার পুনর্বাসনের জন্য জমি খোঁজা হচ্ছিল
- ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে

ক্ষমা করো হে বৃক্ষ

সম্প্রতি একটি মামলার শুনানিতে নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, গাছ কেটে ফেলা মানুষ খুনের চেয়েও বড় অপরাধ। সেই মামলায় গাছপিছু এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অথচ আলিপুরদুয়ার জেলাতে একই দিনে সামনে এল বৃক্ষনিধনের দুটি ঘটনা। লিখলেন শান্ত বর্মন এবং সুভাষ বর্মন

পলাশপুলে কেটে ফেলা হয়েছে পলাশ গাছ। - সংবাদচিত্র

পলাশপুলে আর রইল না পলাশ

জটেশ্বর, ২৬ মার্চ: সরস্বতীপুজো কিংবা বসন্ত উৎসব, প্রতিবছরই এই দুই সময়ে খোঁজ পড়ত গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পলাশপুল এলাকায় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পলাশ গাছটির। এছাড়াও গাছটির শোভা পথচলতি মানুষজন এবং স্থানীয়দের মুগ্ধ করত। সড়ক সম্প্রসারণের কাজে জমি অধিগ্রহণের আতঙ্কে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবার সেটিও কাটা পড়ল। বুধবার সকালে গাছটির পাশের আবাদি জমির মালিক গাছটি কেটে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। যে জায়গার নাম পলাশপুল সেখান থেকে এইভাবে পুরোপুরি পলাশ মুছে যাওয়ায় মন খারাপ জটেশ্বর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের। জটেশ্বরের বাসিন্দা কাকলি রায়ের কথায়, 'দলগাঁও জঙ্গল ছাড়া এই চত্বরে আর পলাশ গাছ নেই। তারপরেও অপরূপ শোভামণ্ডিত এই গাছ নির্বিচারে কাটা পড়ল। ঘটনাটি খুবই হতাশার।' ঘটনার নিন্দা করেছেন কলেজ পড়ুয়া অমৃতা দাসও। এদিকে, ঠিকাদারি সংস্থার তরফে সরিতা আগরওয়াল জানিয়েছেন, তাঁদের তরফে কাউকে গাছ কাটার কথা বলা হয়নি।

জটেশ্বর-শালবাড়ি রাস্তাটি কাঁচা থাকার সময় গুয়াবরনগর এলাকায় বহু পলাশ গাছ জন্ম নেয়। সেই থেকে জায়গাটির নামই হয়ে যায় পলাশপুল। ২০১১ সালে সড়ক সম্প্রসারণের সময় কোনও কারণ ছাড়াই একশ্রেণির মানুষ কমপক্ষে ৩০টি বড় পলাশ গাছ কেটে ফেলেন। ঘটনাটি সাধারণকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছিল। কিন্তু সেসময় আচমকাই সড়কের ওপর একটি ছোট পলাশ চারা জন্ম নিলে সাধারণের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। সেই থেকে স্থানীয়দের যত্নে ও পরিচর্যায় গাছটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি জটেশ্বর-তপসিতলা সড়কের কাজ শুরু হয়। রাস্তাটি ৫.৫ মিটার চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে ওখানকার মানুষ নিজেরাই কোনও জমি অধিগ্রহণের আতঙ্কে রাস্তার উপরে থাকা গাছ কেটে ফেলছেন। কিন্তু এবার পলাশপুলের পরিচয় বহনকারী শেষ পলাশ গাছটিও কেটে ফেলায় অসন্তুষ্ট সকলে।

পুরোনো কথা

জটেশ্বর-শালবাড়ি রাস্তাটি কাঁচা থাকার সময় গুয়াবরনগর এলাকায় বহু পলাশ গাছ জন্ম নেয়

সেই থেকে জায়গাটির নাম হয় পলাশপুল

২০১১ সালে সড়ক সম্প্রসারণের সময় একশ্রেণির মানুষ ৩০টি পলাশ গাছ কেটে ফেলেন

সেসময় আচমকাই সড়কের ওপর একটি ছোট পলাশ চারা জন্ম নেয়

এবার সেটিও কাটা পড়ল

জঙ্গলের গাছ কাটলেন পঞ্চায়েত সদস্য

পলাশবাড়ি, ২৬ মার্চ : বুধবার জলদাপাড়া বনাঞ্চলের ব্যাংডাকিপাড়ায় খোদ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে জঙ্গলের গাছ কাটার অভিযোগ উঠল। বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য তিনটি পিঠালি গাছ কেটে ফেলেন বলে অভিযোগ। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, বন ও গ্রামের সীমানায় থাকা নিজের জমির গাছই তিনি কেটেছেন। বন দপ্তর অবশ্য তা মানতে চায়নি। তিনটি গাছেরই লগ তারা সিজ করে নেয়। বিষয়টিতে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে।

জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিটের পাশেই পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগর গ্রাম। এই গ্রামের ব্যাংডাকিপাড়া একেবারেই জঙ্গল ঘেঁষে। সেখানকার পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁয়ের বাড়ি জঙ্গলের পাশেই। জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় রয়েছে একটি বড় নালা। হাতি, বাইসন যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে সেজন্যই একসময় নালাটি তৈরি হয়। তার পাশেই ছিল পিঠালি গাছগুলি। যেগুলো পঞ্চায়েত সদস্য নিজের প্রয়োজনে কেটে ফেলেন। আর তা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। ব্যাংডাকির বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তীর কথায়, 'ওই পঞ্চায়েত সদস্য বন দপ্তর থেকে গাছ কাটার অনুমতি নেননি। তাই গাছের লগগুলি নিয়ে আসা হয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আইন মোতাবেক বাকি পদক্ষেপ করা হবে।'

যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁর দাবি, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার জন্যই তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। কৃষ্ণর কথায়, 'নালাটি আমাদের জমির মধ্যেই পড়েছে। পনেরো বছর আগেও নালার পাশের গাছ নিজের প্রয়োজনে কেটেছিলাম। তখন বন দপ্তর কোনও বাধা দেয়নি। এখন আমি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য, তারজন্যই চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে।' কিন্তু নিজের জমির গাছ হলেও তো কাটার জন্য বন দপ্তরের অনুমতি লাগে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি জলদাপাড়ার বন দপ্তরের অফিসে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বলা হয় পিঠালি গাছ হল কুকাঠ। এজন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।'

এই বিতর্কে গ্রামবাসীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ যখন বন দপ্তরের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। অনেকে তখন আবার পঞ্চায়েত সদস্যের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। স্থানীয় ধনঞ্জয় বর্মন বলেন, 'বন দপ্তর দাবি করছে গাছগুলি জঙ্গলের সীমানায়। সেই অনুযায়ী তারা পদক্ষেপ করেছে।' আবার পঞ্চায়েতের অনুগামী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী বলেন, 'এটা পুরোপুরি চক্রান্ত। নালা থেকে কিছুটা দূরে সোলার ফেন্সিং। তাই নালার পাশের গাছ গ্রামবাসীদেরই।' জানা গিয়েছে, ওই পঞ্চায়েত সদস্য সরকারি আবাস পেয়েছেন। বাড়িতে পাকা ঘরের কাজও হচ্ছে। সেই প্রয়োজনেই গাছ কাটতে গিয়ে তিনি এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে।

জঙ্গলের গাছ কাটার পর পড়ে আছে লগ ও গুঁড়ি। - সংবাদচিত্র

অভিযোগ

"গাছগুলি নালার পাশে হলেও জঙ্গলের সীমানায়। ওই পঞ্চায়েত সদস্য বন দপ্তর থেকে গাছ কাটার অনুমতিও নেননি।

- অন্বেষণ চক্রবর্তী
বিট অফিসার, ব্যাংডাকি

পালটা দাবি

"নালাটি আমার জমির মধ্যে। আগে ওখান থেকে গাছ কাটার সময় বন দপ্তর বাধা দেয়নি। এখন আমি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য, তারজন্য চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে।

- কৃষ্ণ ওরাওঁ
পঞ্চায়েত সদস্য

টুকরো খবর

অর্থবরাদ্দ

শালকুমারহাট, ২৬ মার্চ : জলদাপাড়ার লাল্টুরাম হাইস্কুলে রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান চলছে। বুধবার ছিল সেই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন। এদিন স্কুলের আমন্ত্রণে আসেন আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়। এই স্কুলে পড়ুয়াদের শৌচাগার নিয়ে সমস্যা রয়েছে। পীযূষকান্তি বলেন, 'লাল্টুরাম হাইস্কুলে শৌচাগারের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ইতিমধ্যে টেন্ডারও হয়েছে। আগামীতে কাজ হবে।' তিনি ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠান জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান, জলদাপাড়া পূর্বের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোই প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মান জ্ঞাপন

কুমারগ্রাম, ২৬ মার্চ : বুধবার কুমারগ্রামে নবাগত বিডিও রজতকুমার বালিদাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানালেন বিজেপি নেতারা। উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা দেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির কুমারগ্রাম-২ মণ্ডল সভাপতি নলিত দাস, জেলা সহ সভাপতি বাবুলাল সাহা, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি প্রমুখ। নলিত বলেন, 'সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বিডিওকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা এবং উন্নয়ন নিয়ে কথাও হয়েছে।'

আজ বৈঠক

পলাশবাড়ি, ২৬ মার্চ : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির বন্যাত্রাণ শিবিরের মাঠে বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব-স্টেশন তৈরি করাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বৈঠক ডাকা হল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন পর্ষদের মেজবিল অফিসে এই মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে শালকুমারহাট ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ওই সাব-স্টেশন তৈরির ক্ষেত্রে জমি জটিলতা এখনও কাটেনি। তাই বৈঠকের মাধ্যমে সেই জটিলতা কাটাতে চাইছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা।

বসে আঁকো

বারবিশা, ২৬ মার্চ : বারবিশা প্রত্যুষা কালচারাল ইউনিটের উদ্যোগে বুধবার খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩টি বিভাগে মোট ৫৩ জন খুদে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অমলেশ সরকার বলেন, 'নাট্যোৎসব ঘিরে কচিকাঁচাদের জন্যই এই উদ্যোগ।' লেখাপড়ার সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ দিতে প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপেক্ষা।। *বেনারসে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের শুভজিৎ ধর।*

অষ্টমী স্নান নিয়ে বিপাকে পুজো কমিটি

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : প্রতি বছর ফালাকাটার বালুরঘাটে চরতোর্ষা নদীতে অষ্টমী স্নানের মেলা হয়। কিন্তু এবার ওই নদীতে জোরকদমে চলছে মহাসড়কের পাকা সেতু তৈরির কাজ। তাই নদীর পুরোনো ঘাট বলতে এখন কিছুই নেই। এদিকে, সেতুর কাজের সুবিধার জন্যই এক মাস আগে নদীর গতিপথও বদলে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় এবার ঠিক কোথায় অষ্টমী স্নান হবে তা নিয়ে বিপাকে পড়েছে স্থানীয় বাসন্তীপুজো কমিটি। এছাড়া নদীর যেখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে নির্মাণসামগ্রী। প্রচুর মেশিনপত্র ও শ্রমিক কাজ করছেন। নদীর বুকেই তাঁবুতে থাকছেন শ্রমিকরা। যদিও পুজো কমিটি সড়ক কর্তৃপক্ষকে অস্থায়ী ঘাট তৈরি করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদনে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুরঘাটে প্রতি বছর জাঁকজমকের সঙ্গে বাসন্তীপুজো হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে হয় বিরাট অষ্টমী স্নানের মেলাও বসে। আর অষ্টমী স্নানের মেলা বড় হওয়ার মূল কারণ খরস্রোতা চরতোর্ষা নদী। এতদিন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডের ঠিক দক্ষিণ দিকেই নদীর ঘাটে হত অষ্টমী স্নান। এদিকে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মাস তিনেক থেকে মহাসড়কের কাজ জোরকদমে চলছে। রাস্তার পাশাপাশি চলছে চরতোর্ষায় পাকা সেতু তৈরির কাজও। এখন নদীতে মূলত সেতুর পিলার বসানো হচ্ছে। আর সেজন্যই যেন নদীর ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। আগে নদীর জল বইতো পূর্বদিকে। সেতুর কাজের জন্য মাটির বাঁধ দিয়ে সেই গতিপথ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম দিকে। আর এসব কারণেই পুজো ও মেলা উদ্যোক্তারা চিন্তিত।

বালুরঘাট সর্বজনীন বাসন্তীপুজো ও মেলা কমিটির সম্পাদক অনন্ত দাসের কথায়, 'পুজোর স্থান নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। কারণ, পুজো নদীর চর থেকে কিছুটা দূরে হয়। তবে, এই পুজো ও মেলার মূল উদ্দেশ্য অষ্টমী তিথিতে পুণ্যস্নান। এবার সেই স্নানের জায়গা নিয়েই আমরা দুশ্চিন্তায়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'নদীর পুরোনো ঘাট বলতে কিছুই নেই। এছাড়া নদীর গতিপথও বদলে দেওয়া হয়েছে। আশপাশে কোথাও ঘাট নেই।' তবে বিষয়টিতে সড়ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কারণ, প্রতিবছর এই অষ্টমী স্নানের মেলায় বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভিড় হয়। পুজো ও মেলা কমিটির সভাপতি দুলাল বর্মন বলেন, 'এই পুজো ও মেলা তো বন্ধ করা যাবে না। আর পুজো হলে অষ্টমী স্নানের মেলাও হবে। এজন্য সড়ক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে অষ্টমী স্নানের জন্য পাশেই যেন অস্থায়ী ঘাট তৈরি করে দেওয়া হয়।' বিষয়টিতে মহাসড়কের সাইট ম্যানেজার বিজয় গুপ্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'স্থানীয় কমিটির প্রতিনিধিরা বিষয়টি জানিয়েছেন। এটা যেহেতু দীর্ঘদিনের মেলা। তাই একদিনের জন্য নদীতে ওই স্নানের ঘাট করে দেওয়া হবে।'

কাজের সূচনা

সোনাপুর, ২৬ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার কাজে সূচনা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকেও বুধবার একটি রাস্তার কাজের সূচনা হল। ব্লকের তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি এলাকায় প্রায় ১০ কিমি দীর্ঘ সেই রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শালবাড়ি এলাকা থেকে মথুরা হয়ে যে রাস্তাটি বাবুরহাট এলাকায় এসেছে সেই রাস্তার কাজের সূচনা হল। এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলে কয়েক হাজার বাসিন্দা উপকৃত হবেন বলে জানা গিয়েছে।

নাবালিকা উদ্ধার

বীরপাড়া, ২৬ মার্চ : মঙ্গলবার রাতে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ এক অজ্ঞাতপরিচয় নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পুলিশ মেয়েটিকে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে রেখেছে। বুধবার সাজু জানান, ওই নাবালিকা তার নাম জানালেও ঠিকানা জানাতে পারেনি। তাই তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

কাফ সিরাপ ভর্তি ডিমের কার্টন উদ্ধার করছে কালচিনি থানার পুলিশ।

ডিমের কার্টন ভর্তি কাফ সিরাপ উদ্ধার

সমীর দাস

কালচিনি, ২৬ মার্চ : ডিমের কার্টনে ভরে কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টা করছিল একটি দুষ্কৃতীদল। কিন্তু পুলিশের নাকা চেকিংয়ের খবর পেয়ে সেতুর নীচে কার্টনটি রেখে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় তল্লাশি শুরু করে কালচিনি থানার পুলিশ। সেতুর নীচে লুকিয়ে রাখা ডিমের কার্টনে নজর যায় পুলিশের। এরপর সেটি খুলতেই দেখা যায় সেখানে ডিমের পরিবর্তে রয়েছে কাফ সিরাপ। বুধবার বিকেলে ৩১সি জাতীয় সড়কের মেন্দাবাড়ির কৃষক বাজার সংলগ্ন ভাণ্ডারী সেতুর নীচ থেকে এভাবেই উদ্ধার হয় অবৈধ কাফ সিরাপ ভর্তি ১১টি কার্টন। এদিন সেখান থেকে মোট ৮২৫ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বলে পুলিশের অনুমান।

ওই এলাকা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নিমতি পুলিশ ফাঁড়ি। সেখানে এদিন দুপুর থেকে ছোট ও বড় গাড়িতে পুলিশের নাকা চেকিং চলছিল। পুলিশের ধারণা, সম্ভবত দুষ্কৃতীদলটি সেসময় কাফ সিরাপ ভর্তি ডিমের কার্টন পাচারের চেষ্টা করছিল। কিন্তু এত জায়গা থাকতে দুষ্কৃতীরা কেন সেতুর নীচে কার্টনগুলো লুকিয়ে রেখেছিল? পুলিশের অনুমান, দুষ্কৃতীদলটি সম্ভবত নাকা চেকিংয়ের খবর পেয়ে গিয়েছিল। সেজন্য এইভাবে কার্টনগুলি ওখানে রেখে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, সেতুর নীচে কাফ সিরাপ লুকোনো থাকলে দ্রুত কারও নজরে পড়বে না। পরবর্তীতে হয়তো সুযোগ বুঝে কার্টনগুলো দুষ্কৃতীদের পাচারের পরিকল্পনা ছিল। সেইসঙ্গে ওই এলাকাটি একেবারে নির্জন। তাই গাড়ি থেকে কাফ সিরাপ নামিয়ে সহজেই সেতুর তলায় লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল দুষ্কৃতীরা। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদলটিকে খোঁজা হচ্ছে। ঘটনার খবর শুনে একজন ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় আসেন আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাসন এমকে। উদ্ধার করা কার্টনে কাফ সিরাপ আপাতত কালচিনি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উদ্ধার করা কার্টনে কাফ সিরাপের কোনও বৈধ কাগজ পাওয়া যায়নি। যেহেতু কাফ সিরাপের নেশার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাই পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে। মদ হোক বা মাদক, জাতীয় সড়ক দিয়ে অবৈধভাবে পাচারের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করে দুষ্কৃতীরা। তবে ডিমের কার্টনে ভরে কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টার ঘটনা এই প্রথম ঘটল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ব্যর্থ প্রচেষ্টা

- মেন্দাবাড়ির কৃষক বাজার সংলগ্ন ভাণ্ডারী সেতুর নীচে মিলল কাফ সিরাপ
- ১১টি ডিমের কার্টনে ভরে তা রাখা ছিল
- মোট ৮২৫ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ
- যার বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা

হাতির করিডর থেকে সরল মদের বোতল

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : বক্সা টাইগার রিজার্ভে হাতির করিডরে ডাঁই করে মদের বোতল ফেলে রাখার খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার খবরটি প্রকাশ হওয়ার পর বুধবার সকাল ছ'টা থেকে কোর এলাকায় সাফাই অভিযান শুরু হয়। পাম্পুবস্তি থেকে রাজাভাতখাওয়ার জয়ন্তী ও বক্সার প্রবেশ গেট পর্যন্ত প্রথম দিনের সাফাই অভিযান চলে।

এদিন মাত্র এক কিলোমিটার এলাকা থেকে এক পিআকাপ ভ্যানবোঝাই কাচের মদের বোতল, প্লাস্টিকের জলের বোতল, প্লাস্টিকজাত সামগ্রী বক্সার জঙ্গলের হাতির করিডর এবং রাস্তার ধার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও ওই এক কিলোমিটার এলাকা থেকে ৯০ কেজি শুকনো আবর্জনাও সংগ্রহ করা হয়। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সাফাই অভিযান শেষ হয়। দ্বিতীয় ধাপে রাজাভাতখাওয়া বাজার থেকে ডিমা সেতু পর্যন্ত সাফাই অভিযান হবে। এদিন বক্সার জঙ্গল থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে মাঝেরডাবরি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে যান বন দপ্তরের কর্মীরা।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, 'প্রতি বছরই বর্ষার আগে জঙ্গলে সাফাই অভিযান চলে। বনকর্মীরা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে এই কাজ করে থাকেন। এই সাফাই কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।' বর্ষায় বন্যপ্রাণীদের চলাফেরা বেড়ে যায়। তাই ওদের যাতায়াতের পথে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেকারণেই এই সাফাই। বক্সার জঙ্গলে এই সাফাই অভিযান এখন লাগাতার চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর সংযোজন, 'পিকনিকের কারণে এবং জয়ন্তীতে শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে মানুষের ঢল নেমেছিল। তাই জঙ্গলে কিছুটা আবর্জনা জমে ছিল। এখন সেগুলো পরিষ্কারের কাজ চলছে।'

বুধবারের এই সাফাই অভিযান চলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের (অরণ্য শাখা) ব্যানারে। সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজাভাতখাওয়া ইউনিটের সভাপতি শুভেন্দুবিকাশ রায়, সম্পাদক পরেশ রায়, জেলা কমিটির সহ সম্পাদক গৌতম সোরেন এবং ইউনিটের উপদেষ্টা সুব্রত রায় সহ অন্যরা। সভাপতি বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জ এবং আমাদের কর্মচারী সংগঠনের তরফে এই সাফাই অভিযান করা হয়েছে। আধিকারিকদের নির্দেশমতো বর্ষার আগে ধাপে ধাপে গোটা বক্সা টাইগার রিজার্ভেই এই অভিযান চলবে।' এদিনের সাফাই অভিযানের নেতৃত্ব দেন রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নুরুল ইসলাম। এছাড়াও সংগঠন তরফে রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের ২৫-৩০ জন বনকর্মী ওই সাফাই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

পাম্পুবস্তিতে চলছে আবর্জনা পরিষ্কার। বুধবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বেলেঘাটায় বরফ কারখানার অদূরে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ড। বুধবার। ছবি : আবির চৌধুরী

শহরে উন্নয়নে ৪৬২ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ : রাজ্যের পুরসভাগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য চলতি আর্থিক বছরের শেষ সপ্তাহেই ৪৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই কাজের জন্য বিশেষ প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করে তা কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে হাতে সময় রয়েছে মাত্র পাঁচদিন। তাই এই সময়ের মধ্যে ডিপিআর তৈরি করে পাঠাতে রাজ্যের ১১৮টি পুরসভাকে নির্দেশ দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এই টাকায় রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের মতো পরিকাঠামোগত কাজ করা যাবে। 'মিলিয়ন প্লাস সিটি' প্রকল্পের অধীনে এই টাকা চলতি আর্থিক বছরে অনেকদিন আগেই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অনেক দেরি করে এই টাকা পাঠানোয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প তৈরি করে পুরসভাগুলিকে আর্থিক বরাদ্দ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এই অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত চিঠি নবান্নে এসে পৌঁছেছে। সোমবারই নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা জরুরি বৈঠক ডেকে টাকা খরচের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। বৃহস্পতিবারের মধ্যে ডিপিআর তৈরি করে নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠাতে পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে ওই ডিপিআর পরীক্ষা করে টাকা ছাড়বে নগরোন্নয়ন দপ্তর।

গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শহরাঞ্চলে অধিকাংশ এলাকায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রীদের ওয়ার্ডেই বিজেপি এগিয়ে গিয়েছিল। তৃণমূলের দখলে থাকা ব্যারাকপুর ও হুগলি শিল্পাঞ্চলের পুরসভাগুলিতে ভালো ফল করেনি ঘাসফুল শিবির। শিলিগুড়ি পুর এলাকাতেও অনেক ভোটে তৃণমূলকে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। এই অবস্থায় রাজ্যের পুরসভাগুলির উন্নয়নে বিশেষ জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।

৫ দিনে ডিপিআর

- এই প্রকল্পের টাকা খরচের ডিপিআর করে পাঠাতে ১১৮টি পুরসভাকে নির্দেশ দিল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর
- ওই ডিপিআর পাওয়া গেলে তা পরীক্ষা করে পুরসভাগুলিকে টাকা বরাদ্দ করবে রাজ্য
- তারপরই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের জন্য ১৩ হাজার ৩৮১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অথচ তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য ৪৪ হাজার ১৩৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া এই ৪৬২ কোটি টাকা পুর এলাকার উন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারে চলতি মাসে টেন্ডার

কলকাতা, ২৬ মার্চ : পথশ্রী প্রকল্পে গত তিন বছরে রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার ৬৪৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু ওই রাস্তাগুলির সংস্কার না হওয়ায় সেগুলি বেহাল হয়ে আছে। এই অবস্থায় রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ থেকেই এই টাকা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসেই রাস্তা সংস্কারের জন্য জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর চাওয়া হয়েছিল। ওই ডিপিআর পাওয়ার পরই রাস্তার কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষে বা এপ্রিলের শুরুতেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে ফেলা হবে। বর্ষার আগেই রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকরা বলেছেন, রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্পের পাশাপাশি পুরোনো রাস্তা সংস্কারেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে। কারণ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ভোটব্যাংক তৃণমূলের কাছে বড় সম্পদ। তাই গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে আরও উন্নয়ন পৌঁছে দিতে আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে ৪৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তরের বরাদ্দের তুলনায় যা অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো রাস্তা সংস্কার না করা হলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হবে। সেই কারণেই পুরোনো রাস্তা সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত সমস্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিতে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শোকজ দুই ইনস্পেকটর

জাল ওবিসি শংসাপত্র চক্র

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে যেতে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল নবান্ন। এবার নবান্নের নজরে রাজ্যের ২২ জন আধিকারিক। তাঁরা ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট তৈরি করে দেওয়ায় মদত দিয়েছেন বলে জানতে পেরেছে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। ইতিমধ্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও সার্টিফিকেট তৈরিতে সরাসরি যোগ থাকার প্রমাণ মেলায় খড়্গপুর ও ব্যারাকপুরের দুই ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে রাজ্য তাঁদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছরে যে সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নতুন করে যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে।

ওবিসি সার্টিফিকেট পেতে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ করে। দুয়ারে সরকার শিবিরগুলিতেও এই জাতিগত শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় প্রচুর ওবিসি সার্টিফিকেট বিলি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সার্টিফিকেট বিলিতেই বেশকিছু অসংগতি ধরা পড়ে। উত্তরবঙ্গের এক জনপ্রতিনিধির স্ত্রীর তপশিলি জাতির শংসাপত্র যেমন রয়েছে, তেমনই ওবিসি সার্টিফিকেটও রয়েছে।

গত সপ্তাহেই অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বিলিতে কোন কোন আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন, তা তদন্ত করে দেখতে হবে। দপ্তরের বিশেষ সচিব পদমর্যাদার এক অফিসারের নেতৃত্বে এই ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। সেখানেই ২২ জন অফিসারের যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া দুজন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসার সরাসরি যুক্ত রয়েছেন বলে নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলার পরই তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রতিটি জেলাতেই এই নিয়ে তদন্ত চলছে। আরও অনেকে যুক্ত রয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়েছে। সেই মতো আমরা পদক্ষেপ করছি।'

মাধ্যমিকের ফল মে-র দ্বিতীয় সপ্তাহে

কলকাতা, ২৬ মার্চ : মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, ১২ থেকে ২০ মে-র মধ্যে ফলপ্রকাশ হতে পারে। এখনও পর্যন্ত মূল্যায়ন শেষে প্রায় অর্ধেক উত্তরপত্র জমা পড়েছে। সব উত্তরপত্র জমা পড়ার পরই ফলপ্রকাশের চূড়ান্ত দিন জানানো হবে। উত্তরপত্রগুলি যাতে দ্রুত জমা পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন পর্ষদের কর্তারা। গত বছরের থেকে এবার কম সময়ে ফলপ্রকাশ করার লক্ষ্য রয়েছে পর্ষদের। এবছর প্রায় ১০ লক্ষ পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিল। পরীক্ষা দিয়েছে ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৯৪ জন। রা পর্ষদ সূত্রে খবর, ১২ মে ফলপ্রকাশের চেষ্টা চালাচ্ছে পর্ষদ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

কলকাতা, ২৬ মার্চ : রবীন্দ্র সরোবরের কয়েক কাঠা জমি ক্রিকেট লিগের জন্য একটি ক্লাবকে ব্যবহার করার ছাড়পত্র দেয় কলকাতা পুরসভা। ওই ক্লাবের অন্যতম কর্তা যিশু সেনগুপ্ত। ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে একটি সংগঠন। বুধবার এই মামলা নিয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক আইনজীবী।

উত্তরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প দাবি

দিল্লি যাবেন পদ্ম বিধায়করা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বঞ্চনার কারণেই উত্তরবঙ্গের মানুষ রাজ্যভাগের দাবিতে সরব হন। উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে বুধবার বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে মূল (রাজ্য) জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসিকতা আছে। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। তার মূল কারণ উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা। আমরা মনে করি, উন্নয়নের মধ্যে দিয়েই উত্তরবঙ্গের মানুষের মনের এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কাটানো সম্ভব।'

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে জমি ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। উত্তরবঙ্গের বিধায়করা বুঝতে পারছেন, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গের মানুষের মন জয় করা সম্ভব হবে না। সেই কারণেই রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে এবার সরাসরি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে দরবার করতে চলেছেন বিজেপি বিধায়করা। এই লক্ষ্যে ৩১ মার্চ উত্তরবঙ্গের ১০ বিজেপি বিধায়কের এক প্রতিনিধিদলের দিল্লি যাওয়ার কথা। বিজেপির মুখ্যসচেতক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, 'মূলত যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সহায়তা করতে পারে, সেই ধরনের

> মূলত যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সহায়তা করতে পারে, সেই ধরনের প্রকল্পের দিকেই আমরা নজর দিতে চাই। কারণ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক।
>
> **শংকর ঘোষ**

প্রকল্পের দিকেই আমরা নজর দিতে চাই। কারণ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক।' জানা গিয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত ও নগরোন্নয়ন এবং অসামরিক বিমান পরিষেবার মতো দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বরাদ্দের জন্য আর্জি জানাবেন।

'স্বস্তিকা'য় যাদবপুর

কলকাতা, ২৬ মার্চ : মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ হয়েছিল। তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতি বাম সমর্থকদের নিশানা করা হল আরএসএস-এর মুখপত্র 'স্বস্তিকা'য়। সেখানে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বাম ও অতি বামদের নিশানা করে একাধিক কথা লেখা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই নেতারা নেশার সঙ্গেও জড়িত বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'এখানে বিভিন্ন বিভাগে ঘটিয়াছে পঠনপাঠন ও গবেষণার অন্তর্জলি যাত্রা। ইহার পরবর্তী পর্যায়ে ভয়াবহ বাম ও অতি বাম রাজনীতির করাল গ্রাসে নিক্ষেপিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একদা জাতীয়তাবোধের পীঠস্থানটি পরিণত হয় অপসংস্কৃতি ও নিম্ন রুচিসম্পন্ন রাজনীতির আখরায়।' জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের ওপর আক্রমণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণের অভিযোগও সম্পাদকীয়তে তোলা হয়েছে।

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বারুইপুরে কর্মসূচিতে যাওয়া বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যকে ওই দিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই দিন শুভেন্দু সহ বাকি বিজেপি বিধায়কদের গাড়িতে হামলায় কারা অভিযুক্ত, তা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করে রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বুধবার বারুইপুর এসপি অফিসের সামনে শুভেন্দুদের সভাতেও অনুমতি দেন বিচারপতি।

রামনবমীর আগে দিলীপের হুংকার

'ধর্মরক্ষায় অস্ত্র হাতে নিতে হবে'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ধর্মযুদ্ধে এবার হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার নদিয়ার গাংনাপুরে এক সভায় দিলীপের এই আহ্বানে রামনবমীর মুখে নতুন করে উত্তপ্ত হল রাজ্য রাজনীতি। দিলীপের এই আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলতে এবার জোর তৎপরতা শুরু করেছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিনও বলেছেন, 'গতবার রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষের মতো মানুষ রামনবমীতে পথে নেমেছিল। এবার তা দ্বিগুণ হবে।' মিছিলের পুলিশ অনুমতি না দিলেও ধর্মাচরণের অধিকার রক্ষায় পুলিশের নিয়মকে অগ্রাহ্য করেই মিছিল করার কথা বলেছেন তিনি। রামনবমীকে ঘিরে শুভেন্দু সহ গেরুয়া শিবিরের এই তৎপরতায় অশান্তির সম্ভাবনাই দেখছে রাজ্য প্রশাসন।

এই আবহে এদিন প্রশাসনের সেই আশঙ্কাকে উসকে দিয়ে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'ধর্মরক্ষা ও হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নিতে হবে।' এই ব্যাপারে পুরাণ, মহাভারতকে হাতিয়ার করে দিলীপের সাফাই, 'এটা নতুন কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণ, পরশুরামরাও ধর্মরক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন।' রামনবমীতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার পক্ষে সওয়াল করে এদিন দিলীপ বলেন, 'অস্ত্র মানেই ছোরাছুরি, বন্দুক নয়। লাঠি নিয়েও মিছিল হতে পারে রামনবমীতে।' দিলীপকে সমর্থন করে এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'প্রথমে আমি হিন্দু। একজন সনাতনী হিন্দু হিসেবে আমি একে পূর্ণ সমর্থন জানাই।' যদিও পরে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা নতুন কিছু চাইছি না। বরাবর যেভাবে রামনবমীর মিছিল হয়, সেভাবেই মিছিল হোক।' প্রশাসনের নিয়ম মেনে রামনবমীর মিছিল করার কথা বললেও দিলীপের কথায় রামনবমীর আগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াবে বলে দাবি করেছে বিজেপি বিরোধীরা। দিলীপের মন্তব্যের সমালোচনা করে তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'মহাভারতে কৃষ্ণও ছিলেন, দুর্যোধনও ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে শেষপর্যন্ত সাফল্য পেয়েছেন কৃষ্ণই। দুর্যোধন নয়। কারণ, রাজনীতির প্রকৃত অস্ত্র জননীতি, জনহিত ও মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার। আর বিজেপির অস্ত্র নিয়ে যে রাজনীতি, তা হল খতমের রাজনীতি। গণতান্ত্রিক পরিবেশে এই হিংসার কোনও জায়গা নেই।'

যদিও দিলীপের দাবি, তিনি কোনও হিংসার কথা বলেননি। তিনি হিন্দুদের আত্মরক্ষার কথা বলেছেন। রাজ্যজুড়ে যেভাবে মন্দির ও হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের ওপর আক্রমণ চলেছে, পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

এদিকে, এদিনই রামনবমী উদযাপন কমিটি জানিয়েছে, আসন্ন রামনবমীতে রাজ্যে অন্তত ৪৩ জায়গায় হামলার আশঙ্কা করছে তারা।

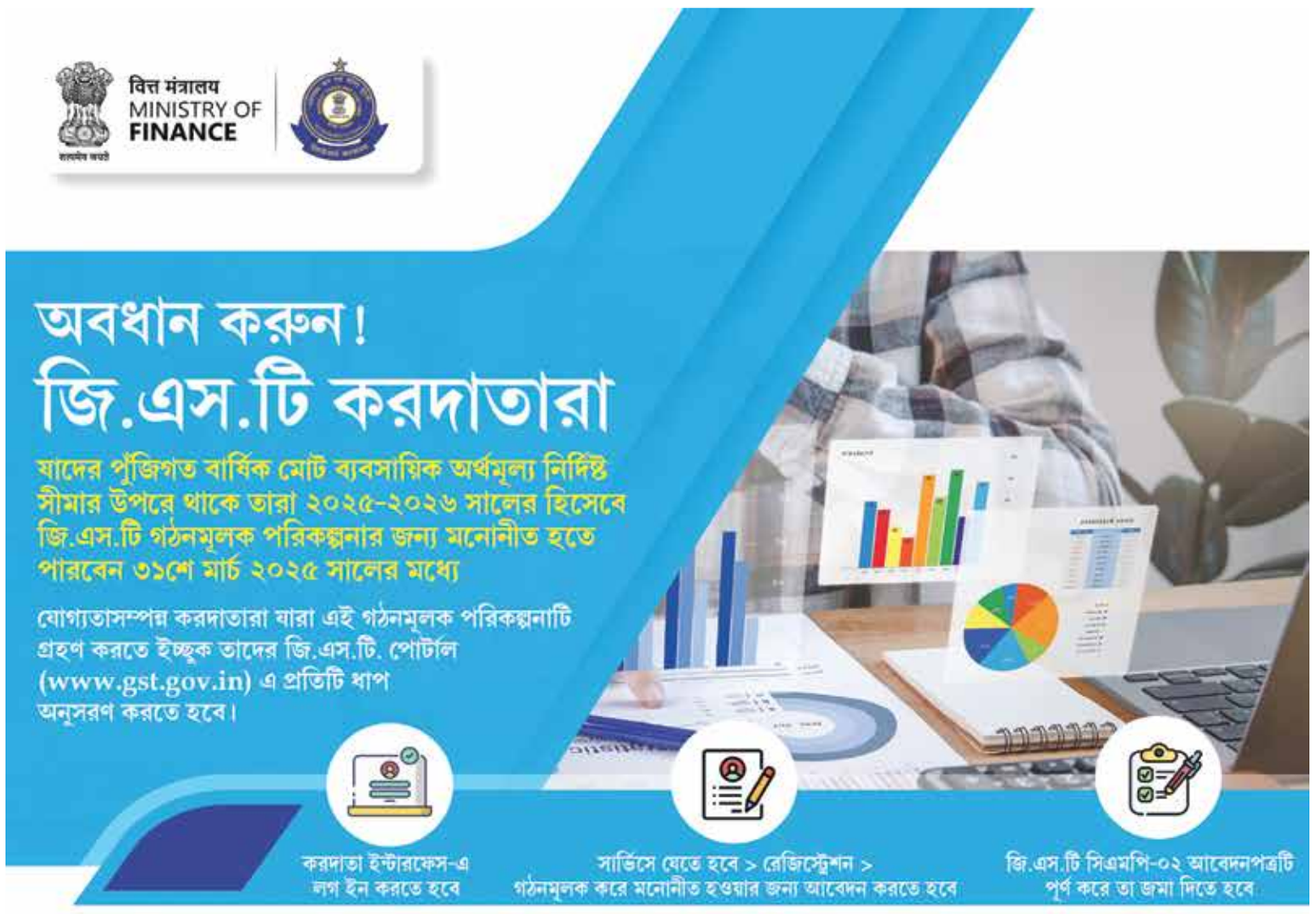

যেই যোগ্যতাসম্পন্ন করদাতারা গঠনমূলক পরিকল্পনাটির ইতিমধ্যে সহায়তা পেয়েছেন, এবং যদি তাঁরা যোগ্য হয়ে থাকেন তাঁদের আর ফর্ম সিএমপি-০২ আবেদনটি ফাইল করতে হবে না।

সহজ এবং সুবিধাজনক অনুবর্তিতা | আকর্ষণীয় করের হার | সামান্যতম অনুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা | স্বয়ংক্রিয় নবীকরণ এবং সহজ পদ্ধতিতে মনোনীত হওয়া থেকে বেরিয়ে আসা | জিনিসপত্র সরবরাহকারী সঙ্গে উপযুক্ত পরিষেবার উপস্থিতি | কম হিসাবরক্ষণ

* সরবরাহকারীর শ্রেণিবিভাগ		# ২০২৪-২০২৫ সালের হিসেবে সমষ্টিগত বার্ষিক ব্যবসায়িক অর্থমূল্য
জিনিসপত্রের সরবরাহকারী :	করদাতাগণ যারা ০৮টি নির্দিষ্ট রাজ্যে নিবন্ধীকরণ করেছেন	টা: ৭৫ লক্ষ পর্যন্ত
	করদাতাগণ যারা অন্যান্য রাজ্যে নিবন্ধীকরণ করেছেন	টা: ১৫০ লক্ষ পর্যন্ত
পরিষেবার সরবরাহকারী		টা: ৫০ লক্ষ পর্যন্ত

আরও বিশদ তথ্যের জন্য সিজিএসটি অ্যাক্টের সেকশন ১০, সিজিএসটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত রুল ৩-৭ এবং ০৭.০৩.২০১৯ তারিখে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কর -এর বিজ্ঞপ্তি নং-১৪/২০১৯ অনুগ্রহ করে অনুসরণ করুন

জি.এস.টি গঠনমূলক পরিকল্পনা : অল্প করদাতাদের জন্য বিশাল সুবিধা

আমাকে স্ক্যান করুন!

CBC 15502/13/ 0010 /2425

কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর এবং নীতি বোর্ড

@cbicindia @cbic_india @cbicindia @cbicindia @CBIC india

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ চৈত্র ১৪৩১

কর্মহীনতায় নীরব শাসক

ভারতে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় সমস্যা কী? চোখ কান বুজে বলে দেওয়া যায় বেকারত্ব। অপর সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এই দুটি সমস্যা সমাধানের দিশা কেন্দ্র বা রাজ্য, কোনও সরকারই দেখাতে পারছে না। প্রতি বছর দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব বা মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ভারতে আগেও ছিল। এখন সমস্যাটি ভয়াবহ আকার নিয়েছে।

সমাধানের দিকনির্দেশের বদলে মনে হচ্ছে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব হয়ে উঠেছেন শাসক শিবিরের কাছে মূল সমস্যা। পিছনে চলে যাচ্ছে রুজিরুটি, জীবনধারণ নিয়ে চর্চা বা পদক্ষেপ। ৩০০ বছর আগে ভারতের ইতিহাস নিয়ে নিরর্থক মাথা ঘামানো হয়ে উঠছে প্রধান বিষয়। তরুণসমাজের সামনে তাদের ভবিষ্যতের রূপরেখা তুলে ধরার বদলে অতীত ইতিহাসকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনতে যেন অধিক উৎসাহ এখন।

মোগল জমানা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত আছে। সেই সময়ের ভালোমন্দ উভয় দিক নিয়ে ঐতিহাসিকরা বহু আলোচনা করেছেন। সেসব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি আছে। তা নিয়ে আরও আলোচনা, গবেষণা হতেই পারে। কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে কাজের সন্ধান দেওয়ার বদলে ঔরঙ্গজেব বিতর্ক প্রধান হয়ে ওঠা কোনও মতেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

এতে অদ্ভুত এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারতে। যেখানে সুশাসন, উন্নয়ন নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা আলোচনা হয় না। বদলে ধর্ম ও জাতপাতের চর্চায় ব্যস্ততা বেশি। মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি হয়ে উঠছে ক্ষমতার রাজনীতির মূল আলোচ্য। কতগুলি শিল্প তৈরি করেছে, কতগুলি কারখানা কাজ করছে, শিল্পের আরও সম্ভাবনা কতটা, সে বিষয়ে আর কী পদক্ষেপ দরকার যাতে আরও মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হতে পারে ইত্যাদি নিয়ে কোনও আলোচনাই নেই যেন।

ফলে ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা আরও বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে। তাতে অবশ্য সরকারের ভ্রূক্ষেপ নেই। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পরপর মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এখন আর সেসব নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। অথচ দেশের কাজের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। যে কারণে প্রতি বছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠতে হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের বদলে সরকার এখন বেশি সচেষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের নামে ভাতা দিতে। কেন্দ্র, রাজ্য- কেউই এতে পিছিয়ে নেই। ভাতার নামে প্রতি মাসে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে ভোটে নিজেদের জমি শক্ত করতে বেশি মরিয়া শাসকদলগুলি। কিছু না পাওয়া মানুষ ওই সামান্য পাওনাতে হয়তো খুশি থাকছেন, কিন্তু তাতে মূল সমস্যার কোনও বদল হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিহারে 'পলায়ন রোকো নোকরি দো' নামে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছে কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠন।

প্রাক্তন ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমারের নেতৃত্বে ওই পদযাত্রায় বিহারে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দলে দলে ভিড় জমাচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। যাঁদের দাবি এক, দফা এক- কাজ চাই, কাজ দাও। চাকরি চেয়ে এর আগে আন্দোলন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। কিন্তু সেই স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে নিয়োগের জটিলতা একইরকম রয়ে গিয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে চাকরির প্রশ্নপত্র ফাঁসও সামনে এসেছে। ফলে অনিশ্চয়তার মেঘ ঘিরে থাকছে নতুন কর্মহীন প্রজন্মকে। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তাঁকে সংসদে আলোচনা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি সরাসরি এজন্য আঙুল তুলেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার দিকে। পরিস্থিতি এমনই যে বিহারের ছাত্র-যুবদের কাজের দাবিতে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। সরকার কৃষকদের মতো ছাত্র-যুবদের আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

অমৃতধারা

হৃদয়ে একাগ্র হওয়া অথবা মস্তিষ্কে একাগ্র হওয়া উভয়ই হতে পারে- প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফল আছে। প্রথমটি চৈত্যসত্তাকে উন্মীলিত করে এবং ভক্তি, প্রেম এবং মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে তাঁর সান্নিধ্য এবং প্রকৃতিতে তাঁর ক্রিয়াশক্তি এনে দেয়। অপরটিতে হয় আত্মসিদ্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরে যে চেতনা আছে তার দিকে, দেহের বাইরে চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং দেহে উচ্চতর চেতনার অবতরণ। কখনও হৃদয়ে এবং কখনও মাথার উপরে একাগ্র হওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কোনও এক স্থানে একাগ্র হওয়ার মানে মনোযোগকে একটি বিশেষ স্থানে স্থির করে রাখা নয়, তোমার চেতনার অবস্থানটি যে কোনও একটি জায়গায় দিয়ে যেতে পার- কিন্তু একাগ্র হবে যেখানে সেই স্থানটিতে নয়- দিব্যের উপর।

-শ্রীঅরবিন্দ

নয়া বাংলাদেশের পাকিস্তান যাত্রা

নিঃশব্দে চলে গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, যা অস্বীকার করল ইউনূস সরকার। তাদের বহু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন।

অমল সরকার

সনজীদা খাতুন চলে গেলেন। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে মৌলবাদ, অপ-ইসলামের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠা এই নারী গোটা উপমহাদেশেই ধর্মনিরপেক্ষতার ঝান্ডা তুলে ধরেছিলেন, যা আজ তাঁর দেশটিতে চরম বিপন্ন।

বুধবার ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ। যে দেশের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে তাঁর সেই উদাত্ত ঘোষণা, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। পাকিস্তানের কবলমুক্ত হওয়ার অর্ধশতাব্দী পর বঙ্গবন্ধুর কথাই আজ সে দেশে সবচেয়ে ব্রাত্য। মুক্তি অধরা, বিপন্ন স্বাধীনতা। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কবলমুক্ত হওয়া দেশটির প্রায় সবকিছুই একে একে মুছে ফেলা হয়েছে বিগত সাড়ে-সাত মাসে। অবশিষ্ট শুধু দেশের নামটুকু। উগ্র ইসলামপন্থীদের হুংকারে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

বদলে যাওয়া বাংলাদেশের একটি নমুনা হতে পারে মুহাম্মদ ইউনূসের চিন সফর। স্বাধীনতা দিবসেই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত করে তিনি চিনের বিমানে উঠেছেন। সেই চিন যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই শুধু করেনি, পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চার বছর পর্যন্ত বিশ্বে বাঙালির প্রথম রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল। সেই চিনকে নজিরবিহীন গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান কর্ণধার বুঝিয়ে দিয়েছেন ২৬ মার্চ তাঁর কাছে ক্যালেন্ডারের একটা দিন মাত্র। এই দিনের বিশেষ কোনও তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন না।

আর পাকিস্তান? ১৯৭১ পূর্ববর্তী ২৪ বছর যাদের নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে সেই পরাজিত শক্তির গ্লানি আড়াল করতে ইউনূস সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি অবাক করা।

পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক মুহূর্তটির ম্যুরাল তৈরি হচ্ছিল ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাবর্দী ময়দানে। আদালতের নির্দেশে আগের সরকারের ব্যবস্থাপনায় তৈরি হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধের দুই মহান সেনানী শেখ মুজিবুর রহমানের স্ট্যাচু এবং ইন্দিরা গান্ধির নামাঙ্কিত একটি অডিটোরিয়াম। সেগুলি বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই খাতে বরাদ্দ অর্থে একটি থানার বহুতল ভবন নির্মাণ হবে। সিদ্ধান্তে স্পষ্ট পাকিস্তানের পরাজয়, বাঙালির বিজয়ের স্মারক আজকের বাংলাদেশে ব্রাত্য। সিদ্ধান্তটি এমন সময় গৃহীত হল, যখন ঢাকায় পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ও বিদেশসচিবকে আপ্যায়নের তোড়জোড় চলছে।

সরকারি ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে ধানমন্ডি বত্রিশের ঘটনায়। সেনা-পুলিশকে সাক্ষী রেখে বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি বিনা বাধায় ধূলিসাৎ করে দিতে পেরেছে তথাকথিত তৌহিদী জনতা (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) রূপধারী আইএস জঙ্গিরা। এর চাইতেও ভয়ংকর এবং বিস্ময়ের ইউনূস সরকারের আর এক সিদ্ধান্ত। তাদের তৈরি মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন স্বাধীনতার ঘোষক শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলি ও আবুল হাসনাত মহম্মদ কামরুজ্জামানের মতো মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারিরা।

ইউনূস সরকারের মানদণ্ড অনুযায়ী, ময়দানে অস্ত্রহাতে লড়াই করা ব্যক্তিরাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা। বাকিরা গণ্য হবেন 'মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক' বলে। এ যেন যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব সেনাপ্রধানকে বাদ দিয়ে বাহিনীর বাকিদের প্রদান। অর্ধশতাব্দী আগে প্রয়াত মুজিবকে নিয়ে বর্তমান সরকারের আপত্তি, আতঙ্ক অকল্পনীয়। ঢাকার অদূরে গাজিপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সচিব নমিতা দে'র চাকরি যাওয়ার জোগাড় হয়েছে এই 'অপরাধ'-এ যে তিনি, স্বাধীনতা দিবসে মুজিবুর সহ মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মার শান্তি কামনায় মসজিদ-মন্দিরে, স্কুল-কলেজে প্রার্থনাসভার আয়োজন করতে চিঠি লিখেছেন।

স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়ার তালিকায় আগেই সংযুক্ত হয়েছে শেখ মুজিবের 'জাতির পিতা' পরিচয়টি। ইউনূস সরকার আদালতে জানিয়েছে, শেখ মুজিবকে তারা বাংলাদেশের জাতির পিতা বলে মানে না, মানে না 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান। সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'সমাজতন্ত্র' শব্দ দুটিও তারা বাদ দিতে চায়। সংবিধান সংশোধনের যাবতীয় আয়োজন চূড়ান্ত। আর কিছুদিন পর বাংলাদেশ হয়ে যাবে আর এক পাকিস্তান, যারা জন্মাবধি ইসলামিক রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের মাটিতে রাজনৈতিক ইসলামি ভাবনার উত্থান নতুন নয়। দেশটির জন্মের আগে থেকে আছে জামায়াতে ইসলামির মতো কট্টরপন্থী দল, যারা ইসলামি আইন বা শরিয়ত নির্দেশিত পথে দেশ শাসনের সংকল্প ফিরি করে। ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য নিষিদ্ধ হিজব-উত তাহিরীর। ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের। দিন পনেরো আগে ঢাকায় নিষিদ্ধ হিজবুতের বিনা বাধায় সভা, মিছিল করতে পারার ঘটনায় স্পষ্ট বাংলাদেশের বর্তমান শাসকেরা দেশকে আর একটি পাকিস্তান বানাতে চান, দেশে দেশে জঙ্গি আর জঙ্গিবাদ রপ্তানি করে যে দেশ নিজেই আজ অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের বাংলাদেশ নীতি এবং কৌশল নিয়ে যেটুকু ফাঁস করেছেন তা ভয়ংকর। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার হরণ, দুর্নীতি-অপশাসন এবং ভোট কারচুপির অভিযোগগুলি গুরুতর। আবার বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ধারাবাহিকতায় সেগুলি নতুন কিছু ছিল না। বরং ইসলামিক জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের লড়াই ছিল অতুলনীয়। তারপর দক্ষিণ এশিয়ার এই ছোট দেশটিকে নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের ঘুম নষ্ট করা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ের নেপথ্যে শুধু বাংলাদেশ ছিল বলে মনে হয় না। বরং ভারতকেও চাপে রাখা ছিল অন্যতম কৌশল।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আর একটা পাকিস্তান তৈরি করা গেলে চিনের সঙ্গে লড়াইয়ে নয়াদিল্লিকে চাপে রাখা, দরকষাকষি সহজ হয় আমেরিকার। তাই আফগানিস্তানে একদা তালিবানদের উসকানি দেওয়ার কৌশল বাংলাদেশে কাজে লাগাতে চেয়েছে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকা জামায়াতের মতো দলকে বাইডেন প্রশাসন সামাজিক সংগঠন বলে মাথায় তুলেছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে দেশটিকে মৌলবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে। পরিবর্তনটি সবচেয়ে দৃশ্যমান ঢাকার রাজপথে। চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিবাদ মিছিলে লাঠি মেরে, গ্যাস, জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুলিশ হিংসায় মাতলেও হিজবুতের সমাবেশকে খাতায়-কলমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও বাহিনী ছিল হাত গুটিয়ে।

ভার্চুয়াল সভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই বলেছেন, 'বাংলাদেশ এখন জঙ্গি রাষ্ট্র। জঙ্গিদের অভয়ারণ্য।' এমন মন্তব্যের জন্য হাসিনাকে রাজনীতিতে হয়তো আরও বেশি মূল্য চোকাতে হতে পারে, কিন্তু মানতেই হবে, তাঁর শাসনের অন্যতম অবদান বাংলাদেশকে জঙ্গিমুক্ত করা। শুধু নিজের দেশ নয়, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর শূন্য সহিষ্ণুতার অন্যতম সুবিধাভোগী বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত।

রাজনৈতিক শেখ হাসিনার বক্তব্যকে 'অভিযোগ' বলে উড়িয়ে দেওয়ার আগে জেনে রাখা জরুরি বাংলাদেশের প্রশাসন জঙ্গি দমন অভিযান থেকে 'জঙ্গি' শব্দটি মুছে ফেলতে বেশি আগ্রহী। ঢাকার পুলিশ তাই সন্ধ্যায় জঙ্গি দমন অভিযানের খবর দিয়ে মাঝরাতে প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে। 'জঙ্গি' শব্দ ছেঁটে 'সন্দেহভাজন দুষ্কৃতকারী' লেখে। বিগত কয়েক মাস হল সেই অভিযানও বন্ধ। বিপরীতে বাংলাদেশ সরকার কয়েকশো দাগি জঙ্গিকে মুক্তি দিয়েছে অথবা তারা বিনা বাধায় জেল থেকে পালিয়েছে।

স্বভাবতই হাসিনার সময়ে বাংলাদেশে জঙ্গি দমন অভিযানের যে সুফল ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্যগুলি পেয়ে আসছিল, ৫ অগাস্ট সেই স্বস্তির অবসান হয়েছে। জঙ্গিবাদ-মৌলবাদের আত্মীয়তা কাঁটাতারের বেড়াজালে আটকে থাকে না। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিলে তাদের এপারের স্বজনেরাও গা-ঝাড়া দেবে, এটাই স্বাভাবিক। আরও বড় প্রশ্ন, ওপারের ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির মোকাবিলায় এপারের হিন্দু কট্টরবাদীদের এগিয়ে দিয়ে ভোটের বাক্সে ধর্মীয় মেরুকরণের চেনা রাস্তাতেই কি হাঁটবে শাসকরা? মনে রাখা দরকার হাসিনা মৌলবাদ, জঙ্গিবাদের যে বিপদের মোকাবিলা করেছেন, আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা তার চাইতে অনেক বেশি দুশ্চিন্তার। বাংলাদেশ বিপন্ন বাংলাদেশেই।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।

১৯৮৫

দক্ষিণী অভিনেতা রাম চরণ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি জানি না, ঠিক কী হচ্ছে। অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে কিছু বলতে দেওয়া হোক। উনি কার্যত পালিয়ে গেলেন। আমাকে বলতে না দেওয়ার জন্যই ওইভাবে চলে গেলেন। কুম্ভমেলা, বেকারসমস্যা নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম। দেশে এখন গণতন্ত্রের জায়গা নেই।

-রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাইকারের সিঙ্কহোলে পড়ার ভিডিও ভাইরাল। রাস্তায় বিশাল সিঙ্কহোল তৈরি হয়েছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি গাড়ি। পিছনের বাইক আরোহী টাল সামলাতে না পেরে গর্তে গিয়ে পড়েন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীটি। একটি বাস আসতেই হাত তোলে সে। না দাঁড়িয়ে চলে যায় বাস। পরীক্ষাকেন্দ্রে সময়মতো পৌঁছোতে প্রাণপণে দৌড়ে চলন্ত বাসে ওঠে সে। বরখাস্ত চালক ও কনডাক্টর।

জনমন জনমত

জনপ্রিয়তার জন্য অশ্লীলতা কাম্য নয়

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চটজলদি অর্থ উপার্জনের মাধ্যম রিলস। আর এই রিলস নেশাগ্রস্তের মতো সবাইকে গ্রাস করছে। কিন্তু যাঁরা এই সব রিলস বানাচ্ছেন তাঁরা জনপ্রিয়তার জন্য নানারকম অশ্লীলতা বেছে নিচ্ছেন। বর্তমান তরুণ সমাজের মূল্যবোধ, চেতনাবোধ, সম্পর্কবোধ - সব শেষ করে দিচ্ছে এই রিলস। আসলে একটা গোটা প্রজন্ম ধ্বংস হতে বসেছে শুধুমাত্র এই রিলসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে।

আজকাল খুব সহজে আয় বাড়াতে মানুষজন গঠনমূলক রিলস না বানিয়ে অশ্লীল রিলস বানাতে বেশি উৎসাহী। কারণ গঠনমূলক রিলসগুলো যতটা না ভিউ, লাইক, কমেন্ট পায় তার থেকে বহুগুণ বেশি ভিউ, লাইক, কমেন্ট পায় অশ্লীল রিলসগুলি। শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার জন্য অশ্লীলতা কোনও মতেই কাম্য নয়।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অশ্লীলতায় পূর্ণ এইসব রিলস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। না হলে ভারতীয় সংস্কৃতি যেভাবে নিম্নরুচির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে গোটা সমাজ।

সরকারের উচিত তরুণ সমাজের জন্য পর্যাপ্ত চাকরির পরিকাঠামো তৈরি করা, যাতে সহজে ও চটজলদি অর্থ উপার্জনের মোহ এবং সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের এই নিন্দনীয় প্রয়াস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তরুণ সমাজ।

সেই সঙ্গে বাবা-মায়েদেরও উচিত সন্তান সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে সেদিকে নজর রাখা। রিলসের মাধ্যমে সন্তান যে অর্থ উপার্জন করছে সেই রিলস সমাজে কী প্রভাব ফেলছে তা লক্ষ্য রাখাও কিন্তু বাবা-মায়ের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বাস্তবে কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি, কিছু বাবা-মা'ই সন্তানদের চরম উৎসাহিত করে, অশ্লীল রিলস বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য।

বাবা-মায়েদেরও উচিত ছোট থেকেই সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সন্তানদের মধ্যে রুচিবোধ, মূল্যবোধ, চেতনাবোধ গড়ে তোলা। তবেই মনে হয় তরুণ সমাজ চটজলদি জনপ্রিয়তা ও অর্থ উপার্জনের জন্য অশ্লীল রিলস বানানো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

মনোমিতা চক্রবর্তী
করলাভ্যালি টি গার্ডেন, মোহিতনগর, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঢাকা ও রবীন্দ্রসংগীতের মেলবন্ধনের মুখ

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত প্রসারের অন্যতম মুখ সনজীদা খাতুনের প্রয়াণে আঁধার নামল ওপার বাংলার সংস্কৃতি মহলে।

অজন্তা সিনহা

স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিনে অস্থির বাংলাদেশে সনজীদা খাতুনের প্রয়াণ অনেক কিছু দেখিয়ে গেল। এই বাংলাদেশকে তিনি নিশ্চয়ই চাননি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, তাঁর সোনার বাংলা গান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় ভূমিকা ছিল সনজীদার। মৌলবাদ থেমে গিয়েছিল তাঁর গানের শক্তির কাছে। তাঁর মরদেহ মাঝখানে রেখে তাঁর বিশাল প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী গাইছিলেন, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। এটা বোধহয় আকাশের বাসিন্দা সনজীদাকে সবচেয়ে তৃপ্ত করবে। এমনই নিশ্চয়ই তাঁর স্বপ্নে ছিল। তাঁকে দেখে যেতে হল না, রবীন্দ্রসংগীতই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত থেকে গিয়েছে। বদলায়নি।

বাংলাদেশে যাঁরা যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অধিকাংশরই শিক্ষা সনজীদার কাছে। যে সনজীদার শিকড় ছিল শান্তিনিকেতনে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, শান্তিদেব ঘোষদের হাত ধরে তাঁর বড় হওয়া। শুধু শিল্পী নন, লেখক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা যেমন বললেন, '১৯৬৭ সালে ওঁর প্রতিষ্ঠিত ছায়ানটে গানের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ শুরু হল। যখন শান্তিনিকেতন গেলাম, তখনও সনজীদাদিই আমায় ৪-৫টি গান তৈরি করে দেন, ভর্তির পরীক্ষার জন্য। বাংলাদেশ ফিরে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর গান শিখিয়েছি ছায়ানটে।' এরপর ১৯৯২ সালে রেজওয়ানার আবার শান্তিনিকেতন যাওয়া। 'সেই সময় মোহরদি বললেন, এবার নিজের স্কুল প্রতিষ্ঠা করো। আমি বাংলাদেশ ফিরে যখন কথাটা সনজীদাদিকে জানাই, উনি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন। খুবই খোলা মনের মানুষ ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে মহীরুহের মতো।'

সনজীদাকে বাংলা কী চোখে দেখে, তা বোঝা যায় দুই বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর পরিবারের উত্তরসূরিদের সঙ্গে কথা বলে।

সুভাষ চৌধুরী, সুপূর্ণা চৌধুরীর কন্যা শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, 'ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের কাছে এই নামটা শুনে বড় হয়েছি। কত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে সনজীদাদির বিভিন্ন কর্মযজ্ঞকে কেন্দ্র করে। নিজে যে খুব সব সময় প্রচারের আলোয় থেকেছেন, তা একেবারেই নয়। চেষ্টা করেছেন ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করতে। কষ্ট হচ্ছে ভেবে যে এই মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা নিভৃত সাধনায় রবীন্দ্রচর্চায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।'

একই রকম অভিব্যক্তি কণিকার বোনপো প্রিয়ম মুখোপাধ্যায়ের, এত বৃহৎ একটা জীবন! এত বিস্তৃত তাঁর জ্ঞানলব্ধ অধ্যায়! আমার বড় মাসি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেসো বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। শুধু গান নিয়ে নয়, আলোচনা হত সার্বিকভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা, তাঁর অপার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে। শান্তিনিকেতনের আদর্শেই ছায়ানটকে গড়ে তোলেন তিনি।

এই ছায়ানট ছিল সনজীদার প্রাণ। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উনি অসুস্থ ছিলেন। কণিকার হয়ে তাঁর বোন বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী ও প্রিয়ম গিয়েছিলেন সম্মাননা নিতে। সেখানে সনজীদার উপস্থিতিতে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মাননা জানানো হয় কণিকাকে, তাতে বোঝা যায় তাঁরা কণিকাকে কত প্রাণের ভাবেন!

সনজীদাই বাংলাদেশ ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে সেতু তৈরির কাজ করেন। তারপর আসেন রেজওয়ানা। ধীরে ধীরে কত নাম। বাংলাদেশের মতো শান্তিনিকেতনও কখনও ভুলবে না সনজীদাকে।

(লেখক সাংবাদিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৯

পাশাপাশি : ১। গুরু, শিক্ষক, পটু, সংগীতাচার্য ৩। বালগোপাল, বালক শ্রীকৃষ্ণ ৪। গোত্র প্রবর্তক মুনিবিশেষ ৫। শিব, শিবের মতো সাদাসিধে ভালো মানুষ ৭। বিশেষ ধরনের ঘাস দিয়ে তৈরি বড় লম্বা মাদুর ১০। মেয়েদের নাকে পরবার গয়নাবিশেষ ১২। ঝোলাগুড় ১৪। মদত শব্দের ভিন্নরূপ ১৫। চলায় বলায় অনাবশ্যক দ্রুততার ভাব ১৬। সূর্য।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাধিকারী ২। দশদিন, দশদিন ধরে উৎসব ৩। দেবতার সকালের ভোগ ৬। বালক, নির্বোধ, বিচারবুদ্ধিহীন ৮। বড় থালা ৯। শক্ত কিছু চিবানোর শব্দ, রেগে গিয়ে দাঁত ঘষার শব্দ ১১। প্রবল কাঁপুনির ভাব ১৩। মানুষ, মরদ, স্বামী।

সমাধান ■ ৪০৯৮

পাশাপাশি : ২। ধাপ্পাবাজি ৫। জঙ্গম ৬। বারদরিয়া ৮। তিরি ৯। বাণ ১১। আনারকলি ১৩। শাবক ১৪। চাকচিক্য।

উপর-নীচ : ১। রাজসাপ ২। ধাম ৩। বাহার ৪। বেহায়া ৬। বারি ৭। দক্ষিণ ৮। তিমির ৯। বালি ১০। মরকত ১১। আদম ১২। কথক ১৩। শাক্য।

বিন্দুবিসর্গ

বাপুজি সংবিধানকে বাঁচিয়ে রেখো

লন্ডনে গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা মমতার

লন্ডনের রাস্তায় মমতার সঙ্গে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার।

লন্ডন, ২৬ মার্চ : একুশে জুলাইয়ের ধর্মতলা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় শুধুমাত্র তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। শুধুমাত্র তাঁকে দেখতেই লক্ষাধিক মানুষের ব্রিগেড সমাবেশ হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক। এবার সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে খাস বিলেতে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি বক্তৃতা দেবেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অগ্নিকন্যার বক্তৃতা ঘিরে বিলেতভূমে এতটাই আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে মূল অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা আগেই অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের হল হাউসফুল হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার অনুষ্ঠানে প্রবেশ অবাধ হলেও রীতি অনুযায়ী অগ্রিম আসন সংরক্ষণ পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাউসফুল হয়ে যাওয়ায় যাঁরা এখন আবেদন করেছেন তাঁদের নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়েটিং লিস্টে। পূর্ণ এবং আংশিক সময়ের নিরিখে অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজেই পড়ুয়ার সংখ্যা সর্বাধিক। ভারতীয় তো বটেই, বাঙালি পড়ুয়ার সংখ্যাও কম নয় অক্সফোর্ডে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে।

এদিকে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে যথেষ্ট ফুরফুরে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলা ১২টার পর তিনি লন্ডনের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। চলতে চলতে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূলনেত্রী। তখন তাঁর মনে পড়ে হাতে ফুল নেই। সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীরা পাশের বাগান থেকে ফুল এনে দেন। সেই ফুল গান্ধিমূর্তির পায়ে অর্পণ করে মোদি সরকারকে নিশানা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাপুজি সংবিধানকে বাঁচিয়ে রেখো।' বাণিজ্য সম্মেলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এদিন ব্রিটেনের সরকারিস্তরে বিটুজি, বিটুবি বৈঠক হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থ ,শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব ওই বৈঠকে অংশ নেন।

লন্ডনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটা (ভারতীয় সময় রাত ১১টা) থেকে শুরু মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান। অভ্যর্থনা পর্ব সেরে আলোচনা শুরু হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও থাকবেন কলেজের সভাপতি অধ্যাপক জোনাথন মিচি এবং কলেজের ফেলো তথা বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী লর্ড করণ বিলিমোরিয়া। হাজির থাকার কথা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও।

'সামাজিক উন্নয়ন-বালিকা, শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে কীভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নারী ক্ষমতায়ন করেছেন সেই বার্তা দেবেন মমতা। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সাড়া ফেলা প্রকল্পগুলি কীভাবে বাংলার মহিলাদের হাত শক্ত করেছে সেই কথা তুলে ধরবেন তিনি। ১৯৮৪ সালে যাদবপুরের সাংসদ হয়ে যাঁর পথচলা শুরু, একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রধান নেত্রী হিসেবে তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপথের গল্পও শোনাবেন মমতা।

সূত্রের খবর, অধ্যাপক মিচি এবং বিলিমোরিয়া অনেকটা সূত্রধরের ভূমিকা পালন করবেন। এক ঘণ্টার বক্তৃতাপর্ব শেষ হওয়ার পর স্থানীয় রীতি মেনে পানভোজন পর্ব এবং মত বিনিময় হওয়ার কথা। অক্সফোর্ডের যে কোনও কলেজেই এই ধরনের বক্তৃতার পর বক্তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের রীতি আছে। তবে বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয় বলেই খবর।

কুণালের প্যারোডিতে বিদ্ধ নির্মলা

মুম্বই, ২৬ মার্চ : ক্ষোভ, বিক্ষোভ, ভাঙচুর, হুমকি, পুলিশি তলব...। কুণাল কামরার ওপর রাজনৈতিক ও আইনি চাপ ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য কুণাল আছেন কুণালেই। বুধবার হাজিরার জন্য তাঁকে দ্বিতীয়বার তলব করেছে মুম্বই পুলিশ। তারই মধ্যে আরও একটি গানের প্যারোডি বাজারে ছেড়েছেন কুণাল। সেখানে কটাক্ষের তির যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে লক্ষ্য করেই, তা নিয়ে শ্রোতা মহলে দ্বিমত নেই।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে 'মিস্টার ইন্ডিয়া' ছবির বিখ্যাত গান 'হাওয়া হাওয়াই'র প্যারোডি পোস্ট করেছেন কুণাল। সেখানে কৌতুক শিল্পীকে নিজস্ব কায়দায় গাইতে শোনা যাচ্ছে, 'আপকা ট্যাক্স কা পেয়সা হো রহা হ্যায় হাওয়া হাওয়াই।' এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'ট্রাফিক বড়ানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, ব্রিজেস গিরানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, কহতে হ্যায় ইসকো তানাশাহি।' পরবর্তী ধাপে অর্থমন্ত্রীর নাম নিয়েছেন কুণাল। তাঁর কথায়, 'লোগও কি লুটনে কামাই, শাড়িওয়ালি দিদি আয়ি, স্যালারি চুরানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, মিডলক্লাস দবানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, পপকর্ন খিলানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, কহতে হ্যায় ইসকো নির্মলা-তাই।'

খবর, গত এক সপ্তাহে কুণালের কাছে ৫০০-র বেশি হুমকি ফোন ও মেসেজ এসেছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাণনাশের হুমকির ফোন ছিল। কুণালের আইনজীবী জানিয়েছেন, মুম্বই পুলিশের সামনে হাজির হতে এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তাঁর মক্কেল। তারপরেও কুণালকে হাজির হতে বলে এদিন ফের সমন পাঠিয়েছে পুলিশ।

ধর্মীয় অবমাননা

৫ জনের মৃত্যুদণ্ড পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২৬ মার্চ : অনলাইনে ধর্মীয় অবমাননামূলক পোস্টের অভিযোগে ৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল পাকিস্তানের এক আদালত।এই ধরনের ঘটনা সম্প্রতি লাগাতার বাড়ছে পাকিস্তানে। এক আইনজীবী জানিয়েছেন, হজরত মহম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর লেখা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা অভিযোগ ছিল ওই ৫ জনের বিরুদ্ধে। ৫ জনের মধ্যে একজন আফগানিস্তানের নাগরিক।

মার্কিন পণ্যে কমছে শুল্ক

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : মার্কিন বাইক আর সুরাপ্রেমী ভারতীয়দের জন্য সুখবর! ট্রাম্প সরকারের পারস্পরিক শুল্ক নীতি চালু হওয়ার আগেই ভারতে কমতে পারে হার্লে ডেভিডসন বাইক এবং বোরবন হুইস্কির ওপর শুল্কের হার। অতীতে আমেরিকা থেকে আমদানি করা এই দুই পণ্যের ওপর যথাক্রমে ১০০ শতাংশ এবং ১৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছিল ভারত। পরবর্তীকালে তা কমে ৪০ শতাংশ এবং ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ২ এপ্রিলের আগে শুল্কের সেই হার আরও কমতে পারে। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ান ওয়াইনের ওপর থেকেও আমদানি করের পরিমাণ অনেকটাই কমতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় এদেশে বাইক, সুরা, ওষুধ ও রাসায়নিক রপ্তানির ওপর জোর দিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধিরা। সেই মতো সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির ওপর শুল্কের ভার লাঘব করার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র।

চিনে পৌঁছোলেন প্রধান উপদেষ্টা

ভারতেই আসতে চেয়েছিলেন ইউনূস

ইউনূসকে অভ্যর্থনা কিয়োংহাই বোয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

ঢাকা, ২৬ মার্চ : শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে ভারতবিদ্বেষ বাড়লেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সবার আগে নয়াদিল্লি সফরেই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত থেকে সাড়া না পাওয়ায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে এমনই দাবি করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বুধবারই চারদিনের সফরে চিনে গিয়েছেন ইউনূস। দুপুরে চায়না সাদার্ন এয়ারলাইন্সের বিশেষ উড়ানে ঢাকা ছাড়েন তিনি। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বিকাল সওয়া চারটের দিকে হাইনান প্রদেশের কিয়োংহাই বোয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁর বিমান অবতরণ করে। তাঁকে স্বাগত জানান চিনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নজমুল ইসলাম এবং হাইনান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর। ২৮ মার্চ বেজিংয়ে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বৈঠক করবেন। বাংলাদেশে চিনা বিনিয়োগ টানতেই ইউনূসের এই সফর বলে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশে চিনা গতিবিধি বাড়লে যে তা ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতির পক্ষে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে, সেটা নয়াদিল্লির অজানা নয়। তাছাড়া ইদানীংকালে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্যও যথেষ্ট বেড়েছে। তাই শেখ হাসিনাকে নিয়ে টানাপোড়েন থাকলেও নয়াদিল্লি বরাবরই ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বার্তা দিয়ে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে চিনের আগে প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছিলেন বলে যে দাবি বাংলাদেশ করেছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। শফিকুল আলম বলেন, 'চিন সফর চূড়ান্ত করার অনেক আগেই প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছিলেন। গত বছর ডিসেম্বরে সেই ইচ্ছার কথা জানিয়ে নয়াদিল্লিকে বার্তা দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।' চিন থেকে ফিরলে আগামী মাসের বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ইউনূসের। ৩-৪ এপ্রিল ওই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইউনূসের সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউনূসের প্রেস সচিব বলেন, 'অনেক দিন আগে এই ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ভারতকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু ভারত এখনও ওই বৈঠক নিয়ে কিছু জানায়নি।'

> চিন সফর চূড়ান্ত করার অনেক আগেই প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় ভারত থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।
>
> **শফিকুল আলম**

প্রয়াত সনজীদা খাতুনকে শেষ শ্রদ্ধা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছায়ানটে। ঢাকায় বুধবার।

কেন্দ্র, স্পিকারকে তির রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : মুখে যতই সহযোগিতামূলক গণতন্ত্রের বড়াই করা হোক, মোদি সরকার যে আদতে বিরোধীস্বর স্তব্ধ করতে চায়, সেই কথা বুধবার ঠারেঠোরে জানিয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রায়বেরেলির সাংসদের অভিযোগ, তিনি বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সংসদের ভিতরে বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই মর্মে তিনি কেন্দ্রের পাশাপাশি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দিকেও তির ছুড়েছেন। তাঁর অভিযোগ, স্পিকার অগণতান্ত্রিকভাবে লোকসভার কাজ পরিচালনা করছেন। সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, 'আমি জানি না কী হচ্ছে। আমি স্পিকারকে অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে যেন বলতে দেওয়া হয়। কিন্তু উনি পালিয়ে গেলেন। এইভাবে সভার কাজকর্ম চলে না। স্পিকার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। উনি আমাকে বলতেই দিলেন না। উনি আমার সম্পর্কে কিছু বললেন। তারপর সভা মুলতুবি করে চলে গেলেন, যার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।'

সংসদে বিরোধীদের যে মোদি সরকার বলতে দেয় না, এই অভিযোগ নতুন নয়। বিরোধীরা বলতে উঠলেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া, সংসদ টিভির ক্যামেরা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন কংগ্রেস, তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। সেই সুর ধরে এদিন রাহুল বলেন, 'বিরোধী দলনেতাকে বলতে দেওয়াটা পরম্পরা। কিন্তু আমি যখনই বলতে যাই তখনই আমাকে বাধা দেওয়া হয়। আমি জানি না সভা কীভাবে পরিচালিত হবে। আমরা যা বলতে চাই তা আমাদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না।' রাহুলের তোপ, 'গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করা হচ্ছে। আমি চুপ করে বসে থাকি। তবুও আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধীদের যেন কোনও ঠাঁই নেই। শুধুমাত্র সরকারেরই জায়গা আছে। আমাকে ৭-৮ দিন ধরে বলতে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যখন কুম্ভমেলা নিয়ে বলছিলেন, তখন আমিও বেকারত্ব নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তখনও আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি।'

এদিন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা এবং সাংসদদের সংসদীয় নিয়মনীতি মেনে চলার ও সভার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার বার্তা দেন স্পিকার। যদিও বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের খোঁচা, 'বিরোধী দলনেতাকে মৌলিক সংসদীয় নিয়মকানুন মনে করিয়ে দিচ্ছেন স্পিকার। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে।'

সনজীদা খাতুনকে অন্তিম শ্রদ্ধা

ঢাকা, ২৬ মার্চ : প্রয়াত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সনজীদা খাতুনকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানালেন বাংলাদেশের অগুনতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক সহ সর্বস্তরের মানুষ। বুধবার ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রয়াত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারপর সেখান থেকে সনজীদা খাতুনের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার শহিদ মিনারে। সেখানে ফুলে, গানে, কবিতায় প্রয়াত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ।

বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ দেখতে পাবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : ২০২৫ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে আগামী শনিবার (২৯ মার্চ)। এটি একটি আংশিক সূর্যগ্রহণ। তবে দেখার সুযোগ হবে না ভারতবাসীর। নাসা জানিয়েছে, ২৯ মার্চের এই আংশিক সূর্যগ্রহণ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আর্কটিক (উত্তর মেরু) অঞ্চলের কিছু অংশ থেকে দেখা যাবে। মূলত নিউ ইয়র্ক, বস্টন, মন্ট্রিল এবং কুইবেক সহ উত্তর আমেরিকার কিছু অংশে দৃশ্যমান হবে। এছাড়া আফ্রিকার কিছু অংশ, সাইবেরিয়া, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে এই গ্রহণ দেখা যাবে। তবে না! ভারতের আকাশে এটি দেখা যাবে না। কারণ চাঁদের ছায়া ভারতের ওপর এবার পড়বে না।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী, সূর্যগ্রহণ শুরু হবে দুপুর ২:২০ মিনিটে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬:১৩ মিনিটে। গ্রহণের সর্বোচ্চ অবস্থা হবে বিকেল ৪:১৭ মিনিটে। নাসার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দুটি সূর্যগ্রহণ হবে। ২৯ মার্চের পর দ্বিতীয়টি ২১ সেপ্টেম্বর দেখা যাবে।

ইদের পরই কি ওয়াকফ বিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : ইদের পরই সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, ১ থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে বিলটি সংসদে উপস্থাপন করা হবে। ৪ তারিখ বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন। তবে সরকার কবে নাগাদ বিলটি পেশ করবে তা নিশ্চিত নয়। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, বিলটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এটি সংবিধানের ওপর আঘাত। এই বিলের প্রতিবাদে ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছে। বুধবার এই বিলের প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'ক্ষমতায় থাকি বা না থাকি, আমরা এই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বিলের বিরুদ্ধে আছি। সংসদের উভয় কক্ষে আমরা এই বিলের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলাম। বিহার বিধানসভা এবং বিধান পরিষদেও বিলের বিরোধিতা করেছি। আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব যাতে এই বিলটি পাশ করানো যেতে না পারে। দেশে স্বৈরতন্ত্র চলছে। বিভাজনের চেষ্টা চলছে।' এদিকে, বিজেপি সাংসদ এবং ওয়াকফ সংক্রান্ত জেপিসি-র চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ও মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড পরিকল্পিত রাজনীতির মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘুদের ভুল পথে চালিত করছে।'

এপিকই অস্ত্র জোড়াফুলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে ভুতুড়ে ভোটার তালিকা এবং সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র বা এপিকই হতে চলেছে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই ইস্যুতে মোদি সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তেড়েফুঁড়ে আন্দোলনে নামতে চাইছে তৃণমূল। আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে শাসকদল আপাতত ধীরে চলো নীতি নিয়েই এগোতে চাইছে। শাসক শিবিরকে চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আলোচনার সিদ্ধান্ত না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে তৃণমূল। দলের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অহেতুক বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা হবে।

দলীয় সূত্রের খবর, অন্যান্য ইস্যুর গুরুত্ব ছোট করে দেখা হবে না, তবে এপিক থাকবে শীর্ষে। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আমরা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। তারপর পিকচার আভি বাকি হ্যায়, অর্থাৎ এরপর আরও বড় কিছু অপেক্ষা করছে।' গত সপ্তাহে রাজ্যসভায় এপিক ইস্যুতে আলোচনা চেয়েছিলেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। কিন্তু এখনও আলোচনা শুরু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লোকসভায় এপিক নিয়ে সরব হতে চান।

এদিকে লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার মনরেগা ইস্যুতে কেন্দ্রের জবাবদিহি চেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উত্তরকে ভিত্তি করে তৃণমূল স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দিতে চলেছে।

ফের আত্মঘাতী শিক্ষার্থী

জয়পুর, ২৬ মার্চ : রাজস্থানের কোটার জওহরনগরে এক মেডিকেল পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। ছাত্রাবাসের ঘরেই তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ, সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে কোনও চিরকুট মেলেনি। এই নিয়ে চলতি বছরে কোটায় ৯ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, ১৭ বছরের হরসরাজ শংকর বিহারের নালন্দার বাসিন্দা। মেডিকেল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সে কোটায় এসেছিল।

রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান দিল্লির ■ ভারতের দৃষ্টান্ত টেনে নির্দেশ জারি ট্রাম্পের

র-কে নিষিদ্ধ করার দাবি মার্কিন কমিশনের

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ : শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা র-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করল আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কিন কমিশন। প্রকাশিত রিপোর্টে তির ছোড়া হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকেও।

মঙ্গলবার কমিশন প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-কে নিষিদ্ধ করার দাবির সঙ্গে ভারতে সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগের উল্লেখও রয়েছে রিপোর্টে। ভারতের মাটিতে সংখ্যালঘুরা খারাপ ব্যবহারের স্বীকার হচ্ছেন। কমিশন ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের কারণে ভারতকে 'বিশেষ উদ্বেগের দেশ' হিসেবে চিহ্নিত করার সুপারিশও করা হয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে নির্বাচনি প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করেছিলেন। মার্কিন কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল কড়া ভাষায় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, গণতন্ত্র ও সহনশীলতার আলোকবর্তিকা হিসেবে ভারতের অবস্থানকে দুর্বল করার চেষ্টা সফল হবে না। রিপোর্টটি পক্ষপাতদুষ্ট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

মোদির ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা তলানিতে। রিপোর্ট বলছে, আমেরিকা ও কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ এনে তাঁদের নিশানা করেছে ভারত। তার ফলে ওই দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আগের মতো নেই। প্রাক্তন ভারতীয় গোয়েন্দা বিকাশ যাদব খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমেরিকায় যাদবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। এর জেরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক চিড় ধরে। পর্যবেক্ষকদের মতে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা কম। ২০২২ থেকে ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলছে কমিশন। এবার তাদের রিপোর্টে যুক্ত হয়েছে র-কে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব। প্রাক্তন প্রসিডেন্ট বাইডেন আমল দেননি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি দেবেন?

আমেরিকায় ভোটার হতে চাই নাগরিকত্বের প্রমাণ

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ : ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হলে দিতেই হবে নাগরিকত্বের প্রমাণ। মঙ্গলবার এমনই এক নির্দেশনামা জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, এর ফলে নির্বাচনে কারচুপির আশঙ্কা কমবে। ভারতের উদাহরণ টেনে ট্রাম্প জানান, ভারতে ভোটদানের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হয়। সেখানে ভোটারদের যাবতীয় তথ্য বায়োমেট্রিক ডেটাবেসে নথিবদ্ধ থাকে। ব্রাজিলেও একই নিয়ম চালু রয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকায় মানুষজন ভোট দেন স্ব-প্রত্যয়িত ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'জালিয়াতি, ত্রুটি বা সন্দেহমুক্ত অবাধ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন আমাদের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র বজায় রাখার অন্যতম শর্ত। মার্কিনদের ভোট ঠিকভাবে গণনা এবং তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নির্বাচনে বিজয়ীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ২০২০-র নির্বাচনে গণনায় জালিয়াতি করে তাঁকে হারানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন। ২০২৫-এ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়েও সেই অবস্থান থেকে সরে আসেননি ট্রাম্প।

মঙ্গলবারের নির্দেশ জারি করার আগে রিপাবলিকান পার্টির ন্যাশনাল কমিটি বিভিন্ন রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেখানে বহু ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজ মিলেছে। তারপরেই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের প্রমাণ বাধ্যতামূলক করার পথে হেঁটেছেন ট্রাম্প। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে অবৈধ হিসাবে চিহ্নিত, মৃত এবং আমেরিকায় দীর্ঘদিন না থাকা ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া শুধু নির্বাচনের দিনেই যাতে ভোটাররা ভোট দেন, তা নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। বর্তমানে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের পরেও ব্যালটপত্র জমা দিতে পারেন ভোটাররা। এবার সেই প্রথায় স্থায়ী ভাবে রাশ টানতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেরিপাবলিকান পার্টি এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আশা করা যায়, নয়া নির্দেশের ফলে আগামী দিনে নির্বাচনে জালিয়াতি বন্ধ হবে।'

ক্রিকেটার সামির বোনের নাম ১০০ দিনের কাজে

লখনউ, ২৬ মার্চ : ক্রিকেটার মহম্মদ সামির বোন ও তাঁর স্বামীর নাম রয়েছে ১০০ দিনের কাজের তালিকায়। তাঁরা দু'জনেই শ্রমিক হিসেবে নথিভুক্ত। ধারাবাহিকভাবে মজুরির টাকা পেয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে যোগী সরকারের প্রশাসনে। আমরোহার জেলাশাসক নিধি গুপ্ত পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিশ্চয়তা উন্নয়নমূলক প্রকল্প তথা ১০০ দিনের কাজে সামির বোন শাবিনা ও তাঁর স্বামী ২০২১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ৭০ হাজার ও ৬৬ হাজার টাকা পেয়েছেন। ওই অর্থ এসেছে তাঁদের অ্যাকাউন্টে। উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার পালাউলা গ্রামপ্রধানের পুত্রবধূ সামির বোন। গ্রামে তাঁদের বড় বাড়ি আছে। শাবিনা স্বামীর সঙ্গে শহরের ফ্ল্যাটে থাকেন।

সামি ইদানিং নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা চলছেই। মাঝে তিনি চোট পেয়েছিলেন। তার মধ্যে নতুন ঝামেলা বোনকে কেন্দ্র করে। তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের জবাব কেরল মুখ্যসচিবের

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ মার্চ : 'কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক'। কিন্তু তাতে কী! তিনি নিজেকে দেখেন কৃষ্ণকলি হিসাবেই! তিনি কেরলের মুখ্যসচিব সারদা মুরলীধরন। সমাজমাধ্যমে তাঁর গায়ের রং নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন সপাটে। বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যকে পালটা বিদ্রুপ করে তিনি লেখেন, 'হ্যাঁ আমি কালো। আমার গাত্রবর্ণ নিয়ে আমি গর্বিত। কালো রংই আমার ভালো লাগে।'

গত বছর কেরলের মুখ্যসচিব স্বামী ভি বেণু অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্ত্রী সারদা। তাঁরা দুজনেই ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস হলেও বয়সে বেণুর চেয়ে সামান্য ছোট সারদা। মুখ্যসচিব হওয়ার আগে তিনি ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব।

সমাজমাধ্যমে সারদার যোগ্যতাকে কটাক্ষ করে কটু মন্তব্য করেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ, প্রশাসনিক দক্ষতার নিরিখে স্বামী বেণুর চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন সারদা। বেণুর কর্মকাণ্ড 'শ্বেতশুভ্র' ধরলে, সারদার কর্মকাণ্ড 'ঘোর কৃষ্ণবর্ণ'-এর সঙ্গে তুলনীয়। কথার মারপ্যাঁচে 'কালো মেয়ে' সারদার গায়ের রংকে হেয় করার ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট।

'কালো জগতের আলো'

এরপরই ওই ব্যক্তিকে পালটা জবাব দেন সারদা। তিনি লেখেন, 'মুখ্যসচিব হিসাবে আমার নেতৃত্বের তুলনা করা হয়েছে আমার স্বামীর নেতৃত্বের সঙ্গে, যিনি আমার পূর্বসূরিও বটে। বলা হয়েছে, আমার নেতৃত্ব কালোর মতো, আর তাঁর নেতৃত্ব ছিল শুভ্রসমুজ্জ্বল। হুমম! তাহলে তো আমার কালো রংকে আপন করে নিতেই হচ্ছে। আই লাভ ব্ল্যাক।'

সারদা জানান, প্রথমে পোস্টটি মুছে ফেললেও পরে শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে তা ফিরিয়ে আনেন আবার। বর্ণ সংক্রান্ত কুসংস্কার ও বর্ণবিদ্বেষের সমালোচনা করে তিনি লেখেন, 'কালো রংয়ের সঙ্গে এমন নেতিবাচক অর্থ কেন জুড়ে দেওয়া হবে? কালো মানেই কি মন্দ, অযোগ্য, হৃদয়হীন বা নিকৃষ্টতার প্রতীক?'

সারদা লিখেছেন, কালো চামড়ার জন্য ছোটবেলা থেকেই তিনি কটাক্ষের শিকার। এর জন্য হীনম্মন্যতাতেও ভুগেছেন বিস্তর। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরাই।

সিকন্দরে চিলড্রেনস ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নোট

সলমন খানের ছবি 'সিকন্দর' প্রত্যাশা মতোই আগ্রহ বাড়াচ্ছে। ছবির ট্রেলার বেশ পছন্দ করেছেন নেটমহল। এর মধ্যে একটি দৃশ্য দর্শকদের, নেটমহলকে বেশ বিরক্তিতে ফেলেছে। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, একটি দৃশ্যে ট্যাক্সিতে বসে আছেন সলমন, বন্ধুদের সঙ্গে। সেখানে তাঁর বন্ধু কিছু বললে সলমন তাঁর দিকে ৫০০ টকার দুটো বান্ডিল এগিয়ে দেন। সেই নোটে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নয়, চিলড্রেনস ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র ছাপ মারা। এটি দেখে নেটমহল বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। প্রায় সকলের মত, এত বড় বাজেটের ছবি অথচ এইসব ভুল কী করে হয়। কেন বিস্তারিতভাবে সব দেখা হয় না শট নেওয়ার আগে। এতে সলমনেরই তো ক্ষতি হচ্ছে। 'সিকন্দর' আসছে ইদে।

দিল্লির অনুষ্ঠানে 'হেনস্তা' নিয়ে মুখ খুললেন সোনু

দিল্লি টেকনলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির হলে লাইভ শো করার সময় সোনু নিগমের দিকে জলের বোতল, জুতো ছোড়া হয় বলে বেশ কিছু মিডিয়ায় লেখা হয়েছে। তারই প্রতিবাদ করে শিল্পী ইন্সটায় একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, 'কিছু সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে শো চলাকালীন বোতল ও পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এমন কিছুই হয়নি। কেউ একজন একটি ভেপ (ই-সিগারেট) নিক্ষেপ করেছিল, তা আমার টিমের সদস্য শুভঙ্করের বুকে লাগে। আমি যখনই তা জেনেছিলাম, তখনই শো থামিয়ে বলেছিলাম, এরকম আবার হলে শো বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

শো চলার সময় কেউ সোনুর দিকে গোলাপি ব্যান্ড ছুড়েছিল। তিনি সেটি মাথায় পরে নেন। সোনু একে পুকি ব্যান্ড বলে আখ্যা দেন। এই গোলমালের ঘটনায় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বলেন, এটা লজ্জাজনক। কিছু অশান্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য কিংবদন্তী শিল্পীকে গান থামিয়ে দর্শকদের ভালো ব্যবহার করার অনুরোধ করতে হল। কেউ বলেছে, তিনি সেই সময় নম্র ও শান্ত ছিলেন। কিছু সময় পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি আবার গান শুরু করেন।

জীবনের জলছবি ছিটমহল

উত্তরবঙ্গের সীমান্ত শহর মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি সংলগ্ন গ্রাম, নদীর চর ও তিস্তা নদী ঘিরে এই শুটিংয়ের লোকেশন । কারণ চিত্রনাট্যে উল্লেখিত গল্প, চরিত্র, পরিবেশ সবকিছুই এই স্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূলত স্বাধীনতা লাভের আগে ছিটমহলের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবন যন্ত্রণা এই গল্পের মুখ্য বিষয়। গল্পের সূত্র ধরে কিছু কিছু দৃশ্যের শুট কলকাতায় করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রথম পর্বের শুটিং শেষ হয়েছে।

পরিচালক সৌরভ সাহা জানিয়েছেন, 'এই ছবিতে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, যন্ত্রণা, উৎসব ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হবে ছবিতে। ক্যামেরার সামনে-পিছনে প্রায় ৩৫০ জন কর্মী কাজ করেছেন। বেশিরভাগ কর্মীই উত্তরবঙ্গের। মূলত কর্মশালার মাধ্যমে এইসব নতুন প্রতিভাদের খুঁজে আনা হয়েছে। কারণ, উত্তরবঙ্গের সিনে-কর্মীদের বড় প্ল্যাটফর্মের বড়ই অভাব।

পরিচালক সৌরভ সাহার প্রথম ফিচার ফিল্ম বিহান বিশ্বের ১১টি দেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়েছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে। একযোগে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহেও ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে ছবির গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে পরিচালকের দৃঢ় বিশ্বাস।

ছবির মুখ্য চরিত্রে সুজিত বর্মন ও মৌ বর্মন। রয়েছেন বিশ্বজিৎ রায়, শংকর দে, সিনিয়র বিশ্বজিৎ রায়, বিজয় চন্দ্র বর্মন, অনির্বাণ রায়, প্রশান্ত সূত্রধর, কৌশিক সেন, পিনাকী সরকার, গীতা রায়, সুধীর রায়, অতুল চন্দ্র রায়, মৌসুমী সিনহা, রানা সরকার, দিলীপ ঘোষ, সলিল কর, বিশ্বজিৎ চাকলাদার, আসমিনা বেগম, সুমনা, গোলাপ রাশেদ, মহ. আলম, সুকুমার বর্মন, তুহিন সহ আরও অনেকে।

ছবি প্রযোজনায় কলকাতার কুলিনা এন্টারটেইনমেন্ট। ডিওপি মৃন্ময় মণ্ডল, চিত্রনাট্য অয়ন অধিকারী, আর্ট ডিরেক্টর তড়িৎ রায়।

ছবিটি দর্শকদের প্রশংসা পাবে বলে আশাবাদী পরিচালক ও প্রযোজনা সংস্থা।

শিবুর কান মলে দিলেন রাখি

৯ মে মুক্তি পাচ্ছে 'আমার বস'। প্রধান ভূমিকায় রাখি গুলজার। অনেক দিন পর বাংলা ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে। এছাড়া আছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, শ্রুতি দাস প্রমুখ। ছবির প্রচার চলছে জোর কদমে। আর তারই পদক্ষেপ হিসেবে ছবির প্রযোজক উইন্ডোজ-এর সোশ্যাল মিডিয়ায়, ছবির পোস্টারে। তাতেই দেখা যাচ্ছে রাখি শিবপ্রসাদের কান মলে দিচ্ছেন, এর সঙ্গে ক্যাপশন, 'মায়ের কাছে সবাই জব্দ। দেখুন, মা-ছেলের একদম আলাদা গল্প, ৯ মে থেকে বড়পর্দায়।'

বোঝাই যাচ্ছে, ছবিটি মা ও ছেলের সম্পর্কের রসায়নের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এরকম একটি চেনা এবং মজার দৃশ্য দেখে নেটমহল আপ্লুত। কমেন্টও আসছে বন্যার মতো। ছবির অন্যতম অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক লিখেছেন, 'আমার বসকে এতটা খারাপ পরিস্থিতিতে দেখে খুবই খারাপ লাগছে। ছবির অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নানা মন্তব্য করেছেন। সাধারণ ইউজাররাও মজার মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন কমেন্ট বক্স। গত ২৫ মার্চ, শিবপ্রসাদ রাখি গুলজারের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, 'ছোটবেলায় মায়ের থেকে কান মলা খেয়েছি বহুবার। আবার অনেক বছর পর আইএফএফআই-এর মঞ্চে সবার সামনে রাখিদির কাছে কান মলা খেলোম। কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব ৯ মে। গোয়ার ৫৫তম আন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমার বস প্রদর্শিত হয়।'

লাল গাউনে লাস্যময়ী কাজল।

সিতারে জমিন পর, টিজার প্রকাশ্যে

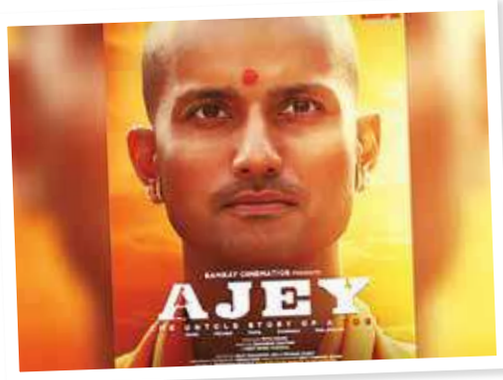

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বায়োপিক অজেয়--দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ আদিত্যনাথ-এর ফার্স্ট লুক বেরোল। পোস্টারে তাঁর জীবনের নানা বাঁকবদল, তাঁর সন্ন্যাসী থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার প্রতিটি স্তর উঠে এসেছে। শান্তনু গুপ্তার লেখা উপন্যাস দ্য মঙ্ক হু বিকেম চিফ মিনিস্টার অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত। অনন্ত যোশী আদিত্যনাথের চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্য চরিত্রে থাকবেন পরেশ রাওয়াল, দীনেশ লাল যাদব, অজয় মেঙ্গি প্রমুখ। পরিচালক রবীন্দ্র গৌতম। ২০২৫-এই এই ছবি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাবে।

একনজরে সেরা

মুক্তির দিন

রাজকুমার রাও ও ওয়ামিকা গাব্বির ছবি ভুল চুক মাফ আসবে ১০ এপ্রিল। এই রোমান্টিক কমেডির পরিচালক করণ শর্মা। এই জুটির এটিই প্রথম ছবি। বেনারসের পটভূমিতে নির্মিত ছবিতে বিয়ের জন্য উদগ্রীব রাজকুমার কীভাবে নানা পথ পরিবর্তনের পর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন, তাই দেখা যাবে।

হৃষীকেশে আহত

হৃষিকেশে হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় ছবির শুটিং করছিলেন বরুণ ধাওয়ান। ছবিতে তাঁর নায়িকা পূজা হেগড়ে। একটি দৃশ্যে শুটিংয়ের সময় তিনি আহত হয়েছেন। নিজের ইন্সটায় বরফ জলে ডুবিয়ে রাখা হাতের ছবি শেয়ার করে তিনি ক্যাপশন করেছেন, কতদিনে হাত ঠিক হবে তোমার? আহত হওয়ার কারণ অবশ্য তিনি বলেননি।

রাহার পছন্দ

আলিয়া ভাট এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি ও রণবীর এখন থেকে তাঁদের ২ বছরের কন্যাসন্তান রাহাকে বলিউডের গানের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছেন। তার প্রথম পছন্দ, ব্রহ্মাস্ত্র –পার্ট ওয়ানের কেশরিয়া। দ্বিতীয়, স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-এর রাধা তেরি চুনরি ও তৃতীয় ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি-র বদতমিজ দিল।

গুগল পে হ্যায়

বরুণ ধাওয়ানের ভাইঝি অঞ্জিনী ধাওয়ানের গাড়ির সামনে একজন এসে টাকা চাওয়ায় তিনি বলেন, তাঁর কাছে নগদ নেই। ওই ব্যক্তির কাছে গুগল পে আছে কি? তার কাছে গুগল পে ছিল, অঞ্জিনীও টাকা দেন। সেখানে পাপারাৎসিরা ছিলেন। তাঁদের ভিডিও নেটে ভাইরাল। নেটমহল বলছে, সত্যিই ডিজিটাল ইন্ডিয়া! ।

পথ দুর্ঘটনার শিকার ঐশ্বর্য

পথ দুর্ঘটনার শিকার ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। বুধবার অভিনেত্রীর গাড়িতে পিছন থেকে এসে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাস। প্রকাশ্যে আসা ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার জেরে মুম্বইয়ের রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঐশ্বর্যর নিরাপত্তারক্ষীরা ময়দানে নেমেছেন। ক্ষয়ক্ষতির কথা সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি।

যে ডাক্তারবাবু নাটকেই ভালো থাকেন

ছোটবেলায় অনেকেই মা-কাকিমার শাড়ি টাঙিয়ে শখের নাটক করেন। কিন্তু ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্যর জীবনে নাটক 'শখ'-এর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ভালোবাসা হয়ে মহীরুহের মতো ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর বেঁচে থাকার রসদ জোগায় ওই নাটক। এই 'বেঁচে থাকা', দেখতে দেখতে ৫০ বছর পেরিয়ে গেল। তারই উদযাপন অ্যাকাডেমিতে। পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' নাটকে অমিতাভ অভিনয় করবেন, উদ্যোগ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বেলঘরিয়া থিয়েটার অ্যাকাডেমি। পেশা বাঁচিয়ে নাটক করার লোক তিনি একা। নিজেই বললেন, 'ডাক্তারি পড়ার সময় ১৫০ জন ছেলেমেয়ে নাটক করা শুরু করে। তাদের মধ্যে শুধু আমিই দুটো বিষয়ে যুক্ত আছি, আর কেউ নেই।'

ডাক্তারি করার সঙ্গে অভিনয় করবেন বলে বেছে নিয়েছেন ইএনটি বিভাগ, সরকারি চাকরির চেষ্টাও একবারের বেশি করেননি। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক, শ্রুতিনাটক লেখেন। এভাবেই সিনেমায় অভিনয় শুরু। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সুখেন দাস পরিচালিত 'পাপপুণ্য'। তারপর অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন। পুনশ্চ, চ্যাপলিন-এর মতো ছবিতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর কথায়, 'হয়তো আমার অভিনীত চরিত্রগুলো ছোট, কিন্তু ছবিগুলো হয় পুরস্কৃত নাহলে দারুণ হিট, যেমন তুলকালাম, ১০০% লাভ, ফাইটার, সাম্প্রতিক সন্তান। আগামী ছবি শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতি। তবে, শুধু ডাক্তারের চরিত্রই পাই আমি। নাটকের মতো সিনেমাতেও যদি বিভিন্ন ধরনের চরিত্র পেতাম! কী করা যাবে, অভিনেতাদের কোনও না কোনও আক্ষেপ থাকেই।'

করোনায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর দুটি ফুসফুসই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেসব পেরিয়ে তিন মাসের মধ্যেই পুনরায় মঞ্চে ফেরেন। জীবনে নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য মা-বাবার সমর্থন পেয়েছেন, স্ত্রী চিরকাল পাশে থেকেছেন। তিনি গুরু মানেন তিনজনকে, এক সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। দুই, চিকিৎসক ও তাঁর মাস্টারমশাই শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন, অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫০ বছর পূর্তিতে তিন গুরুকে সংবর্ধনা দেবেন অমিতাভ, অ্যাকাডেমিতে।

অভিনয়ের পাশাপাশি ডাক্তারিটাও মন দিয়ে করেন তিনি। প্রতি বছর চিকিৎসা সংক্রান্ত বই লেখেন। তবে যাই করুন, নাটক তাঁর প্রাণ। তিনি বলেন, 'ইতিহাসভিত্তিক একটা নাটক লিখব। নাটকেই আমি ভালো থাকি। যতদিন পারব, নাটক করে যাব।'

ছোট্ট তারা

চার বছরের সারফারাজ সরকার ইউরোকিডস স্কুলের ইউরো জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্র। পড়াশোনায় মেধাবী সারফারাজ ব্যাডমিন্টন, আবৃত্তি ও নাচেও সমান পারদর্শী।

থমকে কাজ

রাস্তা আটকে

কচ্ছপের গতিতে নিকাশিনালা নির্মাণ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : আলিপুরদুয়ার শহরের উন্নয়ন যেন কচ্ছপের গতিকেও হার মানাচ্ছে। প্রায় তিন মাস হতে চলল, অথচ মাত্র ১৪০ মিটার নিকাশিনালার কাজ এখনও শেষ হয়নি! ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জানুয়ারি মাস থেকেই রাস্তায় গর্ত খোঁড়া হয়েছে। রোজ যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। কারণ নিকাশিনালা নির্মাণের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এদিকে কথা ছিল বর্ষার আগেই এই কাজ শেষ হবে।

এই রাস্তার পাশেই রয়েছে বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ধুলোবালির দাপটে সেখানে শিক্ষক-পড়ুয়া সকলেই বিরক্ত। এক শিক্ষকের কথায়, 'পড়াশোনা তো পরের কথা, বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিয়েই এখন চিন্তায় আছি। ধুলোবালি ফুসফুসে গেলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।'

অভিভাবকদেরও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রাস্তা বন্ধ থাকায় স্কুলে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে ঘুরপথে, যা সময় ও পরিশ্রম-দুটোই বাড়িয়ে দিচ্ছে। অনামিকা দত্ত বলেন, 'প্রতিদিন আমাদের বাচ্চাদের অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।' সামান্য কয়েক মিটার নিকাশিনালার কাজও যদি এতদিনে শেষ না হয়, তাহলে বড় প্রকল্পগুলোর কী হবে? প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রাই।

নির্মাণকাজের ঠিকাদার ধনেন্দ্র সরকার অবশ্য এর জন্য এলাকাবাসীর ভূমি সংক্রান্ত আপত্তিকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'কিছু বাসিন্দা জায়গা ছাড়তে রাজি ছিলেন না, তাই কাজ থমকে ছিল।' কিন্তু মিস্ত্রিদের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁদের কথায়, 'সপ্তাহে দু-তিনদিন কাজ হয়, তারপর কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকে। আমাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়, আমরা তেমনই কাজ করি।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মাধবী দে সরকারের আশ্বাস, 'মাসখানেকের মধ্যেই রাস্তাটি যাতায়াতের জন্য খুলে দেব, তবে কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরও সময় লাগবে। স্থানীয়দের দাবিতে নালার দৈর্ঘ্য আরও কিছুটা বাড়ানো হবে, যার জন্য নতুন করে টেন্ডার হবে।' কিন্তু কত মিটার সেই নালা বাড়বে, সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট কিছু জানাননি।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'কাজগুলো ভালোভাবে করতে সময় লাগছে, তবে যত দ্রুত সম্ভব এটি শেষ করার চেষ্টা চলছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'ভালো কাজের জন্য সময় লাগবে, এটা ঠিক। কিন্তু তিন মাসেও ১৪০ মিটার নালা তৈরি না হওয়া মানে শুধু গাফিলতি নয়, এটি প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রমাণ।'

ফালাকাটা পুরসভা

বিল্ডিং প্ল্যান পাশে ঢিলেমি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : ফালাকাটা পুরসভা থেকে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করাতে কালঘাম ছুটছে নাগরিকদের। সমস্ত কাগজপত্র ঠিকঠাক জমা করার পরেও প্ল্যান পাশ নিয়ে পুরসভা ঢিলেমি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়! প্ল্যান পাশ করাতে গেলে ন্যূনতম ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার উপরে খরচ পড়ছে বলে খোদ লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্ভেয়াররা জানিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে টাকা দিলেও সঠিক সময়ে কাজ হচ্ছে না। যা নিয়ে পুরসভার উপর বেজায় ক্ষুব্ধ ফালাকাটার নতুন বাড়ি তৈরি করতে চাওয়া বাসিন্দারা।

যদিও ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি এমনটা মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'আমাদের পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা কম। তা সত্ত্বেও আমরা বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার চেষ্টা করি। আর খরচের বিষয়টি রাজ্য থেকেই ঠিক করে দেওয়া।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফালাকাটা পুরসভার এক লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার (এলবিএস)-এর অভিযোগ, 'এক হাজার স্কোয়ার ফিটের একটি দুই তলা বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করাতে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা পুরসভায় দিতে হয়। এছাড়াও জল ও মাটি পরীক্ষা এবং বিল্ডিং প্ল্যান বানাতেও টাকা দিতে হয় বাড়ির মালিককে।'

ফালাকাটা পুরসভায় মোট ১৯ জন লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার রয়েছেন। পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডে যেসব বিল্ডিং হবে, তার প্ল্যান তাঁরাই তৈরি করবেন। এই প্ল্যান পাশের জন্য পুরসভায় তা জমা পড়বে। প্রক্রিয়াটি হয় অনলাইনে। প্ল্যান পাশ করার আগে ফিল্ড ভিজিট করবেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার। সব ঠিকঠাক থাকলে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের নথি যাবে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে। সেখানে অনুমোদন মিললে পুরসভা থেকে প্ল্যান পাশ করে মালিকদের দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে। কোনওটা ২ মাস তো কোনওটা ৪ থেকে ৬ মাসও লেগে যাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরসভার এক এলবিএস জানালেন, একটি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ পায় পুরসভা। নিয়মমতো ১৫ দিনে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ বা অবজেকশন থাকলে জানাতে হয়। কিন্তু এমনটা হচ্ছে না। সঠিক সময়ে বোর্ড মিটিং না হওয়ায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হচ্ছে না। এতে পুরসভাও মোটা অঙ্কের রাজস্ব পাচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা সাগর মজুমদারের অভিযোগ, 'আমার এক আত্মীয় ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান বানিয়ে পুরসভায় জমা করেছেন। তারপর দেড় মাস কেটে গিয়েছে। প্ল্যান পাশের জন্য চক্কর কেটে জুতো ক্ষয় করছে।'

সমস্যা কোথায়

- পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডে যেসব বিল্ডিং হবে, তার প্ল্যান তৈরি করবেন ১৯ জন এলবিএস
- প্ল্যান পাশের আগে ফিল্ড ভিজিট করার কথা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের সব ঠিক থাকলে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ফাইল যাবে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে
- সেখানে অনুমোদিত হলে পুরসভা থেকে ওই প্ল্যান পাশ করে মালিকদের দেওয়া হয়
- সঠিক সময়ে বিওসি না হওয়ায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হচ্ছে না
- এক-একটি প্ল্যান পাশ হতে কারও ২ মাস, কারও বা ৪-৬ মাসও লেগে যায়

আমাদের পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা কম। তা সত্ত্বেও আমরা বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার চেষ্টা করি। আর খরচের বিষয়টি রাজ্য থেকেই ঠিক করে দেওয়া।

প্রদীপ মুহুরি *চেয়ারম্যান, ফালাকাটা পুরসভা*

ওই দ্যাখো রেলগাড়ি।। নিউ আলিপুরদুয়ার চত্বরে বুধবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)		
এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	৩
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	১
■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

মহিলা কলেজে পড়বে ছেলেরাও

এনবিইউ'র ছাড়পত্র শুধু বিবিএ কোর্সে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে মেয়েদের পাশাপাশি এবার পড়তে পারবে ছেলেরাও। তবে, এই সুযোগ থাকছে শুধুমাত্র বিবিএ (ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রেই। বিবিএ-তে ছাত্রীর পাশাপাশি ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে বিবিএ কোর্সে পড়ুয়াদের আগ্রহ দেখা দিয়েছে। তবে, এই কোর্স বাইরের জেলায় পড়তে হলে খরচ অনেকটাই বেশি পড়ে। তাছাড়া বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই নিজের জেলায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। মহিলা কলেজে এই ধরনের কোর্স থাকায় যে কোনও ব্লক থেকে নিয়মিত যাতায়াত করার সুবিধা রয়েছে। এবার ছেলেরাও এই সুযোগ নিতে পারবে।

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায় বলেন, 'বিবিএ একটি সেলফ ফিন্যান্সড কোর্স। বহুবার আমাদের কলেজে চলা এই কোর্সে ছেলেরাও আবেদন করতে চেয়েছে, কিন্তু সেটার অনুমতি এতদিন ছিল না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছাত্রভর্তির বিষয়ে আবেদন করেছিলাম। সম্প্রতি সেখান থেকে ছাত্রদেরও ভর্তি হওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। চলতি বছর থেকে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও মহিলা কলেজে বিবিএ কোর্সে ভর্তি হতে পারবে।'

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে ২০১৮ থেকে বিবিএ পড়ানো চালু হয়। বর্তমানে বিবিএ'র তিনটে কোর্স রয়েছে। বিবিএ (পর্যটন), বিবিএ (এভিয়েশন) ও বিবিএ (হসপিটালিটি)। তিনটে কোর্সই চার বছরের। আগে অবশ্য তিন বছরের কোর্স ছিল। চার বছর মিলিয়ে কোর্স ফি ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৫০ টাকা। মোট ৫০টি আসন থাকলেও গত বছর মাত্র ২০ জন ভর্তি হয়েছিলেন। এবার ছাত্রভর্তির সুযোগ থাকায় সেই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে মনে করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বিবিএ পর্যটনের মধ্যে রয়েছে ট্যুর সুপারভাইজার, এসকর্ট/ গাইড, ট্রাভেল এজেন্সি, সেলস ম্যানেজার, হোমস্টে অর্গানাইজার, ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ, রেন্টাল এজেন্সি সহ একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুবিধে। বিবিএ এভিয়েশনের ক্ষেত্রে থাকছে কেবিন ক্রু, কাস্টমার সার্ভিস, কারগো অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন, প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং, ফ্লাইট কেটারিংয়ের মতো বিষয়। এছাড়া বিবিএ হসপিটালিটিতে থাকছে ফ্রন্ট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট, হাউস কিপিং ম্যানেজমেন্ট, ফুড প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোর্স কোঅর্ডিনেটর অঙ্কিতা মজুমদার বলেন, 'ভারতের নামীদামি সংস্থা তো বটেই, তাছাড়া কাতার, বাংলাদেশেও অনেকে চাকরির সুযোগ পেয়েছে। এবার ছাত্ররাও ভর্তির সুযোগ পাবে। এতে ছাত্রদের আর পছন্দের কোর্সটি পড়তে জেলার বাইরে যেতে হবে না।' তিনি জানান, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের সুবিধে রয়েছে। এছাড়াও দূরের ছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

বিবিএ কোর্সের ক্লাস চলছে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে। - ফাইল চিত্র

ধোঁয়া হবে রাস্তা, জল পাবে গাছ

শহরে ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : ফালাকাটা 'শহর' তকমা পাওয়ার তিন বছর কাটতে না কাটতেই নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নে একের পর এক উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে পুরসভা। এবার বিশেষ 'ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান' পেল ফালাকাটা। রাস্তার ধুলো মোকাবিলা থেকে শুরু করে গাছপালায় জল ছেটানো, সব কাজ করবে এই ভ্যান। বুধবার হাসপাতাল রোডে পরীক্ষামূলকভাবে জল দেওয়া হয় সেই গাড়ির সাহায্যে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান ছাড়াও উন্নত যন্ত্রপাতি এসেছে। সেগুলো নাগরিক পরিষেবায় কাজে লাগানো হবে।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের অংশ হিসেবেই ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান, ট্র্যাক্টর, আর্থমুভার ছাড়াও অনেক যন্ত্রপাতি এসেছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় রাজ্য সরকার সরাসরি এগুলো আমাদের পাঠাচ্ছে।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায়ের কথায়, 'আমরা পুরসভায় বোর্ড গঠনের সময় যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এখন তা ধীরে ধীরে পূরণ করা হচ্ছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে নানা যন্ত্রপাতিও এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যে আরও নতুন জিনিস আসবে।'

ফালাকাটা শহর সংলগ্ন খলিসামারিতে জোরকদমে চলছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ। এই কাজ শেষ করে ৬ মাসের মধ্যেই বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই চারটি ট্র্যাক্টর, একটি হাইড্রা ক্রেন, একটি আর্থমুভার এবং একটি ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান। নানা অনুষ্ঠানে জল পৌঁছে দিতেও বেশ কিছু ট্যাংক কেনা হয়েছে। পাশাপাশি আরও চারটি বিশেষ সুবিধাযুক্ত ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান আসার কথা ফালাকাটা পুরসভায়।

শুধু ধুলো মেটাতে নয়, আবর্জনায় ছোটখাটো আগুনও নিভিয়ে দিতে পারবে এই ভ্যান। তাছাড়া এই ভ্যানটিতে রয়েছে 'অল ইন ওয়ান' ব্যবস্থা। ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরে এর বিশেষ 'স্প্রে গান'। প্রায় ৫০ ফুটের একটি পাইপ রয়েছে এই গাড়িতে। রাস্তার ডিভাইডার বা ফুটপাথে থাকা উঁচু গাছেও খুব সহজে জল দেওয়া সম্ভব হবে।

রাহুল দত্ত পুরসভার এই উদ্যোগে দারুণ খুশি। বললেন, 'কলকাতার মতো বড় শহরগুলিতে এতদিন এমন ওয়াটার স্প্রিংকলার ভ্যান দেখে এসেছি। এবার সেটা আমাদের শহরে হবে।' পরিবেশকর্মী শুভজিৎ সাহার কথায়, 'পুরসভার এই পদক্ষেপে গাছগুলোও জল পাবে।'

ব্যাগ ফেরালেন টোটোচালক

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : স্কুটার থেকে পড়ে গিয়েছিল ব্যাগ। ওই ব্যাগ রাস্তায় কুড়িয়ে পান পেশায় টোটোচালক বাসুদেব গোপ। যদিও ততক্ষণে স্কুটারচালকের হদিস তিনি পাননি। শেষে ওই ব্যাগ ফালাকাটার ট্রাফিক পুলিশের হাতে তুলে দেন। বুধবার টোটোচালক বাসুদেব গোপের কথায়, 'যাত্রী নিয়ে এনবিএসটিসি স্টেশন পার করে মিল রোডের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি স্কুটার থেকে ব্যাগ রাস্তায় পড়ল। আমি চিৎকার করে ডাকতে থাকলেও তিনি শুনতে পাননি। পরে ব্যাগটি ট্রাফিক পুলিশের হাতে তুলে দিই।'

ফালাকাটার ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, 'ওই টোটোচালক এর আগেও অনেক যাত্রীর ব্যাগ, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আমাদের মাধ্যমে যাত্রীর হাতে তুলে দেন। এদিনও একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। তবে ব্যাগের ভেতরে কী রয়েছে তা আমরা দেখিনি।'

বীরপাড়ায় বিহার দিবস

বীরপাড়ায় বিহার নিয়ে বিশেষ আলোচনা। বুধবার।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৬ মার্চ : 'গর্বের সঙ্গে বলো, আমরা বিহারি'... বুধবার বীরপাড়ায় বিহার দিবসের অনুষ্ঠানে বিহারি নব প্রজন্মকে এই বার্তাই দিল বীরপাড়া বিহারি সমাজ। এদিন মহাবীরস্থানে ওই অনুষ্ঠানে বীরপাড়া ছাড়াও জয়গাঁ সহ বিভিন্ন এলাকার বিহারি সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বিহার মানেই দারিদ্র্য আর অশিক্ষা নয়, নবপ্রজন্মকে বোঝান বক্তারা। বীরপাড়া বিহারি সমাজের প্রতিনিধি সুরেশ শা বলেন, 'বিহার আসলে কী, তা সকলকে জানাতেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর সংখ্যক বিহারির বসবাস। সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ কোটি বিহারি বসবাস করেন। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে প্রচুর বিহারি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। একসময় রুজির সংস্থানে এসে ওঁদের সিংহভাগ এখন পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। অনেকেই জনপ্রতিনিধি এবং জাঁদরেল নেতাও। আধিকারিক সহ সরকারি কর্মীর নানা পদেও রয়েছেন বিহারিরা। সুরেশ জানান, মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে কমবেশি ৩০ হাজার বিহারি ভোটার রয়েছেন। সুরেশ বলেন, 'বিহার মানেই পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসেবে দেখা হয়। আসলে ছবিটা ভিন্ন। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বিহারেই অবস্থিত। ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতিও ছিলেন বিহারের। জিডিপিতে বিহারের বিরাট অবদান রয়েছে। এসবই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়েছে।'

বীরপাড়ার বাসিন্দা তথা মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আমোদকুমার সিংয়ের কথায়, 'সকল বিহারিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ছাতার তলায় থাকতে হবে। এভাবেই আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।' জয়গাঁ বিহারি সমাজের প্রতিনিধি অজয় ঝা'র বক্তব্য, 'জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে সব বিহারিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিহারিদের ঐক্যবদ্ধ করতেই এধরনের অনুষ্ঠান করা হয়।'

গ্রেপ্তার তরুণ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৬ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ নথি খোয়া যাওয়ার ঘটনায় বুধবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযুক্ত ওই তরুণের নাম আকাশ মাহাতো। গত ২৩ মার্চ কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের তরফে বিএমওএইচ সৌম্য গায়েন একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। পরে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছে।

আর্জি

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : বুধবার আলিপুরদুয়ার নিউটাউন দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন সিডিপিও অফিসে একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয় পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি। সংগঠনের প্রতিনিধিদের তরফে ডিম ও সবজির বকেয়া বিল দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সহ সভানেত্রী অণিমা বড়ুয়ার অভিযোগ, 'আমাদের স্মার্টফোন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও তা দেওয়া হয়নি। এখনও পর্যন্ত ফোন পাইনি। ডিসেম্বর থেকে ডিম ও সবজির বিল দেওয়া হচ্ছে না।'

আহত দুই

বীরপাড়া, ২৬ মার্চ : বীরপাড়ায় আপার লাইন এবং লক্কাপাড়া রোডের সংযোগস্থলে বুধবার সন্ধ্যায় একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি মোটরবাইকের সঙ্গে স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ইরশাদ আনসারি এবং রাজু শর্মা নামে দুজন আহত হয়েছেন।

অনেক উঁচু ফুটপাথ, সিঁড়ির দাবি

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে যাতে গাড়ির ধাক্কা খেতে না হয়, সেজন্য আলিপুরদুয়ার শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে ফুটপাথ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই ফুটপাথই এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকের। কারণ রাস্তা থেকে ফুটপাথের উচ্চতা এতটাই বেশি যে ওঠানামা করতে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। উঁচু ফুটপাথে উঠতে গিয়ে বা নামতে গিয়ে সব থেকে বিপাকে পড়ছেন প্রবীণ নাগরিকরা। এই পরিস্থিতিতে ফুটপাথে ওঠার ঝক্কি এড়াতে অনেকেই ঝুঁকি নিয়েও রাস্তা দিয়ে চলাচল করছেন। কিন্তু এতে আবার দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। সমস্যা সমাধানে ফুটপাথে ওঠা-নামার জন্য সিঁড়ি করে দেওয়ার দাবি তুলছেন পথচারীরা।

আলিপুরদুয়ার শহরের অন্যতম মূল রাস্তা বিএফ রোডের পাশে যে ফুটপাথ রয়েছে, তা নিয়ে সবথেকে বেশি অভিযোগ রয়েছে। এখানকার ফুটপাথ রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু হওয়ায় ওঠানামা করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন সকলেই। বিশেষত প্রবীণ নাগরিকদের বেশি সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। শহরে ঘুরে দেখা গেল, রাস্তার ধারে পেভার্স ব্লকের তৈরি ফুটপাথ রয়েছে। কিন্তু সেই ফুটপাথ গলিপথের মোড়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে নামতে গিয়ে বা ফুটপাথে উঠতে গেলেই সমস্যা হচ্ছে। কারণ এখানে ফুটপাথ অনেকটা উঁচু অংশে রয়েছে। যে কারণে বয়স্ক মানুষরা ফুটপাথে উঠতে বা নামতে সমস্যায় পড়ছেন। খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করে আলিপুরদুয়ার শহরের প্রবীণ নাগরিক সন্তোষকুমার দত্ত বলেন, 'আমাদের মতো বয়স্কদের হাঁটাচলায় এমনিতেই সমস্যা রয়েছে। তাই ফুটপাথে ওঠার জায়গায় সিঁড়ি তৈরি করে দিলে সুবিধা হবে।'

এই ফুটপাথে সিঁড়ি চাইছেন প্রবীণরা।

বিপাকে প্রবীণরা

- রাস্তা থেকে ফুটপাথ অনেকটা উঁচু অংশে রয়েছে, ফলে ওঠানামায় সমস্যা হচ্ছে
- গলিপথের মোড়ে যেখানে ফুটপাথ শেষ হয়েছে, সেখান থেকে নামতে বা ফুটপাথে উঠতে বেশি সমস্যা হচ্ছে
- সব থেকে বেশি বিপাকে পড়ছেন বয়স্ক মানুষ

মূল রাস্তা থেকে প্রায় এক হাত উপরে রয়েছে ফুটপাথ। ফুটপাথের সামনের দিকে রয়েছে ছোট নালা। দেখা গেল, সুপ্রিয় সরকার নামে এক পথচারী ফুটপাথে উঠতে গিয়ে বেশ কসরত করছেন। তাঁর কথায়, 'ভারী শরীরের জন্য ডাক্তারের কথামতো বেশি হাঁটতে হচ্ছে। কিন্তু ফুটপাথ এত উঁচু! সিঁড়ি করা নেই বলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ফুটপাথের বদলে অনেক সময় মূল রাস্তা ধরেই হাঁটতে হচ্ছে। যদি ব্যবহারই না করা যায়, তাহলে ফুটপাথ করার অর্থ কী?'

তবে ফুটপাথে সিঁড়ি করা নিয়ে ভিন্নমত আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারীর। তাঁর বক্তব্য, 'ফুটপাথের পাশে যদি সিঁড়ি দেওয়া হয়, তাহলে যানজট, দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তবে অন্য কী ব্যবস্থা করা যায়, তা ভেবে দেখা হচ্ছে। চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি জানাব।'

প্রতিবিম্ব।। বুধবার জলঢাকা নদীতে তপসিতলা ঘাটে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

বাগানে জমি-অস্ত্রে শান পদ্মের

পতিত জমির ৩০ শতাংশ ব্যবহার নীতির বিরুদ্ধে গেট মিটিং

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ মার্চ : গত লোকসভা ও মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে চা বাগানে তৃণমূলের ভিত শক্ত হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। এজন্য ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে জমি-অস্ত্রে শান দিচ্ছে বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)। রাজ্য সরকারের চা পর্যটন সহ সহায়ক বাণিজ্যিক কাজে বাগানের পতিত জমির ৩০ শতাংশ ব্যবহার নীতির বিরুদ্ধে আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের সব চা বাগানে গেট মিটিং করা হবে। পাশাপাশি, সম্ভবত ৯ এপ্রিল টি ডিরেক্টরেটের যে কোনও একটি অফিস ঘেরাও করা হতে পারে।

বুধবার নাগরাকাটায় বিটিডব্লিউইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের জমানায় বাগানগুলির শতাব্দীপ্রাচীন নিয়ম ও পরিচালন কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মিষ্টির দোকানের মালিককে ধরে এনে চা বাগানের মালিক করা

নাগরাকাটার অগ্রসেন ভবনে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভা। বুধবার।

হচ্ছে। পতিত জমির ৩০ শতাংশ চা পর্যটনের জন্য তুলে দেওয়া হলে চা শিল্প ঘোর সংকটে পড়বে। এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।' তিনি আরও জানান, টি ডিরেক্টরেটের পর শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ে নবান্ন ও দিল্লির যন্তর মন্তরে অভিযান করা হবে। জমির পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়েও এদিন সংগঠনটি জোরদার সওয়াল করে। আন্দোলনে একেও শামিল করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি নিয়েও ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়। সংগঠনের সহ সভাপতি অমরনাথ ঝা'র কথায়, 'বকেয়া পিএফ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এমন বহু বাগান রয়েছে যেখানে এক থেকে দেড় কোটি টাকা পিএফ বকেয়া পড়ে আছে।' সংগঠনের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি মনোজ ভুজেল বলেন, 'আগে চা শিল্পের দস্তুর ও নিয়ম অনুযায়ী বাগানগুলি তাঁদের শ্রমিকদের কলম ছুরি, ঝুলি, রুমাল, কম্বল, ছাতা, জুতো, চপ্পল, চা পাতার প্যাকেট দিত। ২০১১ সালের পর থেকে এসব কার্যত বন্ধ। রাজ্যও উদাসীন। চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল নয়, তাঁরা যেখানে বাস করছেন সেই পুরো জমির পাট্টা দেওয়ারও দাবি তোলা হয়।

এদিনের সভায় কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাভুক্ত অ্যান্ড্রু ইউলের ডুয়ার্সের চার বাগানের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজনে সংগঠন কেন্দ্রকেও ছেড়ে কথা বলবে না বলে নেতারা এদিন দাবি করেন। তাই, যন্তর মন্তরে ধর্না কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বাগানগুলি থেকে সংগঠনের দুজন করে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা, সন্তোষ হাতি, মহেশ বাগে, বিধায়ক পুনা ভেংরা প্রমুখ।

হুঁশিয়ারি

- চা বাগানের পতিত জমির ৩০ শতাংশে চা পর্যটনের বিরোধিতা
- এমনটা করা হলে চা শিল্প ঘোরতর সংকটে পড়ার আশঙ্কা
- শ্রমিকদের দাবি আদায়ে নবান্ন, যন্তর মন্তর অভিযান করা হবে
- বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি নিয়েও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

পাহাড় নিয়ে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : পাহাড় সমস্যার সমাধান ইস্যুতে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। ২ এপ্রিল দিল্লির নর্থ ব্লকে আয়োজিত বৈঠকে কেন্দ্র, রাজ্য এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বলা হবে।

সামনের বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে কেন্দ্র পুনরায় আলোচনার দরজা খোলায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে। তবে, রাজ্য সরকার আদৌ এই বৈঠকে অংশ নেবে কি না, পাহাড় থেকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ডাকা হবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চিঠি পৌঁছায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অফিসে। চিঠিতে জানানো হয়েছে, ২ এপ্রিল নর্থ ব্লকে ১১৯ নম্বর ঘরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের সভাপতিত্বে বেলা ১১টায় বৈঠক হবে।

জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (মোর্চা) তরফে এই বৈঠককে স্বাগত জানানো হয়েছে। পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) অবশ্য বৈঠকটিকে গুরুত্বহীন তকমা দিয়েছে। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলছেন, 'আগের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নিজেই ছিলেন। সেই বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। এবারের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকবেন বলা হয়েছে। যে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সময় দিতে পারেন না, সেই বৈঠকের গুরুত্ব কী রয়েছে সেটা পাহাড়ের মানুষ বুঝতে পারছেন। আমাদের মতে এই বৈঠক গুরুত্বহীন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব আবার বলেছেন, 'ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। না জেনে মন্তব্য করব না।'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে সর্বশেষ ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর দিল্লিতে বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে অমিত শা, রাজ্যের রেসিডেন্টস কমিশনার এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন।

বৈঠকটিতে কোনও সমাধানসূত্র না মেলায় তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক হবে বলে কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়। কিন্তু মাঝে সাড়ে তিন বছর কেটে গিয়েছে।

এই অবস্থায় পাহাড় সমস্যার সমাধান অধরা থাকায় কেন্দ্রের ওপরে চাপ বাড়াচ্ছিল পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি। দীর্ঘদিন ধরেই বৈঠক ডাকার দাবি উঠছিল। গত পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা ভোটের আগেও এই দাবিতে সরব হয়েছিল পাহাড়। প্রতিটি ভোটের আগেই সাংসদ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে, হবে বলে দাবি করেছেন।

বৈঠকের দাবিতে তিনি বারবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু বৈঠক হয়নি। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও একই দাবিতে দু'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। মন ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ ৫ এপ্রিলের মধ্যে পাহাড় সমস্যার সমাধান না হলে বড় আন্দোলনের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। এদিন সাংসদ বলেছেন, 'কেন্দ্র পাহাড় সমস্যার সমাধানে সবসময়ই সচেষ্ট রয়েছে। আশা করছি, রাজ্য সরকারও এই সমস্যা মেটাতে চায় এবং এই বৈঠকে যোগ দেবে।'

সূত্রের খবর, বৈঠকে বিজেপি সাংসদ, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং, মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং, সিপিআরএমের জেবি রাই, গোর্খা রাজ্য নির্মাণ মোর্চার সভাপতি দাওয়া পাখরিন এবং সুমিতি মুক্তি মোর্চার সভাপতি বিকাশ রাই বৈঠকের ডাক পাচ্ছেন।

মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলছেন, 'আমরা কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। চিঠি পেলে নিশ্চয়ই বৈঠকে যাব।'

জল্পনা শুরু

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে সর্বশেষ ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর দিল্লিতে বৈঠক হয়েছিল

সাড়ে তিন বছর কেটেছে

কেন্দ্রের ওপরে চাপ বাড়াচ্ছিল পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি

দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও দু'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন

বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চিঠি পৌঁছায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অফিসে

বিয়ের 'ভূত'

শামুকতলা, ২৬ মার্চ : প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছিল শামুকতলার এক কিশোরী। বুধবার সকালে বাড়ি ছেড়ে সটান প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে ওঠে সে। দাবি জানায়, সেই ছেলেটিকেই বিয়ে করবে সে। এদিকে, সেই প্রেমিকও তো নাবালক। স্বভাবতই তার বাড়ির লোকজন এমন দাবি মেনে নেননি। এরপরেই তাঁরা শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়কে ফোন করে বিষয়টি জানান। পুলিশ মেয়েটির কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করছে। ওই কিশোরী নবম শ্রেণির ছাত্রী। পাশের গ্রামের ১৭ বছরের এক নাবালকের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শামুকতলা থানার ওসি জানিয়েছেন, মেয়েটির কাউন্সেলিং শুরু করা হয়েছে। যাতে মেয়েটির মাথা থেকে 'বিয়ের ভূত' নামে এবং সে আবার পড়াশোনায় ফিরে আসে সেব্যাপারে তাকে বোঝানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে মেয়েটিকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে একটি হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দাবিপত্র

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কাজ চলছে। কিন্তু ফালাকাটার সাইনবোর্ড এলাকায় জমির মূল্য দেওয়া হলেও ঘর ভাঙার ক্ষতিপূরণ অনেকে পাননি বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার এখানে নির্মাণকারী সংস্থার লোকজন ঘর ভাঙতে এলে স্থানীয়রা বাধা দেন। বুধবার স্থানীয়দের তরফে ফালাকাটার বিডিওকে লিখিতভাবে ক্ষতিপূরণ না মেলার বিষয়টি জানানো হয়। একইভাবে সাইনবোর্ড এলাকার আরও দশজন অভিযোগ ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছেন। প্রশাসন বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

'বোহেমিয়ান' কার্তিক

ওদলাবাড়ি ও চালসা, ২৬ মার্চ : মাথার ওপর তখন সূর্যের গনগনে তেজ। বেলা সাড়ে দশটার সময় ধু-ধু করা নদীচরে দাঁড়িয়ে থাকাই দুঃসাধ্য। কিন্তু সামনে যখন কার্তিক আরিয়ান আর শ্রীলীলা তখন রোদ-গরমকে থোড়াই কেয়ার।

লিস নদীবাঁধের ওপরে বাইক চালাচ্ছেন আরিয়ান। পিছন থেকে আলতো করে জড়িয়ে রয়েছেন শ্রীলীলা। বড় চুল, একমুখ দাড়িতে আরিয়ানের বোহেমিয়ান লুক দেখে দূরে দাঁড়ানো জনতা তখন উদ্বেল। বাইক চালাতে চালাতেই শ্রীলীলাকে কী যেন বললেন। নায়িকার উচ্ছল হাসি ছড়িয়ে গেল লিস নদীর রুপোলি জলের মতো।

বুধবার সকালে বাগ্রাকোটে লিস নদীচরে শুরু হল অনুরাগ বসুর আশিকি-৩ সিনেমার শুটিং। ছবির মুখ্য ভূমিকায় কার্তিক আরিয়ান এবং তেলুগু অভিনেত্রী শ্রীলীলা। চলতি বছর কালীপুজোয় এই ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা। ডুয়ার্সের পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়েও এই ছবির শুটিং হবে। দিনকয়েক আগেই পুরো শুটিং ইউনিট নিয়ে চালসায় ঘাঁটি গেড়েছেন পরিচালক অনুরাগ।

২০০৪-এ মার্ডার, ২০০৬-এ গ্যাংস্টার, ২০১০-এ কাইটস থেকে ২০১২-এ বরফি বা ২০২০-র লুডো। অনুরাগের সিনেমা মানেই সেনসেশন। তাই ডুয়ার্সে তাঁর শুটিং নিয়ে পারদ চড়তে শুরু করেছিল কয়েকদিন আগে থেকেই। বুধবার সকালে লিস নদীর ধারে ভ্যানিটি ভ্যান থেকে কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলীলাকে নামতে দেখে তা 'ক্রেজ' হয়ে গেল। জনতার উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম খেতে হল পুলিশকর্মীদেরও। তবে, মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারদের উচ্ছ্বাসও নেহাত কম ছিল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামা পর্যন্ত সেই উচ্ছ্বাসে

এক মিনিটের জন্যও ভাটা পড়ল না। বিকেলে মেটেলির অদূরে সামসিং চা বাগানের রাস্তায় শুটিং সেরে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল কার্তিককে। তাঁকে দেখতে ওদলাবাড়ি থেকে সামসিং পর্যন্ত ধাওয়া করে আসা ফ্যানদের অবশ্য কোনও ক্লান্তি ছিল না।

আশিকি-৩'এর জন্য নিজের লুক একেবারেই পালটে ফেলেছেন কার্তিক। গালভর্তি দাড়ি, এলোমেলো বড় চুল, ঢিলেঢালা পোশাক, পায়ে ব্র্যান্ডেড স্নিকার্স। শ্রীলীলার পরনে ডার্ক জিনস আর গাঢ় বেগুনি রংয়ের টপ। ভ্যান থেকে নামতেই জনতার মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি হলেন দুজনে। কার্তিকের নাম ধরে ডাকলেন অনেকে। নায়ক-নায়িকার দুজনের কেউই মেজাজ হারাননি। বরং ভক্তদের উন্মাদনাকে উপভোগই করলেন। নাগালের মধ্যে কার্তিককে পেয়ে পটাপট সেলফি তুলতে শুরু করলেন কয়েকজন। অবশ্য তারপরেই পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ার আর নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত সরিয়ে দিলেন সকলকে। চালসার বিলাসবহুল হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সেরে পুরো ইউনিট বিকেলে অনুরাগ পৌঁছে যান মেটেলি-সামসিং সড়কে। সবুজ গালিচার মতো চা বাগান দেখে কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাস শ্রীলীলার। নায়িকার উচ্ছলতা ছড়িয়ে গেল জনতার মধ্যেও।

মেটেলি চা বাগানের মধ্যে সরু পিচ রাস্তা লাল রংয়ের ছোট চার চাকার গাড়িতে সওয়ারি নায়ক-নায়িকা। সামসিংয়ের বাসিন্দা সন্ধ্যা প্রধান বাড়ি ফেরার সময় শুটিং দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। চালসা থেকে চলে এসেছিলেন রাখি রায় পাসি। একসময় চিৎকার করে কার্তিককে সেলফির অনুরোধ জানালেন। হাসিমুখে কার্তিক কাছে ডাকতেই নিরাপত্তার ফাঁক গলে তিনি সোজা অভিনেতার পাশে।

পাহারায়

প্রথম পাতার পর

মলয় জানালেন, দিনের বেলাতেও এলাকা মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। যেখানে কাজ চলছে, সেখানে লোক থাকে। মলয় বললেন, 'জয়গাঁর এই শিল্পতালুকের কথা শুনে অনেক শিল্পপতি আসেন। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকেও এসেছেন শিল্পপতিরা। তাঁরা আসেন, জায়গা দেখেন, চলে যান। আরেকজন কর্মী থাকলে হয়তো সবটা গুছিয়ে করা সম্ভব হত।'

জয়গাঁ শিল্পতালুকটি যে স্থানে অবস্থিত সেটি সমাজবিরোধীদের আখড়া বলা চলে। মাঝেমধ্যে এই এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ নেশার সামগ্রী সহ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে। নয়তো অবৈধ ভুটানি মদ সহ মদ্যপদের ধরপাকড় করে। সমাজবিরোধীদের এই দৌরাত্ম্য নিয়ে আতঙ্কিত ওই নিরাপত্তাকর্মী। ভয় পান, পাঁচিলহীন অংশ দিয়ে ঢুকে শিল্পতালুকের জায়গাই না দখল করে বসে দুষ্কৃতীরা। এভাবে একজন কর্মীকে দিয়ে কি নজর রাখা সম্ভব? জেডিএ'র এগজিকিউটিভ অফিসার শান্তিরাম গড়াই এপ্রসঙ্গে বললেন, 'আমাকে কেউ সমস্যার কথা বলেনি। যদি সেখানে আরও লোক দরকার হয় তো লোক দেওয়া হবে।' এদিকে, জয়গাঁ শিল্পতালুকের ৩৬টি প্লটের মধ্যে ১০টি প্লট শিল্পপতিরা নিয়েছেন। শিল্পতালুকের রাস্তার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়। সেই কাজ কবে শুরু হবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। জেলা শাসক আর বিমলা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'শিল্পতালুকগুলির ওপর প্রশাসনের নজর আছে।'

জমি কিনতেও

প্রথম পাতার পর

থেকে দালালরা ৫-৭ লক্ষ টাকা কমিশন আদায় করে।

এব্যাপারে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরির কথা, 'কে কোথায় জমি কেনাবেচা করবে সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়লে আমরা দেখব।' তবে এলাকায় সিন্ডিকেটরাজ চালিয়ে যেভাবে জমি বিক্রি হচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন পুলিশ। জমির দালালদের সঙ্গে আবার ভূমি দপ্তরের এক শ্রেণির কর্মীর যোগসাজশের অভিযোগও উঠেছে। এক শ্রেণির কর্মী নাকি নানা কায়দায় একজনের জমি রেকর্ডে কেটে অন্যের নামে করে দিচ্ছে। আবার ওই জমিই ভেতরে ভেতরে দু'তিন হাতে ঘুরতে ফিরতে দাম বেড়ে যাচ্ছে। শহরে এখন দু'তিনজন মিলে এলাকাভিত্তিক জমির দালালচক্র তৈরি হয়েছে। জমি কেনাবেচার এই চক্র বেশ সক্রিয় এখন। একটি এলাকার জমি সংশ্লিষ্ট দালাল ছাড়া বিক্রি করা মুশকিল। শহরের এক শিক্ষক বলেন, 'দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে ফালাকাটাতে চাকরি করছি। এখানে সামান্য জমি কিনেছি। কিন্তু ওই জমি আমি একা কিনতে পারিনি। এর জন্য একজন দালাল ধরতে হয়েছিল। তাকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে।' আর দালালরা কী বলছেন? ধূপগুড়ি মোড় এলাকার এক জমির দালালের পালটা প্রশ্ন, 'সবকিছুতেই দালালি চলে আর আমরা করলেই দোষ?'

জরিমানা

প্রথম পাতার পর

আগরওয়ালকে কাছাকাছি কোনও এলাকায় নতুন গাছ লাগানোর অনুমতি দেওয়া হবে এবং কেবল তখনই তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার নিষ্পত্তি হবে।

সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালের একটি আদেশও বাতিল করেছে। ওই আদেশে তাজ ট্রাপিজিয়াম জোনের বনভূমি ও ব্যক্তিগত জমিতে গাছ কাটার জন্য অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়ির গাছ কাটাতেও সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, তিন হাজার নয়, মাত্র ৪১৭টি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত হয়েছে। লাটাগুড়ির জঙ্গলের ইকো সেনসিটিভ জোনে বাণিজ্যিক আবাসন নির্মাণ হয়েছে। যার বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের মামলাতেও কাজে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। অভিযোগ, ওই সময় জঙ্গলের কোর এলাকায় প্রচুর গাছ কাটা হয়েছিল। ওই মামলা এখনও বিচারাধীন। লাটাগুড়ির পাশাপাশি সেবক থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর তৈরি করার জন্যে রাস্তার দু'ধারে কয়েক হাজার গাছ ইতিমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে। উন্নয়নের নামে শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোড, বিধান রোড, স্টেশন ফিডার রোডেও একের পর এক গাছে কোপ দেওয়া হয়েছে। আইন মেনে কোথাও চারা গাছ রোপণ হয়নি। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের জঙ্গলের কোর এলাকায় গাছ কেটে একের পর এক রিসর্ট তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি অদূরে নেপালি বস্তিতে জঙ্গলের ভেতর একের পর এক রিসর্ট তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। ওই রিসর্টগুলি তৈরির জন্যে গাছ কাটা হলেও কেউ বাধা দেয়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বুধবার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' কিন্তু প্রশ্ন, ওই রায় উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলকে বাঁচাতে পারবে তো?

বাড়ছে জয়রাইড, আসছে তিনটি নতুন ইঞ্জিন

টয়ট্রেনের হুইসলে ঘুম ভাঙবে পাহাড়ের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : এবার থেকে সাতসকালেই পাহাড়ে শোনা যাবে কু-ঝিকঝিক শব্দ। সকাল ৭টা ১৫ থেকেই এবার পাহাড়ে ছুটবে খেলনাগাড়ি। পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। যে কারণে দার্জিলিংয়ে জয়রাইডের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। আরও পাঁচটি জয়রাইড পাহাড়পথে শুরু করবে ডিএইচআর। ইতিমধ্যে বাড়তি রাইড চালানোর জন্য আরও তিনটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন কেনার টেন্ডার দিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থা এই তিনটি ইঞ্জিন তৈরির বরাত নিয়েছে।

মে মাসের শেষ দিকে দুটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন পাহাড়ে এসে পৌঁছাবে। আরও একটি ইঞ্জিন আসবে চলতি বছরের শেষ দিকে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'তিনটি ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদে ট্রায়াল চলছে। সকাল সাতটার জয়রাইড আমরা শুক্রবার থেকে শুরু করছি। ডিআরএম উদ্বোধন করবেন।'

দীর্ঘদিন আগে পাহাড়ে সকাল সাতটায় টয়ট্রেন চালানো হত। কার্সিয়াং থেকে সকাল সাতটায় ছেড়ে সাড়ে দশটায় দার্জিলিং পৌঁছাত খেলনাগাড়ি। সেই ট্রেনের হুইসলে সকাল শুরু করতেন পাহাড়বাসী। ট্রেনের সময় ধরে

পড়ুয়ারা স্কুলে, কর্মীরা অফিসে যেতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়।

বন্ধ হয়ে যায় সকালের টয়ট্রেন পরিষেবাও। রেল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই পাহাড়বাসী ডিএইচআরের কাছে সকালের পরিষেবা শুরুর আবেদন জানাচ্ছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শুক্রবার থেকে ফের পরিষেবা শুরুর পরিকল্পনা নিয়েছে ডিইচআর।

পাহাড়ে জয়রাইড ৮ থেকে বাড়িয়ে ১৩ করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি রাইডের হুইসল বাজবে সকাল সাতটায়। টয়ট্রেনটি ৭টা ১৫-তে স্টেশন ছাড়বে। দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে ফের দার্জিলিংয়ে ফিরবে ট্রেন। বাকি চারটি রাইডের মধ্যে দুটি দুপুরে এবং দুটি বিকেলে চালানো হবে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ডিএইচআর সেকশন পরিদর্শনে আসছেন কাটিহারের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। তিনি প্রথমে দুপুরে কার্সিয়াংয়ে ডিএইচআরের সদর দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এরপর সেখান থেকে চলে যাবেন দার্জিলিংয়ে। শুক্রবার সকাল সাতটায় দার্জিলিং স্টেশনে জয়রাইড উদ্বোধন করবেন তিনি।

> তিনটি ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদে ট্রায়াল চলছে। সকাল সাতটার জয়রাইড আমরা শুক্রবার থেকে শুরু করছি। ডিআরএম উদ্বোধন করবেন।
>
> **ঋষভ চৌধুরী**
> ডিরেক্টর, ডিএইচআর

বিল বকেয়া, অন্ধকারে স্কুল

প্রথম পাতার পর

নবম শ্রেণির স্নেহা দাস, প্রিন্স ওরাওঁ, মনীষা ওরাওঁদের। তারা বলল, গরমে আমরা ক্লাস করতে পারছি না। মাঠে খেলাধুলো করার পর ইউনিফর্ম ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সেটা গায়েই শুকিয়েছে। জলের পাম্প বন্ধ। বাথরুমে যাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এইভাবে ক্লাস করব কীভাবে?

জেলার তিনটি মডেল হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়। তিনি আবার দাবি করেছেন, বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার কারণ অন্য। বলেন, 'কোভিডের সময় মডেল হাইস্কুলগুলিকে কোয়ারান্টিন সেন্টার করা হয়েছিল। এরপর নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাখা হয়েছিল। সেইজন্য এত টাকা বিল হয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশন ও বিকাশ ভবনে টাকার জন্য আবেদন জানাব। দ্রুত যাতে সমস্যার সমাধান করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বিতর্ক স্বাধীনতা দিবসে

প্রথম পাতার পর

তাঁর বাকস্বাধীনতা আছে, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন আছে, ততক্ষণ ভূখণ্ড স্বাধীন হলেও লাভ নেই।' এরপরেই তিনি যা বলেন, বিতর্ক দানা বেঁধেছে তা নিয়ে। সজীবের কথায়, 'আমরা মনে করি, চব্বিশ সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে।' জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রধান নাহিদ ইসলাম আবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'একাত্তর ও চব্বিশ আলাদা কিছু নয়। চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একাত্তরের স্পিরিট পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।' আসিফ, নাহিদদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন জামাত।

দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়াঁ গোলাম পরওয়ার বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করেছেন এবং সেটার চেতনা ফেরি করে বেড়াচ্ছেন তাঁদের বলব, আপনারা রাজনৈতিক স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে দিল্লির কাছে দেশ বিক্রি করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। সেদিন তাই বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। যে কারণে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ বলেছেন, এটা আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা।'

কিন্তু এই বক্তব্যের সঙ্গে একেবারে ভিন্নমত আওয়ামি লিগের পর এখন দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, 'জুলাই-অগাস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারকে তাড়িয়ে নতুন আস্বাদ পেয়েছি। অনেকে যাকে বলেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা। কিন্তু দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে বাংলাদেশে কিছু নেই। যাঁরা বলেন, তাঁরা আজকের স্বাধীনতা দিবসকে খাটো করতে চান। যাঁরা দ্বিতীয় স্বাধীনতার কথা বলেন, একাত্তরের স্বাধীনতায় তাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল না।' আমার বাংলাদেশ পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভুঁইয়ার (মঞ্জু) বক্তব্য, 'একাত্তর একটা প্রেক্ষাপট, যেখানে ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। চব্বিশ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার অর্জনকে পুনঃস্থাপন করার সংগ্রাম।' বার্তা স্পষ্ট, ৫ অগাস্টের পর বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতাকে ইতিহাস বানিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে তুলে ধরার প্রয়াস। তবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল যে আওয়ামি লিগ, তাদের উপস্থিতিও টের পাওয়া গিয়েছে স্বাধীনতা দিবসে। সাভারে 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড' লেখা পতাকা হাতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে যান কয়েকজন। শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর তাঁরা জাতির পিতা শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার, তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি ইত্যাদি স্লোগান ওঠে। তাঁদের ৩ জনকে পরে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের একজন মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লিগের মহাসচিব সেলিম রেজা। তিনি বলেন, 'আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি, আমরা স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি।' অন্যদিকে, শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিরাজুম মুনীরা কায়ছানকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কায়ছানের বিরুদ্ধে মামলা করার দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

পুলিশের কণ্ঠে সুরের খোঁজ

কোচবিহার, ২৬ মার্চ : সংগীতের সেরা মঞ্চ 'রিয়েলিটি শোয়ে' গান গেয়ে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরবেন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা। তাঁদের নিয়ে রাজ্যব্যাপী 'পুলিশ আইডল' শুরু হতে চলেছে। হাতে পিস্তল নিয়ে দুষ্কৃতীদের তাড়া করলেও বহু পুলিশকর্মীর গলাতেই সুর রয়েছে। রিয়েলিটি শোয়ের ধাঁচে এবার তাঁদের বেছে নেওয়ার আয়োজন শুরু হল। কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে বুধবার ১৮ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক সেই গানের অনুষ্ঠানের জন্য অডিশন দিয়েছেন। সেখান থেকে বাছাই করা ছয়জন পুলিশকর্মী (সংগীতশিল্পী) উত্তরবঙ্গ ও পরবর্তীতে রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুলিশ আইডলের উত্তরবঙ্গ বিভাগের জন্য কোচবিহারে অডিশন হল। অনেক পুলিশকর্মীরই ভালো গান গাওয়ার প্রতিভা রয়েছে। যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁদের প্রতিভাই এবার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উঠে আসবে।'

এদিন কোচবিহার পুলিশ সুপারের কনফারেন্স হলে অডিশন হয়েছে। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী নজরুল ইসলাম, জ্যোতির্ময় সেন ও মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি অডিশন নিয়েছেন। কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডিএসপি, অনেক পুলিশকর্মী এদিন বিচারকদের সামনে গান গেয়ে শোনান। কেউ গেয়েছেন 'মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষেরই সনে...' আবার কারও গলায় ফুটে উঠেছে আধুনিক বাংলা গান।

অডিশন শেষে এদিনের বিচারক জ্যোতির্ময় সেন বলেছেন, 'দিনরাত কর্মব্যস্ততার ফলে পুলিশকর্মীদের সুপ্ত প্রতিভা বেশিরভাগ সময়ই হারিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের সেই প্রতিভা তুলে আনার জন্য এধরনের অনুষ্ঠান অবশ্যই ভালো উদ্যোগ।'

ব্রাজিলকে চার গোলে চূর্ণ করে
জিতল আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেওয়া হুলিয়ান আলভারেজকে (৯) জড়িয়ে ধরেছেন থিয়াগো আলমাদা।

বুয়েনস আয়ার্স, ২৬ মার্চ : কে বলবে লিওনেল মেসি ছিলেন না! আর্জেন্টিনার খেলায় তাঁর অভাব একবারের জন্যও যে চোখে পড়ল না। ব্রাজিলকে অনায়াসেই ৪-১ গোলে হারাল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

মাঠে নামার আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্রটা পৌঁছে গিয়েছিল শিবিরে। ফলে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচটা হয়ে দাঁড়ায় মর্যাদা রক্ষার। আর মাঠে নেমে লড়াইটা একতরফাভাবেই জিতল আর্জেন্টাইনরা। প্রথম দুই মিনিটে বল ছুঁতেই পারেনি ব্রাজিল। তখনই ম্যাচের ভবিষ্যৎ কিছুটা হলেও আঁচ করা গিয়েছিল। বাকি সময়ও সেই রেশ বজায় রাখলেন লিওনেল স্কালোনির ছেলেরা।

> আমাদের কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি। তবে মানতে হবে ওরা যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে।
>
> **ডোরিভাল জুনিয়ার**
> ব্রাজিল কোচ

চতুর্থ মিনিটেই গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। এনজো ফার্নান্ডেজ ব্যবধান বাড়ালেন ১২ মিনিটে। ৩৩টি পাসের ফসল তাঁর এই গোল। ২৬ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গিয়ে ব্রাজিলের হয়ে ম্যাথিয়াস কুনহা একটি গোল শোধ করলেন ঠিকই, যদিও তাতে আর্জেন্টিনার খেলার ধরনে এতটুকুও বদল এল না। পালটা প্রথমার্ধের শেষ দিকে আরও একটি গোল চাপিয়ে দিলেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল তুলতে এড্রিক, জোয়াও গোমেজদের নামালেও বাকি সময়ও ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল ব্রাজিল। সাম্বার ছন্দটা ধরতেই পারলেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, মার্কুইনহোসরা। ম্যাচের আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারানোর হুংকার দিয়েছিলেন রাফিনহা। এদিন মাঠে তাঁর মধ্যে সেই তাগিদই দেখা গেল না। আর সেলেকাওদের রক্ষণ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বারবার। বলা ভালো ভাগ্যের জোরে, আর আর্জেন্টিনা ফুটবলারদের ভুলে ব্যবধানটা আরও বাড়েনি। ৭১ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গাঁথলেন জিউলিয়ানো সিমিওনে।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এমন জয়কে দলগত খেলার ফসল বলে মনে করছেন স্কালোনি। বলেন, 'আমরা দল হিসাবে খেলেছি বলেই ব্রাজিলকে হারাতে পেরেছি। দারুণ একটা ম্যাচ খেলেছি আমরা।' ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল জুনিয়ার অবশ্য বেশ চাপে। হারের দায় কিছুটা নিজের কাঁধেও নিলেন তিনি। বলেছেন, 'আমাদের কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি। তবে মানতে হবে ওরা যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে।' ব্রাজিলে ডোরিভালকে ছাঁটাইয়ের দাবি উঠলেও অধিনায়ক মার্কুইনহোস কোচের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মতে, 'এটা শুধু কোচের ভুলে নয়। ফুটবলারদেরও দায় নিতে হবে।'

হারের হতাশা ঢাকতে মুখ লুকোচ্ছেন ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। বুয়েনস আয়ার্সে বুধবার।

অক্টোবরেই ভারতে মেসিরা

বুয়েনস আয়ার্স, ২৬ মার্চ : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের অক্টোবরেই ভারতে আসবেন লিওনেল মেসি। তবে মেসি একা নন, গোটা আর্জেন্টিনা দলেরই ভারতে আসার কথা।

এইচএসবিসি ইন্ডিয়ার সঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের একটি এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওই চুক্তির অংশ হিসেবেই ম্যাচটি আয়োজন করা হচ্ছে। এইচএসবিসি-র তরফেই মেসিদের ভারতে আসার খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবরে কেরলে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, ২৫ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বরের মধ্যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যদিও ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডো ৬ থেকে ১৪ অক্টোবর ও ১০ থেকে ১৮ নভেম্বর। সেক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা দল অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে কীভাবে ভারতে আসবে তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

আমার সেঞ্চুরি নিয়ে ভেবো না, বলে দেন শশাঙ্ককে
উলমার-ক্রোনিয়েকে মনে করালেন শ্রেয়স!

আহমেদাবাদ, ২৬ মার্চ : ৯৭ রানে অপরাজিত তখন।

ইনিংসের শেষ ওভার। স্ট্রাইকার প্রান্তে সতীর্থ শশাঙ্ক সিং। অধিনায়কের পরিষ্কার নির্দেশ আমার সেঞ্চুরি নিয়ে ভাবতে যেও না। প্রতিটা বল চালাও। মহম্মদ সিরাজের শেষ ওভারে ২৩ রান তুলে যখন শশাঙ্ক ফিরছেন, তখনও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার দাঁড়িয়ে ৯৭-তেই।

মাত্র তিন রানের জন্য পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরি হাতছাড়া। কিন্তু দল আগে, তারপর ব্যক্তিগত রেকর্ড। শ্রেয়সের যে মানসিকতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট মহল।

১৬ বলে ৪৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলা শশাঙ্ক বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে প্রথম বল থেকেই আমাকে শ্রেয়স বলে দেয়, 'প্রতিটি বলই চালাও। যত পারো বাউন্ডারি মারো। আমার সেঞ্চুরি নিয়ে চিন্তা কোরো না।' আমি ঠিক সেটাই করেছি। বল দেখেছি আর চালিয়েছি।'

আরও দাবি করেছেন, 'ক্রিজে নামার পর স্কোরবোর্ডের দিকে তাকাইনি। বল দেখেছি আর মেরেছি। শ্রেয়স বলার পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। শেষ ওভারের প্রথম বাউন্ডারির পর দেখি ও ৯৭-এ। বলি আমি ১ রান নিয়ে স্ট্রাইক দিচ্ছি। আইপিএলে ১০০ করা সহজ নয়। কিন্তু ও...। এটা করতে বুকের পাটা লাগে। ক্রিকেট দলগত খেলা হলেও সবার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। শ্রেয়স এরকমই। গত ১০-১৫ বছর ধরে জানি, এখনও বদলায়নি।'

এদিকে শ্রেয়সের নেতৃত্ব, বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। বিশেষত, ক্রিজে সেট হওয়া জস বাটলার, শেরফানে রাদারফোর্ডদের বিরুদ্ধে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে পেসার বিজয়কুমার ব্যাশককে ব্যবহার মাস্টারস্ট্রোক। যা নিয়ে মজা করে অন্যরকম জল্পনাও শুরু হয়েছে।

গোটা ম্যাচে সঠিক সময়ে বারবার সঠিক পদক্ষেপ। কেউ কেউ তো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন কোচ-অধিনায়ক জুটি বব উলমার-হ্যান্সি ক্রোনিয়ের 'ইয়ারপিস' বিতর্কের গন্ধও পেলেন! মজার করে বলেও দিচ্ছেন, সব সিদ্ধান্তই কি শ্রেয়সের মস্তিষ্কপ্রসূত? নাকি জোড়া মাথার কামাল? শ্রেয়সের কানে বোধহয় ইয়ারপিস লাগানো ছিল, যার মাধ্যমে কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে স্ট্যাটেজি নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা চলছিল!

ব্যাশককে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামানো প্রসঙ্গে শ্রেয়সের যুক্তি, শিশির ছিল। স্পিনারদের বল গ্রিপ করতে সমস্যা হত। তাই পেসারকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত। মারমুখী বাটলারদের আটকে দিয়ে সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন ব্যাশক। ডেথে অর্শদীপ সিংয়ের বোলিংও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রেয়সের মতে, রিভার্স সুইং আদায় করে নিয়েছে অর্শদীপ। বলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি (করোনার পর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়) কাজ করেছে।

ম্যাচ জেতানো ইনিংসের তৃপ্তি নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচে অপরাজিত ৯৭। সত্যি কথা বলতে, এরচেয়ে ভালো অনুভূতি আর কীই বা হতে পারে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখানকার পরিবেশ, পিচের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। প্রথম বলটাই বাউন্ডারি পাওয়া বিশ্বাস জুগিয়েছিল। কাগিসো রাবাদাকে মারা ছক্কাটা মোমেন্টাম বদলে দেয়। শশাঙ্কও ১৬-১৭ বলে ৪৪ করল।'

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে পাঞ্জাব কিংসের শশাঙ্ক সিং।

শাস্ত্রীর শ্রেয়স-বন্দনায় বিরাট-খোঁচা!

ননস্ট্রাইকারে দাঁড়িয়ে ৯৭ রানে থাকা শ্রেয়স আইয়ারের তারিফ শশাঙ্ককে।

সেরেনাকে নিয়ে স্মৃতিতে জকোভিচ

মায়ামি, ২৬ মার্চ : কাতার ওপেন ও ইন্ডিয়ান ওয়েলস মাস্টার্সে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেও চলতি মায়ামি ওপেনে নির্বিঘ্নেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। মঙ্গলবার রাতে ৬-২, ৬-২ গেমে হারালেন লরেঞ্জো মুসেত্তিকে। জকোর ম্যাচ দেখতে এদিন গ্যালারিতে ছিলেন হুয়ান মার্টিন ডেল পোত্রো ও প্রাক্তন মার্কিন টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামস। গত বছরের ডিসেম্বরে ডেল পোত্রোর বিদায়ি মঞ্চে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন জকো। সেই ম্যাচেও গ্যালারিতে হাজির ছিলেন সেরেনা। যা নিয়ে স্মৃতিতে ভাসলেন নোভাক। এই প্রসঙ্গে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'সেদিন আমি একটি ডাউন দ্য লাইন পাসিং শট খেলেছিলাম। তারপর সেরেনার দিকে তাকাই। জিজ্ঞাসা করি, শটটা ঠিক আছে কিনা। ও বলে, হ্যাঁ ঠিকই আছে। সেরেনা যখন ঠিক বলে দিয়েছে, তারমানে অন্যদের থেকে শটটা আমি ভালোই খেলতে পারি।'

জয়রথ ছুটছে ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের পয়েন্ট টেবিলে আরও এগোল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ওড়িশার নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল লাল-হলুদের মেয়েরা। এদিন আরও একবার জোড়া গোল করলেন ইস্টবেঙ্গলের এলসাদাই আচেমপং। বাকি তিন গোল মাউরিন আচেইং, সৌম্যা গুগুলোথ ও সুলঞ্জনা রাউলের। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান এবং দুই নম্বরে থাকা গোকুলাম কেরালার সঙ্গে চার পয়েন্টের ব্যবধান উভয়ই ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল। তারা ছাড়া এখন খেতাবি দৌড়ে টিকে রইল কেবল গোকুলামই। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে ইস্টবেঙ্গল-গোকুলাম কেরালা লিগের শেষ ম্যাচই খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ হতে পারে।

ডাগআউটে সুন্দর, অবাক গুগুল সিইও
ব্যাশককে কৃতিত্ব শুভমানের

আহমেদাবাদ, ২৬ মার্চ : ভারতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। অথচ, আইপিএল টিমের প্রথম একাদশে সুযোগ হয় না! ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির টিম ম্যানেজমেন্টের যে ভাবনা নতুন নয়। গতকাল পাঞ্জাব কিংস ম্যাচেও গুজরাট টাইটান্সের ডাগআউটেই কাটাতে হয়েছে স্পিন-অলরাউন্ডারকে।

শুভমান গিলদের নেওয়া সিদ্ধান্তে অবাক গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই! এক ক্রিকেটপ্রেমী সামাজিক মাধ্যমে ওয়াশিংটনকে নিয়ে লেখেন, 'ভারতীয় দলের সেরা পনেরোতে থাকে ও। অথচ, দশ দলের আইপিএলের প্রথম এগারোয় জায়গা হয় না!' যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় সুন্দর পিচাই লিখেছেন, 'আমিও এই ব্যাপারে অবাক।'

এদিকে, ওয়াশিংটন, গ্লেন ফিলিপসকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে থাকা নিয়ে বিতর্ক হলেও শুভমান হারের জন্য প্রতিপক্ষ পেসার বিজয়কুমার ব্যাশককে দায়ী করছেন। গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়কের দাবি, ১৫ ও ১৭, দুই ওভারে ব্যাশকের দুর্দান্ত বোলিং পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে দেয়।

২৪৪ রান তাড়া করতে নেমে শেষ ৩৬ বলে ৭২ রান দরকার ছিল গুজরাটের। জস বাটলার-শেরফানে রাদারফোর্ড জুটি ক্রিজে বিধ্বংসী মেজাজে। কিন্তু ব্যাশকের স্পেল অঙ্ক গুলিয়ে দেয়। প্রতিপক্ষের অস্ত্রকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে গিলের দাবি, ম্যাচের ৩৫ ওভার পর্যন্ত রিজার্ভ বেঞ্চে কাটানোর পর মাঠে নেমে চাপের মধ্যে একের পর এক নিখুঁত ইয়র্কার সহজ নয়। ব্যাশক ঠিক সেটাই করে দেখাল। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ম্যাচে প্রভাব ফেলল।

শুভমান অবশ্য দাবি করছেন, ব্যাটিং এবং বোলিং, উভয় ক্ষেত্রেই তারা সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। গুজরাট অধিনায়কের মতে মাঝে ইনিংস কিছুটা গতিহীনতায় ভুগেছে। পাশাপাশি ডেথ ওভারে পাঞ্জাব ব্যাটারদের বেশি রান দিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

হার দিয়ে শুরু করলেও শুভমানের দাবি, আইপিএল ম্যারাথন লিগ। ঘুরে দাঁড়ানোর সময়-সুযোগ দুটোই মিলবে। পাঞ্জাব ম্যাচে ইতিবাচক থাকার মতো অনেক কিছু মিলেছে। পরবর্তী ম্যাচে যা কাজে লাগাতে পারবেন, বিশ্বাস গুজরাট অধিনায়কের।

শেষ পাঁচ ওভারের জন্য মাঠে এসে ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেওয়া বিজয়কুমার ব্যাশককে প্রশংসায় ভরালেন শুভমান গিল।

কোচ গম্ভীরকে বাউন্সার সানির

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আপাতত অতীত। ক্রিকেট বিশ্ব এখন আইপিএল মোডে। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরস্কারমূল্য নিয়ে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে ঘুরিয়ে কটাক্ষ সুনীল গাভাসকারের। টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দলের জন্য ১২৫ কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হেডকোচ হিসেবে যদিও বাকি কোচিং স্টাফদের থেকে বাড়তি পুরস্কার অর্থের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন রাহুল দ্রাবিড়। জানান, বাকিরা যা পাবেন, তিনি তাই নেবেন।

দ্রাবিড়ের প্রসঙ্গ টেনে গম্ভীরের উদ্দেশ্যে গাভাসকারের 'বাউন্সার', চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় হেডকোচ এরকম কিছু বলেছেন কিনা, তার কানে আসেনি। বর্তমান কোচ গম্ভীর কি উত্তরসূরি দ্রাবিড়কে এই ব্যাপারে অনুসরণ করছেন? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের জন্য ৫৮ কোটি টাকা পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করে বোর্ড। তবে কে কত পাবেন, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি।

> একটা সময় ছিল প্রতিপক্ষ শর্টপিচ বলে টার্গেট করত শ্রেয়সকে। এখন সেই বলটাকে ও কাজে লাগাচ্ছে মুনশিয়ানার সঙ্গে।
>
> **কেন উইলিয়ামসন**

গাভাসকার বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপের পর বোর্ড পুরস্কারের অর্থ ঘোষণা করে। তৎকালীন কোচ বাকি কোচিং স্টাফদের থেকে বেশি অর্থ নিতে রাজি হননি। সমান অর্থ নিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আর্থিক পুরস্কার ঘোষণার পর দিন পনেরো কেটে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান কোচের থেকে সেরকম কিছু এখনও শুনিনি। দ্রাবিড় যা করেছিল তা অনুকরণীয়। বর্তমান কোচও কি সেটাই অনুসরণ করেছে?'

এদিকে, শ্রেয়স আইয়ারের নিঃস্বার্থ ক্রিকেটের প্রশংসায় রবি শাস্ত্রী। শ্রেয়সের যে মানসিকতা বিরাট কোহলিকে ঘিরে পুরোনো বিতর্ক সামনে এনে দিয়েছে। অতীতে শতরান করার জন্য স্ট্রাইক হাতে রাখতে বাড়তি রান নিতে চাননি। শ্রেয়সের ইনিংসের পর বিরাটের পুরোনো যে ভিডিও ভাইরাল।

আর সেই ভাবনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে শাস্ত্রীর শ্রেয়স-বন্দনা। ১১৭ ম্যাচ অপেক্ষার পর মেগা লিগের প্রথম সেঞ্চুরির সুযোগ থাকলেও যেভাবে দলকে গুরুত্ব দিয়েছেন, উচ্ছ্বসিত রবি শাস্ত্রী। জানিয়েছেন, ক্রিকেট টিমগেম। প্রত্যেকেরই উচিত শ্রেয়সকে অনুসরণ করা।

শ্রেয়সের প্রশংসায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, গত এক বছরে সবচেয়ে উন্নতি করেছে শ্রেয়সই। তিন ফরম্যাটের জন্যই শ্রেয়স প্রস্তুত। মাঝে কিছু বিতর্ক হয়েছে। তারপর যেভাবে উন্নতি করে ফিরে এসেছে, দেখে ভালো লাগছে। কেন উইলিয়ামসন বলেছেন, একটা সময় ছিল প্রতিপক্ষ শর্টপিচ বলে টার্গেট করত শ্রেয়সকে। এখন সেই বলটাকে কাজে লাগাচ্ছে ও মুনশিয়ানার সঙ্গে।

অভিযোগ নেই, সূচিতে ভারসাম্য চান কেন

লন্ডন, ২৬ মার্চ : পরের আন্তর্জাতিক উইন্ডো জুনের ২ থেকে ১০ তারিখ। এদিকে প্রিমিয়ার লিগ সহ ইউরোপের বাকি বড় লিগগুলি শেষ হতে মে মাসের শেষ সপ্তাহ। ৩১ মে আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল। এদিকে ১৫ জুন শুরু ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। সবমিলিয়ে ঠাসা সূচি। মরশুম শেষেও ফুটবলারদের দম ফেলার সুযোগ নেই। পরিস্থিতি নিজের মতো করেই সামাল দিতে চাইছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন।

কেন বলেছেন, 'আমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসি। তাই খেলা নিয়ে আমি কখনোই অভিযোগ করব না। আসলে সকলেই তো খেতাব জিততে চায়।' ইংলিশ অধিনায়ক মনে করছেন, 'ফুটবলারদের বিশ্রামের সুযোগ রয়েছে। তবে সবটাই পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করছে। এটা ক্লাব, কোচ সকলকেই দেখতে হবে। সূচিতেও ভারসাম্য আনা দরকার।'

এদিকে, ইংল্যান্ডের জাতীয় দল আবার ম্যাচ খেলবে জুন মাসে। দলের কোচ টমাস টুচেল তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। বলেছেন, 'ফুটবলাররা কতগুলি ম্যাচ খেলল তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমি উদ্বিগ্ন এটা ভেবে যে ওরা কোনওসময়ই তিন থেকে চার সপ্তাহের পূর্ণ বিরতি পাবে না। ন্যূনতম তিন থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম দেওয়া উচিত।' ফিফাকে এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তার অনুরোধও জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের নতুন কোচ টুচেল।

আপুইয়াকে নিয়ে চিন্তা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ : দুপুরে কলকাতায় পৌঁছাতেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মেডিকেল দল বুধবার আপুইয়াকে ডেকে পাঠায় তাঁর চোট পরীক্ষার জন্য। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি হালকা চোট পান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে চিন্তায় ম্যানেজমেন্ট। বৃহস্পতিবার তাঁর কী পরিস্থিতি জানা যাবে। মনবীর সিংও প্রথম সেমিফাইনালের আগেই ফিট হয়ে যাবেন বলে শুরুতে মনে হলেও এখন তাঁকে নিয়েও সন্দেহ শুরু হয়েছে। তিনি রিহ্যাব শুরু করলেও অনুশীলন শুরু করেননি। যদিও এদিন এক কর্তা জানালেন, দুই-একদিনের মধ্যে অনুশীলন শুরু করবেন তিনি। জাতীয় দলের বাকি ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার থেকে প্রস্তুতিতে নামবেন।

এদিকে, অনুশীলনে যোগ দিলেও পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রিজ সুপার কাপের আগে ফিট হবেন বলে মনে করছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁর অ্যাপেন্ডিক্স অস্ত্রোপচার হওয়ায় দেশে ফিরে গিয়েছিলেন নুনো। তিনি দিন দুয়েক হল ফিরে এসেছেন। অনেকেই মনে করছেন যে তাঁকে হয়তো সুপার কাপে নথিভুক্ত করানো হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নাও হতে পারে শেষপর্যন্ত।

কুইন্টনের দাপটে রাজস্থানে রক্তপাত

রিয়ান পরাগকে ফিরিয়ে আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে সেলিব্রেশনে বরুণ চক্রবর্তী।

রাজস্থান রয়্যালস-১৫১/৯
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৩/২
(১৭.৩ ওভারে)

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ : দল হিসেবে মাঠে পারফর্ম করতে হলে সেরাটা দিতে হয়। কিন্তু তারপরও সাফল্যের লক্ষ্যে কিছু 'এক্স' ফ্যাক্টরের প্রয়োজন হয়। সেই 'এক্স' ফ্যাক্টরের খোঁজে বুধবার সকালে কলকাতা নাইট রাইডার্স দল আচমকাই হাজির হয়েছিল গুয়াহাটির ঐতিহ্যশালী কামাখ্যা মন্দিরে। ইডেন গার্ডেন্সে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরার লক্ষ্যে পুজো দিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মিলল। আর সেই আশীর্বাদ এল মইন আলি (২৩/২) ও বরুণ চক্রবর্তীর (৩৩/২) ঘূর্ণির ঘেরাটোপের মাধ্যমে। বরুণ-মইনদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে নাইটদের দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার কুইন্টন ডি কক (৬১ বলে অপরাজিত ৯৭) দেখালেন পিচ মন্থর হতেই পারে। কিন্তু ইনটেন্ট ঠিক থাকলে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য সমস্যা নয়। নাইট স্পিনারের ম্যাজিকের পর কুইন্টনের ব্যাটে রাজস্থানের ১৫১/৯-এর চ্যালেঞ্জ অনায়াসে পার করে ১৫ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কুইন্টন শো-এর ধাক্কায় রক্তপাত ঘটল রাজস্থান শিবিরে।

ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইনের রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলার কথাই ছিল না। আচমকা সুনীল নারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুযোগ আসে মইনের কাছে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের মন্থর ও কিছুটা স্পিন সহায়ক বাইশ গজে সেই সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগালেন তিনি। কেকেআরের দুই স্পিনার মইন-বরুণের ঘূর্ণির সৌজন্যেই টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে কখনই স্বস্তিতে ছিল না রাজস্থান। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে রাজস্থানের সংগ্রহ ১৫১/৯। চলতি আইপিএলের সবচেয়ে কম রান।

সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজ গুয়াহাটিতে। কেকেআর বনাম রাজস্থানের ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা ছিল নজরকাড়া। সঙ্গে অপেক্ষা ছিল যদি শাহরুখ খান হাজির হন মাঠে। বাজিগর শেষ পর্যন্ত গুয়াহাটিতে হাজির হননি। কিন্তু তাঁর দল প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা কাটিয়ে 'চ্যাম্পিয়নের' মতোই ঘুরে দাঁড়াল। প্রমাণ করে দিল, চ্যাম্পিয়নদের ইগো কত মারাত্মক হতে পারে। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের মূল সমস্যা হয়েছিল বোলারদের লেংথ। আজ ভুল শুধরে নিয়ে স্পেনশার জনসন (৪২/১), বৈভব অরোরা (৩৩/২), হর্ষিত রানারা (৩৬/২) ভালো বোলিং করেছেন। পিচের গতি মন্থরতাও কাজে লাগিয়েছেন। বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের মন্থর বাইশ গজে বল পড়ে এতটাই থমকে আসছিল যে, নাইট বোলারদের কাজটা এমনিতেই সহজ হয়ে গিয়েছিল। নাইটদের দুই স্পিনার বরুণ-মইনও বর্ষাপাড়ার বাইশ গজকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে গতির হেরফের ঘটিয়ে রাজস্থান ব্যাটিংয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছেন। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বোলারদের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেওয়ার পরও নাইট টিম ম্যানেজমেন্টকে তাড়া করছে অপ্রিয় একটি বিষয়। আন্দ্রে রাসেলকে দিয়ে বল করানো হচ্ছে না কেন? ইডেনে আরসিবি ম্যাচেও ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে বল হাতে দেখা যায়নি। আজ রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও বল করেননি দ্রে রাস। কেন? জবাব আপাতত না থাকলেও প্রশ্নটা কিন্তু প্রবলভাবে সামনে আসছে।

কেকেআরের বোলাররা যেমন তাঁদের ভুল শুধরে নিয়েছেন। তেমনই ব্যাটাররাও ছন্দে ফিরেছেন। আরসিবি ম্যাচে দলের ভঙ্গুর মিডল অর্ডার নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। আজ কাটল সেই সংশয়। কুইন্টনের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে মইন ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে যান। পরে তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক রাহানে বড় রান না পেলেও তাঁর সেরাটা দিয়েছেন। চার নম্বরে নাইটদের তরুণ তুর্কি অঙ্গকৃশ রঘুবংশীও (১৭ বলে অপরাজিত ২২) প্রমাণ করেছেন তাঁর ইনটেন্ট।

কঠিন বাইশ গজে নাইটদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের মধ্যেই সঞ্জু স্যামসন (১১ বলে ১৩), যশস্বী জয়সওয়াল (২৪ বলে ২৯), অধিনায়ক রিয়ান পরাগরা (১৫ বলে ২৫) সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাক্তন নাইট নীতীশ রানা (৮) রান পাননি। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (২৮ বলে ৩৩) ব্যাট হাতে পিচের চরিত্র বুঝে কিছু ইম্প্রোভাইজ শট খেলে রাজস্থান ইনিংসকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি। মন্থর পিচে সিমরন হেটমায়ার (৭) চেষ্টা করেও বড় শট খেলতে ব্যর্থ। চলতি আইপিএলে যেখানে প্রায় সব ম্যাচেই নিয়মিতভাবে ১৮০-২০০ বা তার বেশি রান হচ্ছে, বোলারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে প্রতিযোগিতা। সেখানে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের এমন পিচ নিয়ে সমালোচনা হবে নিশ্চিতভাবেই।

অনায়াসে রাজস্থানের দখল নেওয়ার পর ৩১ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের আগে আপাতত নাইট সংসারে প্রাপ্তির অভাব নেই। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কুইন্টনের ফর্ম। যা নিশ্চিতভাবেই নাইট সংসারে আগামীর সঞ্জীবনী সুধা হতে চলেছে।

অসুস্থ নারায়ণ, পরিবর্ত মইন

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ : কারও মতে ধাক্কা। কেউ বলছেন, দলের শক্তি ও গভীরতা অনেকটা কমে গেল! গতকাল গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। আর বুধবার আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুনীল নারায়ণ। শুধু অসুস্থ হয়ে পড়াই নয়, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলাও হল না কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম ভরসা নারায়ণের। তাঁর বদলে নাইটদের জার্সিতে আজ অভিষেক হল মইন আলির।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটির টিম হোটেল থেকে যখন আজিঙ্কা রাহানেরা বেরিয়ে টিম বাসে উঠছিলেন, তখন সেই তালিকায় ছিলেন না নারায়ণ। সেই সময় বিষয়টা বোঝা যায়নি। কিছু পরে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে যখন নাইটদের টিম হার্ডল চলছিল, তখন সেখানে আচমকাই দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো কেকেআরের টুপি তুলে দেন মইনের হাতে। শুরু হয় নারায়ণকে নিয়ে জল্পনা। কারণ, তিনি মাঠে ছিলেন না। সামান্য সময় পর টসে জিতে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে জানিয়ে দেন, নারায়ণ অসুস্থ। তাই রাজস্থান ম্যাচ তিনি খেলছেন না। তাঁর পরিবর্তে মইন খেলছেন।

নারায়ণের অসুস্থতার খবর সামনে আসার পরই শুরু হয় জল্পনা। আগামীকালই গুয়াহাটি থেকে মুম্বই উড়ে যাবে কেকেআর। ৩১ মার্চ সেখানে পরবর্তী ম্যাচ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। তার আগে নারায়ণ ফিট হবেন তো? তাঁর ঠিক কী হয়েছে? কোনও প্রশ্নেরই সঠিক জবাব মেলেনি রাত পর্যন্ত। ফলে নারায়ণকে নিয়ে বেড়েছে ধোঁয়াশা। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ চার বছরের মধ্যে কেকেআরের জার্সিতে অসুস্থতার কারণে কোনও ম্যাচ তিনি মিস করেননি। কেকেআর জার্সিতে নারায়ণের পরিবর্তে মইন ম্যাচের সপ্তম ওভারে বল করতে এসে খারাপ করেননি। জোরের উপর অফস্পিনের সামনে যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগদের সতর্ক থাকতে দেখা গিয়েছে। নিজের দ্বিতীয় ওভারে যশস্বীকে তুলে নেন মইন (৪-০-২৩-২)। পরে মইনের স্পিনে বোকা বনে যান নীতীশ রানাও (৮)। কিন্তু তারপরও নারায়ণকে নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কেকেআরের সাফল্যের পথে নারায়ণ যে দলের বড় ভরসা, সে কথা কারও অজানা নয়।

মঙ্গলবারও নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছিল সুনীল নারায়ণকে।

ধাক্কা কাটিয়ে জয় ইস্টবেঙ্গলের

মুম্বই, ২৬ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগ জাতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের মুখ দেখল ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে বুধবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল লাল-হলুদের ছোটরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ডায়মন্ডের রক্ষণ ভাঙতে পারেননি বিনো জর্জের ছেলেরা। দ্বিতীয়ার্ধে মিনিট আটেকের ব্যবধানে পরপর দুই গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন নসিব রহমান ও আমন সিকে। একই সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট লিগে ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত থাকার রেকর্ড বজায় রাখল লাল-হলুদ।

জিতল রেইনবো

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : সুভাষ কলোনি স্পোর্টিং ক্লাব ও ফালাকাটা ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ক্রিকেটে বুধবার রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৪০ রানে শিলিগুড়ির জাগরণী সংঘ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে রেইনবো ২০ ওভারে ১৬৩ রান তোলে। আয়ান মহম্মদ ২৩ রান করেন। আশিক রায় ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে জাগরণী ২০ ওভারে ১২৩ রানে অল আউট হয়। আশিক ৫৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা আয়ান ৩ উইকেট পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে খেলবে জাগরণী-শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও ফালাকাটা ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা।

কোচ গম্ভীরকে বাউন্সার সানির
অক্টোবরেই ভারতে মেসিরা
-খবর এগারোর পাতায়

হংকং ম্যাচের আগে হতে পারে লম্বা শিবির

আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে : মানোলো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ : এখনই সব আশা শেষ হয়ে গেল, এমনটা ভাবছেন না। কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে মঙ্গলবারের ম্যাচের পর ভারতীয় ফুটবল অন্তত দুই-তিন কদম পিছিয়েই গেল বলে মনে করছেন হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ।

১৯ মার্চ মালদ্বীপকে প্রীতি ম্যাচে ৩-০ গোলে হারানোর পর মনে হচ্ছিল, ভারতের লম্বা সময় জয়হীন থাকার হতাশা সম্ভবত কাটতে চলেছে। কিন্তু ওই ম্যাচের সঙ্গে যে সরকারি আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিস্তর ফারাক, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশের বিপক্ষেই। ফিফা ক্রমতালিকায় ৫৯ ধাপ পিছিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে শুধু গোলশূন্য ড্র নয় সুনীল ছেত্রীদের পারফরমেন্স এতই নিম্নমানের যে কোচ নিজেই সাংবাদিকদের সামনে এসে নিজের হতাশা লুকোতে পারেননি। বরং তিনি বলেই ফেলেন, 'সম্ভবত আমি আমার জীবনের কঠিনতম সাংবাদিক সম্মেলন করছি। কারণ আমার মস্তিষ্কে যা

> সম্ভবত আমি আমার জীবনের কঠিনতম সাংবাদিক সম্মেলন করছি। কারণ আমার মস্তিষ্কে যা চলছে তার সবটা আমি সর্বসমক্ষে বলতে পারব না।
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

চলছে তার সবটা আমি সর্বসমক্ষে বলতে পারব না।' সত্যি কথা বলার ব্যাপারে তাঁর সুনাম বা দুর্নাম রয়েছে। এর আগে হায়দরাবাদ এফসি-র কোচ থাকার সময়ে দল খারাপ খেললে একবার তিনি বলেছিলেন, 'ক্লাবের মালিক হলে আমি এই মুহূর্তে ফুটবলারদের তো বটেই, কোচকেও ছাঁটাই করতাম।' মঙ্গলবার রাতেও তিনি বলে ফেলেন, 'প্রত্যেকের পারফরমেন্স অত্যন্ত খারাপ। যার মধ্যে কোচও আছে।' এই প্রসঙ্গেই মানোলো মেনে নেন যে, 'আমি হায়দরাবাদে মাত্র একটা দিন অনুশীলন করিয়েই মরিশাসের বিপক্ষে জাতীয় দলের কোচ হিসাবে কাজ শুরু করি। তারপর থেকে প্রতি ম্যাচে আমরা উন্নতি করেছি। কিন্তু এদিনের ম্যাচ আমাদের আরও দুই কী তিন ধাপ পিছিয়ে দিল।'

এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচের শুরু থেকেই ভুল করতে শুরু করেন ফুটবলাররা। বিশাল কেইথের একটা মিস ক্লিয়ারেন্স থেকে মুজিবর জনি বল পেয়ে যান। যা থেকে সৌভাগ্যক্রমে গোল হয়নি। এরপরেও একই ভুল বারবার হয়েছে। মানোলোর মন্তব্য, 'অভিজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার প্রশ্নই এখানে আসে না। প্রশ্নটা হল, এখানে কী মানসিকতা নিয়ে তুমি মাঠে নামছ। শুধু গোলরক্ষকই নয়, এখানে প্রত্যেকে ভুল করেছে। ম্যাচের একমাত্র পজিটিভ দিক হল, আমরা পয়েন্ট পেয়েছি।' তবু তিনি আলাদা করে লিস্টন কোলাসোর প্রশংসা করে বলেছেন, 'একমাত্র লিস্টনই প্রতিপক্ষকে সমস্যার ফেলার চেষ্টা করছিল।' একইসঙ্গে আরও বলেছেন, 'দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার নেই চোটের জন্য। কিন্তু এটা বলে খারাপ খেলার অজুহাত দেওয়া যাবে না। দল ভালো খেললেও উন্নতির জায়গা থাকে। আর আমরা খারাপই খেলেছি। তাই আরও অনেক উন্নতি দরকার।'

বাংলাদেশ ম্যাচ শেষে মানোলো মার্কুয়েজ। শিলংয়ে।

গ্রুপ শীর্ষে থাকা দলই একমাত্র এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপে ক্রমতালিকায় থাকা সবথেকে নীচের দলের বিপক্ষেই ভারত পয়েন্ট নষ্ট করায় যার উপরে প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গেল। মানোলো এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।' ভারত আবার জুন মাসের ১০ তারিখ পরবর্তী ম্যাচ খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে। তার আগেই ভারতের মরশুম সুপার কাপ হয়ে শেষ হয়ে যাবে বলে সেসময় লম্বা শিবির করার কথা ফেডারেশনকে জানাবেন মানোলো। এদিনই শিলং ছাড়ল দল। কোচ ও কয়েকজন ফুটবলার ক্লাব দলে যোগ দিচ্ছেন আইএসএলের নক আউট খেলতে।

হেড-ঈশানদের সামনে পরীক্ষা ঋষভ ব্রিগেডের

হায়দরাবাদ, ২৬ মার্চ : এবারের আইপিএলে তিনশো স্কোর কি দেখা যাবে? বৃহস্পতিবার অঘোষিত যে লক্ষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ফের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২০২৪ সালে ২৮৭ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল অরেঞ্জ ব্রিগেড। পঁচিশের শুরুটাও ধামাকাদার। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে শুরুর ম্যাচে ২৮৬।

আগামীকাল যে মেজাজকে সঙ্গে নিয়ে ফের মাঠে কাব্যা মারানের সানরাইজার্স। আবারও তিনশোর প্রত্যাশা নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ বিস্ফোরক ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষানদের দিকে। বৃহস্পতিবার নিজামের শহরে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে যে চ্যালেঞ্জের মুখে ঋষভ পন্থের লখনউ সুপার জায়েন্টস।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হেরে অভিযান শুরু করেছে লখনউ। জেতা ম্যাচ হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ভাইজাগ থেকে হায়দরাবাদে পা রেখেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। মাথায় একঝাঁক চিন্তা। দিল্লি ম্যাচে নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ সফল। যদিও অধিনায়ক ঋষভ পন্থ সহ ভারতীয় ব্রিগেড চূড়ান্ত ফ্লপ।

আইপিএলে আজ
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

চিন্তার মূল জায়গা অবশ্য বোলিং। মায়াঙ্ক যাদব, আকাশ দীপ সহ একাধিক পেসারের চোটে বোলিং কম্বিনেশন গড়তে গিয়ে হিমসিম হাল। কিছুটা স্বস্তি আবেশ খানের ম্যাচ-ফিট হওয়া। এনসিএ-র তরফে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। বোলিংয়ের হাল ফেরাতে আগামীকাল সম্ভবত প্রিন্স যাদবের জায়গায় আবেশ।

কিন্তু তাতে কি সমস্যা মিটবে? থামানো যাবে হেড, অভিষেক, ঈশান, হেনরিচ ক্লাসেনদের? জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ঋষভদের বোলিং স্ট্র্যাটেজি কতটা সফল হয়, তার ওপর মূলত নির্ভর করবে দলের ভাগ্য। শার্দুল ঠাকুরের ওপেনিং স্পেলের সঙ্গে স্পিনজুটি শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণোইয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

'ট্রাভিষেক'-এর (ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মা) দুর্দান্ত শুরুর পর ঈশানের মারকাটারি শতরান। ম্যাচ জিতিয়ে ঈশানের হুংকার, এই রকম আরও ইনিংস খেলতে চান। কাল যা আটকানো অন্যতম লক্ষ্য থাকবে লখনউ বোলারদের।

পালটা জবাবের রসদ অবশ্য রয়েছে লখনউয়ের কাছেও। পুরান, মার্শ, ঋষভ, ডেভিড মিলাররাও রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের পাটা পিচ ও ছোট বাউন্ডারিতে বাজিমাত করার ক্ষমতা রাখেন। দিল্লি ম্যাচে ভালো শুরু করেছিল লখনউ। কিন্তু শেষ ৭-৮ ওভারে রানের গতি কমে যাওয়া বিপক্ষে যায়। আগামীকাল যে ত্রুটি শুধরোতে হবে।

প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামি, অ্যাডাম জাম্পা সমৃদ্ধ হায়দরাবাদ বোলিং যার সদ্ব্যবহার করতে চাইবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোম ম্যাচে হায়দরাবাদ টিম প্রথমে ব্যাটিং পেলে স্কোরটাকে প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। যে আগ্রাসনে ব্রেক লাগাতে বুদ্ধিদীপ্ত, নিয়ন্ত্রিত বোলিং দরকার। শুধু ঈশানকে আটকালে হবে না। কাঁটা একাধিক। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন? উত্তর বোধহয় নেই লখনউ থিংকট্যাংকের কাছেও।

অতীত অবশ্য নবাবের শহরের পক্ষে। ৪ সাক্ষাৎকারে লখনউ জিতেছে তিনবার, একবার জয়ী হায়দরাবাদ। আগামীকাল? উত্তর সময়ের হাতে।

ট্রাভিস হেডের শতরানের সেলিব্রেশন নেটে নকল করলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্যাট কামিন্স।

পঞ্চম টি২০ ম্যাচে ৩৮ বলে ৯৭ রান করলেন টিম সেইফার্ট।

সেইফার্টের ১০ ছক্কায় হার পাকিস্তানের

ওয়েলিংটন, ২৬ মার্চ : টি২০ সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। পঞ্চম ম্যাচেও পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জয়ের ব্যবধান তারা নিয়ে গেল ৪-১-এ। পাক বোলারদের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে ওপেনার টিম সেইফার্ট ১০ ছক্কায় কিউয়িরা ৬০ বল বাকি থাকতে ২ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়। ৩৮ বলে ৯৭ রান নিয়ে সেইফার্ট অপরাজিত থেকে যান। তাঁর সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ফিন অ্যালেন (২৭) ৬.২ ওভারে ৯৩ রানের জুটি গড়েন। এর আগে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা পাকিস্তানকে ১২৮/৯ স্কোরে আটকে দেন জেমস নিশাম (২২/৫)। ৫২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই পাকিস্তান ব্যাকফুটে চলে যায়। সেখান থেকে অধিনায়ক সলমন আলি আঘার (৩৯ বলে ৫১) লড়াইয়ে একশোর গণ্ডি পেরোয় তারা। তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন শাদাব খানও (২৮)। যদিও সেইফার্টের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে তা ধোপে টেঁকেনি।

বিজুর দাপট

কামাখ্যাগুড়ি, ২৬ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১২ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০১৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৫ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। বিজু দেবনাথ ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১২ ব্যাচ ১১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বিজু ৮৯ রান করেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অমিত কুমার সিনহাল - কে 23.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87G 08515 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ অর্থ জেতার পর আমার আনন্দ প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না। এটা অবশ্যই জীবনের কোনও ছোট জিনিস নয়। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি প্রতিটি ব্যক্তিকে কোটিপতি হওয়ার জন্য ক্রমাগত সুযোগ প্রদান করছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অফিশিয়াল সপ্তপর্ণী

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : কিও অল ইন্ডিয়া ক্যারাটে বুধবার হায়দরাবাদের গাচ্চিবাউলি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হল। প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ারের সপ্তপর্ণী চক্রবর্তী অফিশিয়াল হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বুধবার রওনা হয়েছেন।

হার আলিপুরদুয়ারের

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : এনসিসি ক্রিকেটে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রিকেট দল ৬ রানে কম্বাইন্ড একাদশের বিরুদ্ধে হেরেছে। সিউড়িতে কম্বাইন্ড টসে জিতে ৭ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে। রাজু বর্মন ২১ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আলিপুরদুয়ার ২০ ওভারে ১৭১ রানে সব উইকেট হারায়। শুভদীপ শর্মা ৭২ ও সুজিত মালি ৩৯ রান করেন। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের বিরুদ্ধে নামবে আলিপুরদুয়ার।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট শুরু

ম্যাচের সেরা জাকির হোসেন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল টি২০ ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল ৬ উইকেটে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে টেকনো টসে জিতে ১৬.৪ ওভারে ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। অভিষেক ভারতী ২৬ রান করে। ম্যাচের সেরা জাকির হোসেন ৮ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে আলিপুরদুয়ার ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৬৩ রান তুলে নেয়। আনজিশু পাল ১৪ রান করে। অভিষেক ২০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল ১৩৬ রানে পিএম শ্রী কেভি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাক উইলিয়াম টসে জিতে ১৮ ওভারে ৪ উইকেটে ২১১ রান তোলে। প্রান্তিক ভট্টাচার্য ৫১ রান করে। জবাবে কেভি ১৮.২ ওভারে ৭৫ রানে অল আউট হয়। সৌরিক গঙ্গোপাধ্যায় ২৫ রান করে। ম্যাচের সেরা দেবজ্যোতি দাস ১০ রানে নেয় ২ উইকেট।